ইলা।

ইলা।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

"শৈব্যাসুন্দরী," "চন্দ্রলেখা," "শশিকলা," "এই কলিকাল," "বেশ্যাসক্তি বিষম বিপত্তি," চন্দ্রকেতু প্রভৃতি উপন্যাস ও নাটক প্রণেতা

এবং

"রাজকীয় গেজেট," "যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ," "হাবড়া হিতকরী," "হুতমের নক্সা," "সমাজরঞ্জন," প্রভৃতি সামাজিক, সাময়িক ও সাপ্তাহিক সম্বাদপত্র সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রণীত।

ভট্ট শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৭৯ নং আহিরীটোলা।

সন ১২৯৬ সাল।

নূতন ধরণের বিলাতি বাঁধাই মূল্য ১৶০ এক টাকা দুই আনা।

কলিকাতা,—৩নং বিডন স্কোয়ার নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

"'Tis pleasant sure, to see one's name in print,
A book's a book, although there's nothing in't"

এই কবিতাটী সারগর্ভ। গ্রন্থকার হইতে অনেকেই অভিলাষী। পুস্তকের মলাটে আপনার নাম মুদ্রিত দর্শন করা, কতকগুলি লোকের পরম কৌতুক—পরম শ্লাঘা। কতকগুলি লোক রাতারাতি গ্রন্থকার হইয়া পড়েন;—গ্রন্থ-প্রণয়ন-শক্তি আছে কি না, বিবেচনা না করিয়া যাহা মনে আইসে তাহাই লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সুবিজ্ঞ, সুপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন। যেরূপ গ্রন্থকারের রূপ উপরে চিত্র করিলাম, সেইরূপ গ্রন্থকারের সংখ্যা এই হতভাগ্য দেশে নিতান্ত কম নহে। তাদৃশ মধুকর গ্রন্থকারের মধুর মধুর চাতুরী প্রসূত অথবা অন্যপ্রকারে অপহৃত পুস্তকগুলি যে পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হয় না, কেহই তাহা ক্রয় করিতে, অথবা পাঠ করিতে চাহেন না, তাহাই বা বিচিত্র কথা কি? বিশেষ যে সকল পুস্তক উপন্যাস, নবন্যাস অভিধেয় হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই একমাত্র যুবক-যুবতীর প্রণয় লইয়া রচিত। সেই সকল পুস্তকে প্রণয়ের ছড়াছড়ি, রহস্য কৌতুকের বাড়াবাড়ি ভিন্ন, পাঠ্য বিষয় অতি অল্পই আছে। উপন্যাস, নবন্যাস প্রভৃতিতে সামাজিক রুচি যেরূপ হওয়া উচিত, এই শ্রেণীর পুস্তকের প্রতি সমাজের যাহাতে শ্রদ্ধার উদয় হয়; তাদৃশ গ্রন্থ, বঙ্গের মুদ্রাযন্ত্র অতি অল্পই প্রসব করিতেছে।

আমিও উক্তরূপ দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, গ্রন্থপ্রণয়নের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই জানিয়া, আমার পুস্তক পণ্ডিতসমাজে আদৃত হইবে না, পুস্তক বিক্রিত হইবে না জানিয়াও, এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে আমি এরূপ কার্য্যে হস্তপ্রদান করিলাম কেন? উত্তর—গ্রহবৈগুণ্য এবং হস্তকুণ্ডয়ন। আমার

অদৃষ্টে অর্থনাশ, মনস্তাপ, পণ্ডশ্রম এবং সর্ব্বোপরি সমালোচক মহোদয়গণের বৃথা—অযথা তিরস্কার লিখিত আছে, তাহা কে খণ্ডন করিবে ?

একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন অভিপ্রায়েই এই পুস্তকখানি আমি রচনা করিয়াছি। গ্রন্থখানি যুবক-যুবতীর প্রণয় ভিত্তির উপর রচিত হয় নাই। নায়কনায়িকার প্রেম, রচনা মাধুর্য্য অথবা বাক্যবিনাশ-চাতুর্য্য দেখাইবার জন্য ইহা রচনা করি নাই। কেবল মানব প্রকৃতির প্রকৃত চিত্র দেখাইবার উদ্দেশেই, ইহার অবতারণা। এই পুস্তকের মধ্যে যে কয়েকটী নায়কনায়িকার ক্রীড়া আছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক বিষয়ে এক একটী বীরপুরুষ—এক একটী বীরাঙ্গনা। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী ভিন্ন ভিন্ন মানব চিত্র প্রদর্শন করাইতে যত্ন করিয়াছেন।

ভারতের পূর্ব্ব গৌরব কি কারণে বিলুপ্ত, কি কারণে আজ ভারতমাতার পরাধীনতা, কি কারণে আজ ভারতসন্তান আর্য্যগৌরব ভুলিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ, দৃষ্টান্ত ছলে নায়কনায়িকার কার্য্যে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে;—কি উপায়েই বা ভারতসন্তানেরা অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া লুপ্ত গৌরব পুনরুজ্জ্বল করিতে পারিবেন, তাহাই উপন্যাস ছলে এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। যদি আমার লেখনী প্রসূত প্রলাপ, সহৃদয় পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী আঘাত করিতে পারে, যদি পাঠক হৃদয়ে উপন্যাসের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করাইতে পারে, তাহা হইলেই আমি আমার প্রয়াস,—পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ পুস্তকে যে কয়েকটী বর্ণ ভুল ও বর্ণ স্থানভ্রষ্ট রহিয়া গিয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠকগণ সেগুলি সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। অবশেষে বক্তব্য,—যেরূপ আজ কাল গ্রন্থকারের অভাব নাই, সেইরূপ সমালোচকেরও অপ্রতুল নাই। তাঁহারা আদ্যন্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া সমালোচন করিলে, গ্রন্থকারমাত্রেই যে তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সমালোচকেরাই সাহিত্যভাণ্ডারের প্রকৃত রক্ষক।

গ্রন্থকার।

পরম কল্যাণীয় নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কুমার

শ্রীযুক্ত খিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর করকমলেষু—

প্রাণাধিক কুমার!

তোমার সহিত আমার যেরূপ গুরুতর সম্বন্ধ, তাহাতে সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তোমাকে রাজনীতি, গৃহাশ্রমনীতি, সংসারনীতি, ধর্ম্ম-নীতি প্রভৃতি উপদেশ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু নানা কারণবশতঃ আমি কর্ত্তব্যসাধন করিতে পারি নাই। সম্প্রতি তুমি সুবিস্তীর্ণ ভূম্যাধিকার ও অতুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। বঙ্গের চির স্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আসন পরিগ্রহ করিবে। বঙ্গবাসী মাত্রেরই চক্ষু তোমার কার্য্যকলাপের উপর নিপতিত থাকিবে। বিশেষ নানাবিধ লোক, স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত তোমার নিকট সমাগত হইবে। যাহাতে তোমার লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা জন্মে, যাহাতে নানাবিধ নীতিচক্র ভেদ করিবার শক্তি জন্মে, সেই অভিপ্রায়ে উপন্যাসচ্ছলে কয়েকটী নায়কনায়িকার চরিত্র চিত্র করিয়া তোমাকে উপহার দিতেছি।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজীভাষায় তোমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, বিশেষ বাঙ্গালাভাষার উপর তোমার যথেষ্ট অনুরাগ। তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, রুচি মার্জ্জিত। আমার বহুযত্নের ধন 'ইলা' তোমার নিকট সম্যক আদৃতা হইবে জানিয়াই, তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। যদি পুস্তকখানি পাঠ করিয়া, তোমার আনন্দ জন্মে, তোমার বুদ্ধি বিচারে যদি উপদেশগুলি তোমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তাহা হইলেই আমার শ্রমসার্থক।

একান্ত শুভানুধ্যায়ী

১লা বৈশাখ সন ১২৯৬ সাল। শ্রীরাধামাধব—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূচনা।

এই আখ্যায়িকার ঘটনাকাল ১৬১২ সম্বৎ। স্থল রাজপুতানার অন্তর্গত চিরবিখ্যাত চিতোর। ইহার কিছু পূর্ব্বে রাজপুত্রপ্রদেশের রাজন্যগণ তাতার-সম্রাট সিকন্দর শূরের অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া রাজপুতানায় স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। সিকন্দর তখন কেবল নামমাত্র ভারত-সম্রাট ছিলেন;—দিল্লী ও তন্নিকটস্থ কতিপয় প্রদেশমাত্র তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল।

সের শূরের প্রধান সচিব এবং সিকন্দরের প্রধান সেনানায়ক হিমু ১৬১১ সম্বতে যবনসেনা-সহকারে মিবার-প্রদেশ আক্রমণ করেন। তিনি সেই সময় মনে করিয়াছিলেন, রাজপুতানার রাজগণ কখনই যবন-সেনার সম্মুখীন হইতে সাহস করিবেন না। বিশেষতঃ তাৎকালিক বীরাগ্রগণ্য হিমু স্বয়ং সেনাপতি হইয়া আসিয়াছেন শুনিলে, তাঁহারা ভয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইবেন;—তিনি ভ্রূকুটি দেখাইয়া. তাঁহাদিগকে বশীভূত ও পরাভূত করিতে পারিবেন। হিমু আরও মনে করিয়াছিলেন, ভারত রত্নের আকর;—যদিও তিনি মিবার সম্যক্‌রূপে জয় করিতে না পারেন, তথাচ তথা হইতে প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন, তাহা হইলেও তাঁহার যুদ্ধ-যাত্রার প্রয়াস ও পরিশ্রম নিতান্ত বিফল হইবে না। কিন্তু হিমুর

দুইটী আশার একটীও ফলবতী হইল না;—মিবারের ক্ষত্র-রাজগণ যবনসেনা দেখিয়া ভয় পাইলেন না। তাঁহারা অসম সাহসে, অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া রণে জয়লাভ করিলেন। তাঁহারা যবনসেনাপতির দুরাশার প্রতিফলস্বরূপ তাঁহার সমরাদৃত খোরাসানী খরশাণ অসি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে মিবার হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন।

হিমু মিবার হইতে অপমানিত হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে আগমন করেন; শেষে রাজমহল দুর্গ আশ্রয় করিয়া সেই স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। বিগত যুদ্ধে তাঁহার অকলঙ্ক বীরনামে যে কালী পড়িয়াছে, সেই কালিমা কিরূপে ধৌত করিবেন, সেই চিন্তায় তিনি তাহারই উপায় উদ্ভাবনে নিরন্তর চিন্তিত থাকিতেন। ইতিপূর্ব্বে মোগলবংশসম্ভূত হুমায়ুন মহারাষ্ট্র ও রাজপুত্রগণকে কি কৌশলে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। আগ্নেয় অস্ত্রের সম্মুখে দৈহিক বল নিষ্ফল, তাহাও তিনি ভালরূপে জানিতেন। এক্ষণে তিনি আপন সেনাগণকে আগ্নেয় অস্ত্রে শিক্ষিত ও আগ্নেয় অস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া, চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে কতিপয় সুনিপুণ পর্ত্তুগিজকে আনয়ন করিলেন। হিমু তাহাদিগের দ্বারা বহুবিধ আগ্নেয় অস্ত্র প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। ঐ পর্ত্তুগিজেরা তাঁহার সেনাগণকে আগ্নেয় অস্ত্র পরিচালনে বিশেষরূপে শিক্ষিত করিতে লাগিল।

এদিকে উদয়পুরাধিপতি রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর, বিক্রমজিৎ সিংহাসনারূঢ় হইয়া যেরূপ নৃশংসাচরণ ও অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে মিবারের অধিকাংশ রাজপুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী হইয়া উঠেন। অচিরাৎ বিক্রমজিৎকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহারা রাণা সঙ্গের পুত্র উদয়সিংহকে কমলমীর দুর্গ হইতে আনয়ন করিলেন। উদয়সিংহ মিত্ররাজগণের সাহায্যে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই গৃহবিবাদে বিক্রমজিতের পক্ষীয় কুলাঙ্গার রাজপুতগণ উদয়সিংহের ও তাঁহার পক্ষীয় রাজগণের বিনাশ-সাধন

সঙ্কল্প করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা ক্রমাগত দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া রাজমহলদুর্গে হিমুর সহিত মিলিত হইলেন।

১৬১২ সম্বতে হিমু ত্রিশ হাজার পদাতিক, বার হাজার অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার গোলন্দাজ, আর ত্রিশটী কামান লইয়া পুনর্ব্বার মিবার আক্রমণে যাত্রা করেন।

হিমুর সহিত এইবার পাঁচশত ৭তের জন ক্ষত্রকুলকলঙ্ক রাজপুত স্বদেশের,—স্বজাতির ধ্বংস-সাধন-মানসে গমন করেন। হিমু যখন এই বিশাল কটক লইয়া মিবারযুদ্ধে গমন করেন, তখন তিনি যবন-সেনানায়ক ও সহকারী রাজপুতগণের সমক্ষে সদম্ভে—বীরদর্পে বলেন "এবার আমি যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করিব;—এবার মিবারের প্রধানতম রাজপুত্রগণকে বন্দী করিয়া আনিব;—আনিয়া তাহা-দিগকে আমার অশ্বপালনের কার্য্যে নিযুক্ত করিব;—এবার আমি গত বারের পরাজয়-কলঙ্ক সগৌরবে ক্ষালন করিব।"

যবনসেনাপতি প্রথমতঃ চিতোর-দুর্গ আক্রমণ করিবার মানসে সেনাদলের সহিত রাজমহল হইতে একাদিক্রমে একবিংশতি দিবস উত্তরপশ্চিমাভিমুখে গমন করেন। ক্রমে কমলমীর দুর্গের দুই যোজন দূরে উদয়সাগরের উত্তরকূলে উপনীত হন। তিনি এই নদী-কূল-সমীপস্থ একটী বিস্তৃত গিরিকন্দরে বহুসংখ্যক শিবির স্থাপন করিয়া পথক্লেশ-নিবারণ-জন্য কিছুদিন অবস্থান করেন। এই উপত্যকা-ভূমির উত্তরে উদয়সাগর। উভয় পার্শ্বের পার্ব্বত্য তীরদেশ তরঙ্গ-মালায় বিধৌত করিয়া কলকল নাদে উদয়সাগর প্রবাহিত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে আরাবলী পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের সমুচ্চ অভ্রভেদী শিখরেরা সদর্পে মস্তক উন্নত করিয়া দুই দিকে বিরাজিত। দক্ষিণে বিভীষিকাপূর্ণ ভীষণ অরণ্য। এই অরণ্যের উচ্চ ও অনুচ্চ অসংখ্য বৃক্ষ তরঙ্গায়িত সাগরের ন্যায় বহুদূর ব্যাপিয়া বিস্তারিত।

উদয়সাগরের উত্তরকূলে যবনসেনাপতির রক্তবর্ণ পটমণ্ডপ বিরাজমান। মণ্ডপের শিরোদেশে তাতার-সম্রাটের উচ্চ পদচিহ্ন

পাঞ্জা-চিত্রিত সুবৃহৎ পতাকা মলয়মারুতের মৃদুমন্দ-হিল্লোলে পত্‌-পত্‌ শব্দে উড্ডীয়মান। এই শিবিরের সম্মুখে শুক্রবর্ণের দরবার-মণ্ডপ সন্নিবিষ্ট। সেনাপতির শিবিরের কিঞ্চিদ্দূরে উভয় পার্শ্বে প্রধান প্রধান সেনানায়কগণের বস্ত্রাবাস অধিষ্ঠিত। সেনাপতির শিবিরের সহস্র হস্ত দূরে সেনাগণের শিবির চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে সংস্থাপিত। দূর হইতে দেখিলে, ঐ সমস্ত যবন-শিবির বস্ত্র-বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাসপূর্ণ একটী নগরী বলিয়া ভ্রম হয়।

ফাল্গুন মাস।—প্রকৃতি প্রণয়ী-সমাগমে মধুর সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া মনের সুখে হাসিতেছেন। সেই হাসির ছটা চারিদিকে বিকাশিত হইয়া মধুমাসের আগমন ঘোষণা করিয়া দিতেছে। কি গিরিকন্দর, কি পর্ব্বতশিখর, কি অরণ্য, কি শস্যক্ষেত্র,—সকলেই সরস, সকলেই হাস্যমুখ। পাদপশ্রেণীর শাখাপ্রশাখা নবীন পল্লবে পল্লবিত—মনোহর শোভায় সুশোভিত। মধ্যে মধ্যে হরিদ্বর্ণ পত্রশোভিত, সুগন্ধি মুকুলে মুকুলিত সহকারতরু সুমধুর স্নিগ্ধ গন্ধ চারিদিকে বিতরিতেছে। মধুলোলুপ মধুকরেরা মধুপানাশয়ে ইতস্ততঃ ছুটিতেছে। ডালে বসিয়া পাপিয়া পিয়-পিয়-রবে প্রণয়ীকে ডাকিতেছে। কোকিল কুহু-কুহু-স্বরে প্রণয়িনীকে মাতাইয়া তুলি-তেছে। প্রকৃতি হাসিতেছেন;—তাহার হাসির ছটা দেখিয়া জীব-জন্তু, স্থাবর-জঙ্গম, সকলেই হাসিতেছে,—নাচিতেছে।

বেলা সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহর। সেনাপতি কার্য্যব্যপদেশে স্বীয় শিবির হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। সেই নির্জ্জন শিবিরে একটী যুবজনমনোহারিণী রূপবতী কামিনী একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন। যুবতীর বয়স উনিশ কি বিশ। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর;—প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের ন্যায়, অথবা অলক্ত-মিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় উজ্জ্বল গৌর। দেহের অপরাপর অঙ্গ অপেক্ষা যুবতীর গণ্ডদেশ কিঞ্চিৎ অধিক আরক্তিম,—কিঞ্চিৎ পরিপুষ্ট। মুখেরই পরিমাণে চক্ষু দুটী কিছু বড়,—টানা। কিন্তু উহা সত্যই বড় কি না, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য।

কারণ, চক্ষুর পার্শ্বে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলের রেখা চক্ষের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছে। চক্ষের তারা দুটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,—উজ্জ্বল। দৃষ্টি তীব্র, চঞ্চল। চক্ষের পাতাগুলি ঐ দৃষ্টির ছটা রোধ করিতে পারিতেছে না; বরং, আরও হাবভাব-প্রকাশের পোষকতা করিতেছে। কামিনীর কর্ণ কবিবর্ণিত গৃধিনীকর্ণ নহে;—নাসিকাও তিলকুসুমের ন্যায় নহে। কর্ণ ও নাসিকা সুন্দরীর সুন্দর মুখের শোভা বরং বৃদ্ধি করিয়াছে, কোন অংশে হ্রাস করে নাই। ওষ্ঠের আরক্তিম আভা শুভ্র-দন্তপঙ্‌ক্তির অপরূপ দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে। নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশ সুমোহন বেণীবদ্ধ; সেই সুদীর্ঘ বেণী রমণীর পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া ভূমিতল চুম্বন করিতেছে। কয়েকটী কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছ ঈষৎ উন্নত কপোলদেশ ব্যাপিয়া মুখমণ্ডলের শোভা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে। লেখক কবি হইলে বলিতেন, ঐ কুঞ্চিত অলকদাম মধুলোভা মধুকর, আর সেই সুন্দর গণ্ডদেশটী প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। সবুজ-বর্ণের পায়জামা, নীলবর্ণের আঙিয়া, আসমানি রঙের কারু-কার্য্য খচিত ওড়না, যুবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে;—ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তথাচ মধুময় রূপের ছটা আবরণ করিতে পারিতেছে না;—আবরণ ভেদ করিয়া রূপের ছটা বাহির হইতেছে। নবীনার নাসিকাগ্রে একটী গজমুক্তার নোলক। কর্ণে চুণি ও মুক্তাজড়িত পাঁচটী করিয়া দশটী মাকড়ি। কণ্ঠে মহামূল্য হীরকের কণ্ঠী। গলদেশ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত একছড়া মুক্তামালা দোদুল্য-মান। হস্তে হীরকের কঙ্কন,—হীরকের চুড়ী। যুবতীর করতল ও পদতল অলক্তক-রাগে সুরঞ্জিত। সুন্দরীর এক পায়ে একখানি পাদুকা;—অপর পায়ের পাদুকা পদভ্রষ্ট, সম্মুখে পতিত। তাঁহার সুগোল সুন্দর করযুগলের এক খানি কপোলদেশে বিন্যস্ত,—অপরখানি জানুদেশে স্থাপিত। তিনি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন;—দৃষ্টি স্থির—ভূমিতলে বিনিক্ষিপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—oo—

পরিচয়।

উদয়পুরাধিপতি রাণা সঙ্গের প্রধান সেনাপতি মাধু রাও। তিনি বলবিক্রম ও কার্য্যদক্ষতাজন্য সমগ্র মিবারপ্রদেশে খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষ,—তিনি রাণারপ্রধান চৌরাশীদার থাকায়, সকলেই তাঁহাকে মান্য-গণ্য করিত। মাধু রাওয়ের একমাত্র কন্যা, নাম ইল্‌বিলা। ইল্‌বিলার মাতা সূতিকাগৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। মাধু রাওয়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ইল্‌বিলাকে প্রতিপালন করেন। দামিনী নাম্নী এক বৃদ্ধা ঐ কন্যার ধাত্রী ছিল। রাজপুতানার সমস্ত ইতিহাস দামিনীর কণ্ঠস্থ ছিল। যবন-সম্রাট এবং তাঁহাদের প্রধান সেনানায়কগণের বল-বীর্য্যের কাহিনীও তাহার অবিদিত ছিল না। সে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ইল্‌বিলাকে ঐ সমস্ত গল্প শুনাইত, গল্প শুনিতে শুনিতে ইল্‌বিলা ঘুমাইয়া পড়িত। ইল্‌বিলা পিতার বড় আদরের কন্যা;—পিতা তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন, আদর করিয়া ইলা বলিয়া ডাকিতেন। ইলা বাল্যকাল হইতে আদর পাইয়া বড়ই আদরিণী, বড়ই অভিমানিনী হইয়া উঠিয়াছিল। সে যখন যে দ্রব্য চাহিত, তাঁহা তখনি না পাইলে গৃহোপকরণ সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিত,—সম্মুখে যাহাকে দেখিত, তাহাকেই মারিতে যাইত। পিতা কিম্বা পিসীমা ধম্‌কাইলে আর রক্ষা থাকিত না, অমনি অভিমানে তার বড় বড় চক্ষু দুটী দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িত। সে রাগ করিয়া একটী নির্জ্জন গৃহে যাইত, সেই গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিত;—কেহ ডাকিলে উত্তর দিত না, দ্বার খুলিত না, আহারাদি কিছুই করিত না। অনেক সাধ্যসাধনার পর দ্বার

খুলিত, আহার করিত, কিন্তু অভিমান ভাঙ্গিত না, কিছুদিন ধরিয়া থাকিত। ইলা যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহার স্বভাবের ঔদ্ধত্য বাড়িতে লাগিল। ইলার বুদ্ধি ও মেধা প্রখরা ছিল ; সুতরাং সে বালিকাবস্থাতেই দামিনীর ইতিহাস ভাণ্ডারের সাররত্ন সকল লইয়া আপন স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। ইলা কোন বীরপুরুষের বীরত্বের কাহিনী শুনিলে, অমনি তাঁহার গুণগ্রামে মোহিত হইয়া পড়িত। ইলার যখন চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স, তখন ভারত-ক্ষেত্রে যবনসেনাপতি হিমুর ন্যায় বীর আর কেহই ছিল না। ইলা হিমুর বীরত্বগুণের পক্ষপাতী ছিল। দামিনীর চরিত্রে অন্য কোন বিশেষ দোষ না থাকিলেও তাহার হৃদয়ে অর্থস্পৃহা বিলক্ষণ বলবতী ছিল, সে অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না।

রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর, মাধু রাও বিক্রমজিতের অমানুষিক ব্যবহারে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা রাজপুতানার রাজন্যগণের সভায় গতায়াত করিতেন। যাহাতে অত্যাচারী রাণাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া প্রকৃত উত্তরাধিকারী উদয়সিংহকে পিতৃসিংহাসন প্রদান করিতে পারেন, সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে ইলার অসাধারণ রূপলাবণ্যের কথা ভারতের সমস্ত রাজসভায় আন্দোলিত হইত। বঙ্গপ্রদেশে হিমুর সভাতেও ঐ রমণীরত্নের কথা উত্থাপিত হইত। যবনসেনাপতি ইলাকে তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী করিবার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। এখন ইলার পিতা সর্ব্বদা গৃহে না থাকায়, সুযোগ পাইয়া ইষ্টলাভের পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন। তিনি দামিনীকে প্রচুর অর্থের দ্বারা বশীভূত করিলেন। একদিন অপরাহ্নে ইলা দামি-নীর সহিত অন্তঃপুর-উদ্যানে সন্ধ্যাসমীর সেবন করিতেছিলেন, দামিনী অবসর বুঝিয়া হিমুর অসাধারণ বীরত্বের বিবরণ ইলার কর্ণে ঢালিয়া দিতেছিল। এমন সময় সহসা দুইজন ছদ্মবেশী যবন অন্তঃপুর-উদ্যানের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে

উপস্থিত হইল। দামিনী তাহাদের দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, এইরূপ ভাণ করিয়া দৌড়াইয়া পালাইল। যবনেরা অসহায়া ইলাকে ধরিয়া ফেলিল;—বসনাঞ্চলে তাঁহার মুখ বাঁধিল;—একজন তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইল;—অনন্তর প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া উভয়েই তথা হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

দামিনী ইলার হরণবার্ত্তা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। সন্ধ্যার পর আহারের সময়, দামিনী ইলার পিসীমাকে বলিল,—"ইলার একটু গা ভারি হইয়াছে, সে রাত্রিতে কিছু খাইবে না,—সে শুইয়াছে।" সরলা বৃদ্ধা পিসীমা তাহাই বিশ্বাস করিলেন। সে রাত্রে ইলার আর খোঁজ হইল না। পরদিন মধ্যাহ্নভোজন সময়ে পিসীমা পুনর্ব্বার ইলাকে দেখিতে না পাইয়া দামিনীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ইলা কোথায়?" দামিনী বলিল,—"সকাল বেলা বাগানে বেড়াইতে গিয়াছে, কৈ, এখনও ত ফেরে নাই।" পিসীমা উদ্বিগ্ন হইলেন। ইলাকে খুঁজিয়া আনিতে দাসদাসী পাঠাইলেন। তাহারা বন, উপবন, গৃহস্থের বাটী, এইরূপ নানা স্থান অন্বেষণ করিল, ইলাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। ফিরিয়া আসিয়া পিসীমাকে ইলার নিরুদ্দেশসংবাদ প্রদান করিল। পিসীমা পুনর্ব্বার ইলাকে খুঁজিতে চারি দিকে লোক পাঠাইলেন; তাঁহার ভ্রাতার নিকটেও এই নিদারুণ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। মাধু রাও সংবাদ পাইয়াই গৃহে আসিলেন। ভগ্নীর প্রমুখাৎ ইলার নিরুদ্দেশ বিবরণ সবিশেষ শুনিলেন। তিনিও ইলার উদ্দেশ জন্য নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন। একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিল, কেহই ইলার কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। মাধু-রাওয়ের গৃহপ্রত্যাগমনের একপক্ষকাল পরে, জনৈক উদাসীনের সহিত পথিমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি উদাসীনের প্রমুখাৎ হিমুকর্ত্তৃক ইলার হরণ বিবরণ শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া দুঃখে, শোকে, ক্রোধে, অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বাটী আসিয়া অসুখ হইয়াছে বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে আর এক বিন্দুও

জলস্পর্শ করিলেন না। এক সপ্তাহ অনাহারে থাকিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন;—তিনি এই অত্যাচারপীড়িত পাপ-পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতন স্বর্গধামে গমন করিলেন। মাধু রাওয়ের ভগ্নীও ভ্রাতার মৃত্যুর কিছু দিন পরে, শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মাধু রাওয়ের বংশ তাঁহার নিধনের সহিত ধ্বংস হইয়া গেল।

ইলা যবনসেনাপতির প্রাসাদে আসিয়া কয়েক দিন দিবারাত্রি কাঁদিয়াছিলেন। আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে যে কেহ আসিত, তাহাকে গালাগালি দিতেন,—কখনও বা মারিতে যাইতেন। চিন্তায়,ভাবনায়, ইলার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল শীঘ্রই পীড়িত হইয়া ইলা শয্যাশায়িনী হইলেন। হিমু বাঙ্গালার বিচক্ষণ বৈদ্য, হকিম দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন, কোন ফলোদয় হইল না। ইলার বাঁচিবার আশা রহিল না এই সময়ে রামানুজ স্বামী নামক জনৈক উদাসীন হিমুর প্রমুখাৎ ইলার পীড়ার কথা শুনিলেন। তিনি মন্ত্রৌষধাদি দ্বারা ইলাকে অবশেষে আরোগ্য করিলেন।

প্রথমতঃ ইলা হিমুকে দেখিলে বড়ই রাগ করিতেন। নানারূপ কটু কথা কহিতেন, কখনও বা কথাও কহিতেন না। সেনাপতি আদর করিলে, মিষ্টবাক্যে প্রবোধ দিলে, ইলা চুপ করিয়া শুনিতেন; তাঁহার বড় বড় চক্ষু দুটী দিয়া দর দর ধারে জলধারা পড়িত। সময়ে সকলই হয়, সময়ে লোক শোকদুঃখ সকলই ভুলিয়া যায়; ইলাও সময়ে হিমুর অত্যাচার ভুলিলেন। হিমুর প্রলোভনে, আদরে, তাঁহার মন গলিয়া গেল। সময়ে তিনি সতীত্বধন হারাইয়া হিমুর খাসবেগম হইলেন।

হিমু ইলাকে বিবাহ করিয়া ধর্ম্ম-পত্নী করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এই প্রলোভনে বশীভূত হইয়া ইলা সতীত্বধন হারাইয়াছিলেন। হিমুর বিলাসবাসনা চরিতার্থ হইবার পর, ইলা যখনই

বিবাহের কথা উত্থাপন করিতেন, হিমু সে কথায় কাণ দিতেন না, তখনই অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিতেন। ইলার প্রথম অনুরাগ অল্পদিনেই বিরাগে পরিণত হইল। তাঁহার হৃদয়ের নবাঙ্কুরিত প্রণয়বীজ নৈরাশতাপে শীঘ্রই শুষ্ক হইল। ইলা তাঁহার অবস্থার কথা সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেন। সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে নানাবিধ চিন্তা আসিয়া উদয় হইত, তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয় চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া যাইত। চিন্তা একবার হৃদয় অধিকার করিলে আর সে ছাড়িতে চাহে না। একটীর পর একটী, তার পর আর একটী, এইরূপে নূতন নূতন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইলা নিজ অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে হিমুর অত্যাচার, তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ প্রভৃতি নানা বিষয়িনী চিন্তায় মগ্ন হইতেন। ক্রমে বিশ্বাসঘাতক ও অত্যাচারীকে তাঁহার কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল কিরূপে দিতে পারিবেন, সেই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইত। ইলা তন্মন চিত্তে সেই চিন্তাই করিতেন,—তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——০০——

কথোপকথন।

নির্জ্জন শিবিরে অনন্যমনে ইলা ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন, বোধ হয় পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শিবিরের দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে একটী যুবা প্রবেশ করিলেন। তিনি শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন, সম্মুখে সুন্দরী ইলাকে চিত্রপুত্তলিকাবৎ চিন্তাসাগরে নিমগ্না দেখিলেন, দেখিয়া আর অগ্রসর হইলেন না। সেই খানেই,

সেই শিবিরদ্বারেই দাঁড়াইয়া যুবতীর অনুপম রূপলাবণ্য চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে ইলার ধ্যানভঙ্গ হইল। ইলা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, সেনাপতির বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারী সেরখাঁ। অমনি ইলার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। দৃষ্টির স্বাভাবিক মধুরতা অন্তর্হিত হইল। দৃষ্টির গতি অধিকতর উজ্জ্বল, তীব্রভাব ধারণ করিল। সেই সময় ইলার মুখের ভাব দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইত, তিনি আগন্তুককে দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। ইলা মনে মনে বলিলেন,—"কি জ্বালা! দুদণ্ড নির্জ্জনে বোসে যে আপনার দুঃখ চিন্তা কোর্ব, তারও উপায় নাই।" ইলা সেরখাঁকে জিজ্ঞাসিলেন—

"এই শিবিরে আমি একাকিনী, এমন সময় তুমি এখানে কি করিতে আসিয়াছ? সেনাপতি কি কোন কার্য্যের নিমিত্ত তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন?"

সেরখাঁ অবাক। তিনি ইলার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার ইলা বলিলেন—

"প্রভুর বিশ্বাসী ভৃত্যের কি এই উচিত কার্য্য?—ছি ছি! তোমার ধৃষ্টতা দেখিয়া আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, বিরক্ত হইলাম। তোমার এই ধৃষ্টতার কথা আমি অবশ্যই তোমার প্রভুর কর্ণগোচর করিব।"

সেরখাঁ ইলার কথা শুনিলেন;—ক্রুদ্ধ বা লজ্জিত না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

"সত্য আমি ভৃত্য। প্রভু আমাকে যে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন, তাহাও সত্য। আর প্রভু যে কিরূপ চরিত্রের লোক, তাহাও আমি জানি, একথাও সত্য। ইলা! সেই জন্যই এই সুযোগ পাইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি,—তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আমাকে সত্য করিয়া বল, সেনাপতি তোমাকে কি মোহিনী মন্ত্রে বশ করিয়া এই নিন্দিত পথে আনিয়াছেন। কি গুণেই বা তিনি এখনও তোমার কোমল সরল হৃদয়ে স্থান পাইতেছেন?"

ইলার চক্ষু আরক্তিম হইল। ইলা কর্কশস্বরে বলিলেন,—"সেনাপতি তোমার এবং আমার দুই জনেরই প্রভু।"

ব্যঙ্গস্বরে সেরখাঁ বলিলেন—

"আমি দাস, সেনাপতি আমার প্রভু, তুমি বার বার এই কথা আমাকে বলিতেছ। কিন্তু আমি সেনাপতি অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি উচ্চ কুলসম্ভূত, সেনাপতি নীচবংশজাত। তাঁহার প্রবৃত্তি নীচ, তাঁহার নীচ কার্য্যে আসক্তি। যুবাকালে মদমাৎসর্য্য ও অবিবেকতার দাস হইয়া এই পৃথিবীতে এমন দুষ্কার্য্য নাই, যাহা তিনি করেন নাই। এখন প্রৌঢ়াবস্থায়, তিনি সম্রাটের দোহাই দিয়া হিন্দুরাজগণের রাজস্ব গ্রহণ, হিন্দুদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, তাহাদের স্ত্রীকন্যাগণের সতীত্ব হরণ করিতেছেন। হায়! ভারতক্ষেত্র যাহার লুণ্ঠনভূমিস্বরূপ হইয়াছে, ভারতের রাজগণ যাহার অত্যাচারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, আজ সেই দুরাচার দস্যু এই বীরপ্রসূতি ভারতে বীর বলিয়া গণ্য, মান্য! হায়! সেই পাপিষ্ঠের পাপপ্রলোভনে ভুলিয়া, তুমি নিষ্কলঙ্ক ক্ষত্রকুলে কালী দিয়া, পিতার স্নেহ ভুলিয়া, আত্মীয় স্বজনের মায়ামমতা ভুলিয়া, স্বগৃহ, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, এই শোচনীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ, এরূপ পাপীর সহবাসে থাকিতে তোমার কি ঘৃণাবোধ হয় না?"

হাসিতে হাসিতে ইলা বলিলেন—

"কি আশ্চর্য্য! আজ সেরখাঁ ধর্ম্ম উপদেষ্টা! আজ সেরখাঁ প্রকৃতবক্তা! ভাল, আমি স্বীকার করিতেছি, আমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আমি পাপীয়সী কুলকলঙ্কিনী। কিন্তু তুমি যাহার অন্নে পালিত, যাহার অর্থে তোমার দেহ বিক্রীত, কেন তুমি সেই প্রভুর দোষ কীর্ত্তন করিতেছ? এরূপ নীচ কার্য্য তোমার অভিপ্রেত। এরূপ কার্য্যে তোমার অভিসন্ধি কি? তুমি ঘোরফের করিয়া যেরূপেই তোমার অভিপ্রায় আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু আমার চক্ষে ধূলি দিতে পারিবে না। আমি তোমার অভিসন্ধি—তোমার মনের ভাব

বুঝিয়াছি। আমার প্রতি তোমার অনুরাগ জন্মিয়াছে, তুমি আমাকে ভালবাসিতে চাও। আমি পাপীয়সী সত্য, কিন্তু আমাকে অধিকতর পাপী করা, আমাকে পাপসাগরের অতল জলে নিমগ্ন করা তোমার অভিপ্রায়,—তোমার উদ্দেশ্য। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি,—যদি তুমি তোমার প্রভুকে এতাদৃশ নরাধম পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছ, তবে কেন তুমি এরূপ পাপীর আশ্রয় ত্যাগ করিতেছ না? কেন তুমি এরূপ পাপীর সহবাসে থাকিয়া আপনাকে কলুষিত করিতেছ? অর্থস্পৃহা, ধনোপার্জ্জনলালসা তোমাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতা,—ধূর্ত্ততাকে তুমি স্বার্থসিদ্ধির পথ বলিয়া স্থির করিয়াছ; আর সেই পাপপথে আমাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ। তোমার দেহমন কিরূপ উপকরণে গঠিত, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছি,—বিলক্ষণ জানিয়াছি।”

আগ্রহ সহকারে সেরখাঁ কহিলেন—

“না না, তুমি বুঝিতে পার নাই। আমি সহস্র দোষে দোষী হইলেও, তোমার সম্বন্ধে আমার মনে কোন পাপভাব নাই। আমি তোমার নিকট কোন দোষে দোষী নহি। আমি তোমাকে সাবধান করিতে আসিয়াছি, যন্ত্রণা বাড়াইতে আসি নাই। ইলা! পাপের স্রোতে আর গা ঢালিয়া দিও না। সম্মুখে ভয়ানক তুফান উঠিয়াছে, এই বেলা সাবধান হও;—আত্মরক্ষায় যত্নবতী হও। বিলম্ব করিলে বিপদসাগরে ডুবিবে।”

ব্যঙ্গস্বরে ইলা বলিলেন—

“আমি দেখিতেছি, সেরখাঁ আজ কেবল ধর্ম্মোপদেষ্টা নন, সেরখাঁ আজ ভবিষ্যদ্বক্তা!”

সেরখাঁ বলিলেন,—“আমি যাহা বলিতেছি, মন দিয়া শুন, তাহার পর যেরূপ বুঝিবে, সেইরূপ করিও। গত যুদ্ধের অপমান, পরাজয়-কলঙ্ক ধৌত করিবার অভিপ্রায়ে, প্রতিশোধ পিপাসা শান্তি করিবার মানসে, সেনাপতি পুনর্ব্বার এই বীরপ্রসূতা রাজপুতানা জয় করিতে

আসিয়াছেন। যদিও রাজপুতসেনা অপেক্ষা আমাদের সেনাসংখ্যা অধিক বটে, যদিও আমাদের সেনারা আগ্নেয়-অস্ত্রচালনে সুশিক্ষিত বটে, কিন্তু রাজপুত-পরিবেষ্টিত এই বন্ধুর পার্ব্বত্যপ্রদেশে আমরা আবশ্যকমত আহারের দ্রব্য আহরণ করিতে পারিতেছি না। দিন দিন সেনাগণের আহারীয় দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইতেছে। সেই কারণে, সেনাগণ মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক সেনা পলায়ন করিয়াছে। আর এক কথা,—এই রাজপুত্র-প্রদেশে আমরা অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া একটী প্রাণিকেও বশীভূত করিয়া আমাদের পক্ষে আনিতে পারিতেছি না;—আনিবার সম্ভাবনাও দেখিতেছি না। কোন উপায়ে রাজপুতনায়কগণকে বশীভূত করিতে না পারিলে, আমাদের জয় আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে কয়েক জন রাজপুত আমাদের পক্ষে আছেন, তাঁহারা কমলমীর বা চিতোরের পথঘাট বা দুর্গের কোন সংবাদই জানেন না। তাঁহাদের দ্বারা উপস্থিত যুদ্ধে কোন উপকারই দর্শিবে না। বিশেষ সম্মুখ-যুদ্ধে,—ন্যায়যুদ্ধে আমরা হিন্দুদিগকে কখনই জয় করিতে পারি নাই। আর একটী বিশেষ কথা,—সেনাগণ যখন আহারাভাবে নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিতেছে, তখন সেনাপতির নানাবিধ উপকরণে আহার করা, বেগমদিগকে লইয়া বিহার করা কি উচিত হইতেছে? সেনাগণ, সেনাপতির এইরূপ আচরণ দেখিয়া, একেবারে উদ্যমশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সেনাপতির প্রতি তাহাদের স্নেহভক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে।”

ঈষৎ হাস্য করিয়া ইলা বলিলেন—

“সেনাপতির অবস্থা যতই বিপদসঙ্কুল হইবে, ততই তাঁহার বিশ্বাসী প্রধান কর্ম্মচারীর অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইবে।”

গম্ভীরস্বরে সেরখাঁ বলিলেন—

“অর্থস্পৃহা,—লুণ্ঠনই কি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য!”

কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া ইলা কহিলেন—

"অন্তর্যামী জগদীশ্বরই আমার মনের ভাব জানেন। আমি তোমাদের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, দুরভিসন্ধি, সকলই অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। কিন্তু আমি অবলা, সহায়হীনা, একাকিনী যবনপুরী-মধ্যে বন্দিনী। এ পুরীর মধ্যে এমন একটী প্রাণিও নাই, যাহাকে আমি বিশ্বাস করিতে পারি ;—যাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি। একমাত্র রামানুজ স্বামী আছেন, কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করেন না।"

হাসিতে হাসিতে সেরখাঁ উত্তর করিলেন—

"তিনি একপ্রকার বাতুল, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া পাগল। তাঁহার প্রতি কোন বিষয়ে নির্ভর করা যাইতে পারে না।"

ইলার চক্ষু দুটী জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, দুই বিন্দু জল নয়ন-কোণে দেখা দিল। ইলা ভগ্নস্বরে বলিলেন—

"যদি কিছু দিন পূর্ব্বে, যদি পিতৃগৃহে তাঁহার দর্শন পাইতাম, তাহা হইলে আমার কপাল এরূপ পুড়িত না।"

সেরখাঁ বলিলেন—

"তাহা হইলে সেনাপতিও তত সহজে তোমাকে চুরি করিতে পারিতেন না। কি গুণে যে তিনি তোমাকে বশীভূত করিয়াছেন, তোমাকে ভুলাইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন, আর তুমিই জান।"

ইলা প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

"কি গুণে তিনি আমাকে ভুলাইয়াছেন, যদি তোমার শুনিবার, যদি তোমার জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, আমি বলিতেছি, শুন। আমার যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম, যখন সেই নবীন বয়সে আমার হৃদয়ে নিত্য নিত্য নূতন নূতন ভাবের অঙ্কুর হইতেছিল, সেই সময়ে হিমুখাঁর বলবীর্য্যের কাহিনী প্রতিদিন আমার নিকট কীর্ত্তিত হইত। বোধ করি তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, যখন হিমু এক শত অশ্বারোহী সেনা লইয়া চিতোর আক্রমণে আগমন করেন, যখন ষোলজন মাত্র সেনা ভিন্ন, সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া

পলায়ন করে, যে দিন তিনি সেই মুষ্টিমাত্র সেনা লইয়া, অসম-সাহসে চিতোর দুর্গদ্বার ভেদ করিয়া, দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন, যখন শত শত রাজপুত বীরের সহিত একেশ্বর যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করেন, যখন তিনি সহস্র সহস্র রাজপুত সেনা বেষ্টিত হইয়া, অসিচালন করিতে করিতে আত্মরক্ষা করিয়া, অক্ষত শরীরে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন; সেই দিন, সেই সময়ে আমার অজ্ঞাতে তিনি আমার হৃদয় অধিকার করেন। তখন আমি তাঁহাকে বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া, তাঁহাকে সকল গুণের আধার বলিয়া জানিতাম। পরে এখানে আসিয়া তাঁহার মিষ্টকথায় ভুলিয়া, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম। তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া প্রণয়-পুষ্পে পূজা করিতাম। তাহার পর কি কারণে সেই ভালবাসা আমার অন্তর হইতে অন্তর হইয়াছে, তাহা তুমি বিলক্ষণরূপে অবগত আছ; সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।”

সেরখাঁ বলিলেন—

“যে সময়ে সেনাপতি চিতোরদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে অনুপ সিংহ রাজপুতানায় ছিলেন না। বীর অনুপ উপস্থিত থাকিলে, হিমু কখনই চিতোরদুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। এখন অনুপ সিংহ রাণার প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন আর কাহার সাধ্য তাঁহার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করে?”

সেরখাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে শিবিরসম্মুখে ভেরীধ্বনি হইল। ইলা শঙ্কিতভাবে সেরখাঁকে বলিলেন—

“আর এখন ওসকল কথায় কাজ নাই। সেনাপতি শিবিরে আসিতেছেন।”

ইলা সেরখাঁ মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন—

“কি সর্ব্বনাশ! তোমার মুখ দেখিলে বোধ হয়, যেন তুমি কতই কুকার্য্য করিয়াছ! সাবধান! প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা কর।”

ইলা স্বয়ং সাবধান হইয়া পর্য্যাঙ্কপরি উঠিয়া বসিলেন। সেরখাঁ আত্মসংযমন করিয়া শিবিরদ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। সেনাপতি শিবিরদ্বারে আসিয়া সমভিব্যাহারী সেনাগণকে কহিলেন—

"তোমরা বন্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সাবধানে রক্ষা কর।"

"যো হুকুম" বলিয়া সেনাগণ প্রস্থান করিল।

সেনাপতি শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মিত্র-শত্রু।

সেনাপতি শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্কনিকটে গমন করিলেন। ইলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, হাস্যমুখী ইলা হাসিতেছেন।

সেনাপতিও হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

"প্রিয়ে! তোমার মুখখানি হাসি হাসি দেখিতেছি। আমি কি তোমার আনন্দের ভাগ পাইতে পারি না?"

ইলাও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"হাসি আর কান্না, এই দুই নিয়েই স্ত্রীলোকের ঘরকন্না।"

সেনাপতি বলিলেন—

"তুমি আমায় ফাঁকি দিতে পারিবে না, আমাকে হাসির কারণ অবশ্যই বলিতে হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই হাসির কারণ অবশ্যই শুনিব।"

আবার হাসিতে হাসিতে ইলা কহিলেন—

"তুমি যে হাসির কারণ জানিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছ, সে জন্য আমি বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। কারণ, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে বড়ই ভালবাসি। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি তোমাকে হাসির কারণ বলিব না। আমার প্রতিজ্ঞা সহজেই রক্ষা হইবে, কারণ সেটী আমার হাত। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হওয়া সহজ নহে, কারণ সেটী তোমার হাত নয়, সেটীও আমার হাত।"

সেনাপতি উত্তর করিলেন—

"তোমার সকল কথাতেই তামাসা।"

সেরখাঁ মনে মনে ভাবিলেন, কি জানি, যদি ইলা কথায় কথায় তাঁহাদের কথোপকথনের কথা বলিয়া ফেলেন, সেই জন্য তিনি হস্ত যোড় করিয়া বলিলেন—

"হুজুর! বেগম সাহেব আমার ভয়ের কথা শুনিয়া হাসিতে ছিলেন। আমি বড়ই ভয়——"

সবিস্ময়ে সেনাপতি জিজ্ঞাসিলেন—

"ভয়?"

সেরখাঁ বলিলেন—

"আজ্ঞা, ভয়ের বিষয়ই ঘটে। অনুপ সিংহ রাজপুত সেনাগণকে যেরূপ আশ্চর্য্য রণকৌশলে সুশিক্ষিত করিয়াছে, তাহাতে—"

সরোষে সেনাপতি বলিলেন—

"বিশ্বাসঘাতক!—বিশ্বাসঘাতক অনুপ! আমি তাকে কতই ভালবাসিতাম! বালক,—অনাথ বালক,—সে আমার শরণাপন্ন হয়, আমার আশ্রয় গ্রহণ করে;—আমি তাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিলাম,—তার এই কার্য্য? বাল্যকালে তার আকার প্রকার দেখিয়া, সে যে যুবাকালে একজন বিখ্যাত যোদ্ধা হইবে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। জানিয়াই স্বয়ং তাকে যুদ্ধবিদ্যা, রণকৌশল সমস্তই শিখাইয়াছিলাম। সে এখন অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দুইজনে যে কত শত ভয়ানক যুদ্ধে

জয়লাভ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। সে আমার জন্য জীবন দিতেও কাতর ছিল না।”

আগ্রহাতিশয়ে সেরখাঁ জিজ্ঞাসিলেন—

“আপনার প্রতি তার সেরূপ অবিচলিত ভক্তি, সেরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা কি কারণে হ্রাস হইল?”

সেনাপতি বলিলেন—

“উদাসীন রামানুজ স্বামী তাকে ক্রমশ কুপরামর্শ দিয়া, তার মন এমনই ফিরাইয়া দেন যে, সে স্বদেশের,—স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা পাপ ভাবিয়া বিবেচনা করে। শেষে সে আমার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাজপুতপক্ষ অবলম্বন করে।”

সেরখাঁ বলিলেন—

“অনুপ বিশ্বাসঘাতক সন্দেহ নাই। এখন আপনার বিরুদ্ধে সে অস্ত্রধারী।”

সেনাপতি বলিলেন—

“সে প্রথমে আমার সহিত অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছিল। যাহাতে আমি হিন্দুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করি, সে জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আমি ত আর বালক নই, যে দুটো ধর্ম্মের কথা শুনিয়া কাজ ভুলিয়া যাইব। এই ভারতের যত হিন্দু-রাজা আছে, তাদের উচ্ছেদসাধন করাই আমার অভীষ্ট; আমাকে সে অভীষ্টপথ হইতে কেহই ফিরাইতে পারিবে না।”

“হিন্দুরা কাফর,—বিধর্ম্মী। তাদের রক্তপাতই আমাদের পরম ধর্ম্ম, তাদের উচ্ছেদসাধনই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।” সেরখাঁ হাসিতে হাসিতে বলিলেন।

সেনাপতি সেরখাঁর কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, “সে অনেক কাঁদিয়াছিল;—কিন্তু আমার হৃদয় ত আর মাটীর নয় যে, ফোটাকতক চক্ষের জলে গলিয়া যাইবে। যখন সে জানিতে পারিল যে, আমার হৃদয় পাষাণের ন্যায়, বজ্রের ন্যায় কঠিন, যখন

সে আমাকে হিন্দুপীড়ন হইতে কোন ক্রমেই নিরস্ত করিতে পারিল না; তখন সে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া রাণার আশ্রয় গ্রহণ করে। সে আমার নিকট হইতে যে সমস্ত রণ-কৌশল শিখিয়াছিল, এক্ষণে সেই সমস্ত কৌশল রাজপুত সেনাদের শিখাইতেছে। বলিতে কি, কেবল তার জন্যেই এখন মনে করিলেই আমি আর পূর্ব্বের মত হিন্দুরাজাদের জয় কর্রিতে পারিতেছি না।”

সেরখাঁ বলিলেন—

“প্রতিশোধ দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।”

গর্ব্বিতস্বরে সেনাপতি কহিলেন—

“হাঁ, আমি সেই জন্যই পুনর্ব্বার রাজপুতানায় আসিয়াছি। এবার উদয় সিংহ জানিবে, ভারতে এখনও এমন যবন আছে, যে হিন্দুদের তৃণ তুল্যও জ্ঞান করে না। আমি জীবিত থাকিতে হিন্দুদের নিস্তার নাই। গতবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ না দিয়া এবার আমি রাজপুতানা হইতে কখনই ফিরিব না। আজ একজন রাজপুত চরকে আমরা বন্দী করিয়াছি। তার মুখে শুনিয়াছি, রাজপুত সেনার সংখ্যা অতি অল্প,—বিশহাজার মাত্র। আগামী কল্য বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়, রাণা অমাত্য পারিষদ ও সেনানায়ক প্রভৃতিকে লইয়া করালা-দেবীর পূজা দিতে যাইবে। যখন তারা পূজায় মত্ত থাকিবে,—যখন তাদের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র থাকিবে না, সেই সময়ে সহসা মন্দির সম্মুখে তাদের আক্রমণ করিব; এই আমার স্থির সঙ্কল্প।”

সেরখাঁ বলিলেন—

“উত্তম সঙ্কল্প। হা হা!—দেবীর সম্মুখে তারা আপনারাই বলিস্বরূপ হইবে,—ছাগমহিষের ন্যায় প্রাণ হারাইবে! আপনার এই কৌশলে নিশ্চয়ই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।”

এই কথোপকথনসময়ে শিবির বহির্দ্দেশ হইতে ভেরীধ্বনি হইল। সেনাপতি ইসাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

“বোধ করি সেনানায়কগণ কল্যকার কার্য্যপ্রণালী অবধারণ

করিতে আসিতেছেন। আমাকে দরবারমণ্ডপে এখনই যাইতে হইবে, তুমি কিয়ৎক্ষণ এইখানে একাকিনী অবস্থান কর।”

সখেদে ইলা বলিলেন—

“পুরুষের কি কঠিন প্রাণ! স্ত্রীজাতি যাহাদের সুখে সুখ, দুঃখে দুখী; সম্পদকালে সেই স্ত্রীজাতিই তাহাদের ক্রীড়নস্বরূপ,—বিপদকালে অসহনীয় ভারস্বরূপ হইয়া থাকে! পুরুষের কাছে স্ত্রীজাতি এমনই হেয় যে, স্বার্থসিদ্ধি, উচ্চাভিলাষা, বা দুরভিসন্ধি-সাধন-সময়ে তাহারা পুরুষের নিকটে থাকিবারও যোগ্য নহে!”

গর্ব্বিতভাবে ইলা পুনর্ব্বার বলিলেন—

“আমি একাকিনী এখানে থাকিব না, আমি তোমার সঙ্গে দরবারমণ্ডপে যাইব।”

সেনাপতি কহিলেন—

“আচ্ছা চল। কিন্তু আমাদের পরামর্শের সময় মিছা মিছি বৃথা গোল করিও না;—স্ত্রীস্বভাব-সুলভ চপলতা প্রকাশ করিও না।”

ইলা প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, যাহার হৃদয় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, সে কি কখনও কথা কহিয়া থাকে? সে কি কখনও বৃথা কথা কহিয়া হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে? সে যাহা শুনে, তাহা হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়, অবসরের প্রতীক্ষা করে।

সেনাপতি ইলাকে লইয়া দরবারমণ্ডপ, অভিমুখে গমন করিলেন। সেরখাঁও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——oo——

মন্ত্রণা।

দরবারমণ্ডপে সেনানায়কগণ-পরিবেষ্টিত সেনাপতি উপবিষ্ট। ইলা সেনাপতির বামপার্শ্বে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট। এমন সময় উদাসীন রামানুজ স্বামী সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেনাপতি ও সেনানায়ক প্রভৃতি সভ্যগণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া স্বীয় স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হিমু সমাদরে স্বামীকে অভ্যর্থনা করিয়া, আপনার মসলন্দের পার্শ্বে একখানি স্বতন্ত্র আসনে বসাইলেন। পাঠক! স্বামী কে? কেনই বা তাঁহাকে দেখিয়া সেনাপতি এত সমাদর করিলেন, জানিবার জন্য তোমার মনে কৌতুহল জন্মিতে পারে। আমরা সেই কৌতূহল এক্ষণে দূর করিব।

উদাসীন রামানুজ স্বামী উচ্চকুলসম্ভূত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহার শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় ও দর্শন কণ্ঠস্থ;—পুরাণশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শিতা;—যাবনিক ভাষাতেও বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি যবনদিগের সহিত আরব্য ও পারস্য ভাষায় অবলীলাক্রমে কথোপকথন করিতে পারিতেন। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ যবনের উপর তাঁহার ভয়ানক বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছিল। তিনি ত্রিশবৎসর বয়ঃক্রমকালে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন;—"যবন নিধন বা শরীর পতন" এই মন্ত্র সাধন করিতে আরম্ভ করেন।

যখন মোগলবংশসম্ভূত হুমায়ূন বঙ্গদেশ জয় করিতে আগমন করেন, তখন স্বামী "কণ্টকে নৈব কণ্টকং" এই বচনের স্বার্থকতা সম্পাদন করেন।

তিনি শূরবংশীয় সম্রাট সেরখাঁর সেনাপতি হিমুর সহিত সখ্যতা

করেন। যাহাতে মোগলসেনা ধ্বংস করিয়া হুমায়ুনকে বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত করিতে পারেন, স্বামী তদ্বিষয়ে হিমুকে মন্ত্রণা প্রদান করেন; সবিশেষ সাহায্য প্রদান করেন। স্বামীর মন্ত্রণাবলে, স্বামীর কথিত কৌশল অবলম্বন করিয়াই, হিমু হুমায়ুনকে পরাজয় করিতে—হুমায়ুনকে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে হিমু উদাসীনকে বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। স্বামীর অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও বিজ্ঞতা দেখিয়া হিমু এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরামর্শ বিনা তিনি কাহারও সহিত যুদ্ধবিগ্রহ বা সন্ধি করিতেন না। রামানুজ স্বামী হিমুর দ্বারা বহুসংখ্যক মোগলজাতি যবনসেনা ধ্বংস করিয়া এক্ষণে হিমুরূপ কণ্টকের বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিরূপে সঙ্কল্প সিদ্ধি করিতে পারিবেন, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেনাপতির শিষ্য অনুপ সিংহের দ্বারা সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে স্থির করিয়া, তাঁহাকে সদুপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাঁহার হৃদয়ের অজ্ঞানতিমির দূর করিলেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিলেন। অনুপ যবনপক্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশের, স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

এই ঘটনায়, হিমুর হৃদয়ে স্বামীর প্রতি কিঞ্চিৎ বিরাগভাব জন্মে। এই সময়ে স্বামীর অজ্ঞাতে হিমু ইলাকে হরণ করিয়া আনয়ন করেন। প্রথমতঃ ইলাহরণের কথা স্বামীকে বলিতে হিমু সাহস করেন নাই। পরে ইলা যখন পীড়িত হইয়া পড়েন, যখন তাঁহার বাঁচিবার আশা থাকে না, তখন সেনাপতি স্বামীকে ইলার পীড়ার কথা জ্ঞাত করেন। স্বামী মন্ত্রৌষধাদি দ্বারা ইলাকে আরোগ্য করেন। ইলা আরোগ্য লাভ করায়, হিমু স্বামীর নিকট নূতন কৃতজ্ঞতাপাশে পুনরাবদ্ধ হইলেন, অনুপের যবনপক্ষ ত্যাগজনিত স্বামীর প্রতি তাঁহার যে মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল তাহা, বিদূরিত হইয়া গেল। হিমু স্বামীকে অসাধারণ ধীশক্তি ও দৈবশক্তিসম্পন্ন

ব্যক্তি ভাবিয়া যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, সেইরূপ ভয় ও মান্যও করিতেন। স্বামীর ভয়ে এখন তিনি মনে করিলেই হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার, বা রাজপুতদিগকে পীড়ন করিতে পারিতেন না।

সেনাপতি আগামী-কল্য যেরূপে রাজপুতগণকে করালাদেবীর মন্দিরসম্মুখে আক্রমণ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন, তাহা সভ্যগণ সমক্ষে প্রকাশ করিলেন। সকলেই একবাক্যে সেনাপতির মতের পোষকতা করিলেন। নিরস্ত্র রাজপুতদের সহসা আক্রমণ করিয়া বিনাশ করা যুক্তিযুক্ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সকলেরই অনুমোদিত হইল। রামানুজ স্বামী সমস্ত শুনিলেন, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"জগদীশ! সকলই তোমার ইচ্ছা!"

আজিমখাঁ নামক জনৈক সেনানায়ক বলিলেন,—"অতি সৎ-পরামর্শ। আমার মতে আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। কাল রাজপুতরক্তে যবন-অসির পিপাসা নিবৃত্তি করা কর্ত্তব্য। আমি শুনিয়াছি, আমাদের কষ্টের কথা শুনিয়া অনুপ সিংহ বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছে। সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছে, আহারাভাবে যবনসেনাপতিকে তাঁহার সেনাগণের সহিত শীঘ্রই মহারাণার পদানত হইতে হইবে।"

রামানুজ স্বামী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন—

"সম্পূর্ণ মিথ্যা। অনুপ কখনই বিপক্ষের কষ্ট বা বিপদ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করে না। অনুপের সেরূপ নীচ স্বভাব নহে।"

"স্বামী যে অনুপের দোষক্ষালনের চেষ্টা করিবেন, সেটা বিচিত্র নহে। অনুপ স্বামীর প্রিয় শিষ্য।" হাসিতে হাসিতে আজিম কহিলেন। আজিমের কথার উত্তর না দিয়া সেনাপতি কহিলেন—

"অনুপের কথা লইয়া বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন নাই। বোধ করি, আগামী কল্যের আক্রমণসংকল্পে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কাহারই ভিন্নমত নাই।"

সমবেত সেনানায়কগণ সমস্বরে বলিলেন—"যুদ্ধ—যুদ্ধ!" সবিস্ময়ে স্বামী বলিলেন—

"যুদ্ধ! হা জগদীশ!—যুদ্ধ কাহার সহিত? মহারাণার সহিত? যিনি শত শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অনিচ্ছুক? যিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও তোমাদের সহিত সন্ধি-সংস্থাপনে সমুৎসুক? যুদ্ধ,—রাজপুতদের সহিত? যাহাদের যথা-সর্ব্বস্ব তোঁমরা লুণ্ঠন করিয়াছ? যাহাদের স্ত্রীকন্যাগণকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া, তাহাদের সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ! যে রাজপুত ধর্ম্ম-ভীরু, নিরীহ,—যাহারা একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও বিনাশ করিতে সঙ্কুচিত, যাহারা হিংসাকে মহাপাপ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে;—তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ?

সেনাপতির মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। ঈষৎ কর্কশ স্বরে বলিলেন—

"স্বামীর ধর্ম্মোপদেশ বোধ করি এক্ষণে সেনানায়কগণ শুনিতে প্রস্তুত নহেন।"

সেনাপতির কথায় কর্ণপাত না করিয়া, স্বামী মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বেশ্বর! তোমার অশনি মেদিনী ভেদ করিয়া পাতালপ্রবেশে সমর্থ, অতি-উচ্চ-পর্ব্বত-শিখর-সকল চূর্ণবিচূর্ণ করিতে সমর্থ! নাথ! কেন তুমি সেই কুলিশপ্রহারে এই নরাধম নরহত্যাকারীদের নিধন করিয়া ধরাকে পাপভার হইতে মুক্ত করিতেছ না।" পরে তিনি সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি, বিনয় করিতেছি, তুমি অত্যাচারপীড়িত রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে বারবার যুদ্ধ ইচ্ছা করিও না। নির্দ্দোষীর প্রতি বারংবার অত্যাচার অনাথনাথ জগদীশ কখনই সহ্য করেন না।" এই কথা বলিতে বলিতে উদাসীনের বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। দুঃখে, শোকে তাঁহার হৃদয় যেন কাটিয়া

বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার আকর্ণ-বিস্তৃত-অক্ষিযুগল দিয়া অজস্র অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে তিনি পুনর্ব্বার বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে ভগ্নস্বরে বলিলেন—

"সেনাপতি! আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তোমার দূতস্বরূপ চিতোরে প্রেরণ কর। আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, আমি সন্ধির প্রস্তাব করিলে, রাজপুতগণ অবশ্যই আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। আমি উভয় পক্ষের সম্মান বজায় রাখিয়া সন্ধি করিয়া দিব।"

বাক্যাবসান হইলে, স্বামী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ইলা কাঁদিতেছেন। শারদীয় পূর্ণশশী নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হইলে, যেরূপ নিস্তেজ, ম্লান দেখায়, ইলার সুন্দর মুখখানিও বিষাদ-বারিবহ দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় সেইরূপ ম্লান দেখাইতেছে। স্বামী ইলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ইলা! কাঁদিতেছ?—তোমার সরল হৃদয় কি পরবেদনায় ব্যথিত হইয়াছে?" স্বামী সভ্যমণ্ডলীর দিকে চাহিলেন;—দেখিলেন, তাঁহার কথা কেহই মনোযোগ দিয়া শুনে নাই, তাঁহার কথা কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি শোকাবেগ সহকারে কহিলেন—

"কি আশ্চর্য্য! এই নৃশংস কার্য্য করিতে কি তোমাদের হৃদয়ে ঘৃণার উদয় হইতেছে না? নিরস্ত্র নিরীহ জীবগণের প্রাণসংহার করিতে কি তোমাদের কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইতেছে না? হায়! এরূপ ভয়াবহ লোমহর্ষণ কার্য্যের পরিণাম ভাবিয়া কি তোমাদের চক্ষে এক বিন্দুও জল আসিল না?"

আজিমখাঁ বলিলেন—

"আমরা ত আর স্ত্রীলোক নই, যে দুটো দুঃখের কথা শুনে কাঁন্দে বোস্‌ব!"

সেনাপতি কহিলেন—

"বৃথা কথায় কালক্ষেপণের প্রয়োজন নাই। আপনারা স্বীয়

স্বীয় শিবিরে গমন করুন, অধীনস্থ সেনাগণকে অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিয়া কল্যকার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিন।"

রামানুজ স্বামী হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হে জগদীশ! তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমি অনেক দিন হইতে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া তোমার আরাধনায়, তোমার চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছি; বিধির বিপাকে পড়িয়া কখন কখনও আমাকে সাংসারিক, সামাজিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইয়াছে; যাহাতে ভারতে চিরশান্তি বিরাজমান থাকে, আমি প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু নাথ! আমার সে অভিপ্রায় এই নরাধমেরা ভারতবক্ষে থাকিতে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই! আমি সাধ্যমত এই পাপীদের পাপপথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ইহারা পাপপথ ত্যাগ করিবে না। নাথ! এখন দীনের প্রতি দয়া করিয়া যাহাতে এই যবনেরা ইহাদের পাপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহার উপায় আমাকে বলিয়া দেও।"

ক্রমে স্বামীর হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শরীরের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠিল। নাসিকারন্ধ্র দিয়া ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি যবনদিগকে সম্বোধন করিয়া কর্কশস্বরে বলিলেন—

"নরাধম যবনগণ! আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন তোদের আগামী কল্যের আক্রমণে বিপরীত ফল প্রদান করেন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কাল তোরা রাজপুতহস্তে পরাজিত হইবি,—কাল তোরা লাঞ্ছিত, অপমানিত হইবি,—কাল তোরা রাজপুতহস্তে প্রাণ হারাইবি; কাল তোরা যেরূপ রাজপুত কামিনীদের বিধবা করিবার, রাজপুত বালকবালিকাদের অনাথ অনাথিনী করিবার ইচ্ছা করিয়াছিস, সেইরূপ তোদের স্ত্রীকন্যারা বিধবা হইবে, তোদের পুত্রকন্যারা অনাথ অনাথিনী

হইবে; তারা পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবে, উদরান্নের জন্ত পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে।”

উদাসীন রামানুজ স্বামী যখন এইরূপে যবনদিগকে অভিসম্পাত দিতেছিলেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক দীর্ঘ দেহ অধিকতর দীর্ঘ হইয়াছিল; মস্তকের জটাভার উর্দ্ধমুখ হইয়াছিল; চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ প্রখর রশ্মি বহির্গত হইতেছিল; শরীরের প্রতি লোমকূপ দিয়া সূর্য্যকিরণের ন্যায় ব্রহ্মতেজ বিনির্গত হইতেছিল। সেই সময়ে সমবেতমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও বাঙনিষ্পত্তি করিবার সাহস হয় নাই। সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায়, অবাক—অচল হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল পরে স্বামী আত্মসংযম করিয়া কহিলেন—

“আর আমি লোকালয়ে থাকিব না, অদ্য হইতে নির্জ্জন নিবিড় বনে বৃক্ষমূলে থাকিয়া ঈশ্বরচিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিব।”

শিবিরদ্বার অভিমুখে স্বামী কয়েক পদ গমন করিলে, ইলা তাঁহার নিকটে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

“ভগবন্! এ দাসীকে সঙ্গে করিয়া লউন, আমি আপনার সহিত বনবাসিনী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি! আর এক মুহূর্ত্তও এ পাপসংসারে থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই।”

সস্নেহে স্বামী কহিলেন—

“বাছা! তুমি বালিকা, এ নবীন বয়সে বনবাসজনিত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না। বিশেষ তুমি কুপথগামিনী হইলেও, ধর্ম্মের চক্ষে সেনাপতি তোমার স্বামী। স্ত্রীলোকের স্বামীসহবাস ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন, অথবা স্বাতন্ত্র্য বাস অবৈধ। বাছা! মনুষ্যচরিত্র অতি বিচিত্র। যে হৃদয়ে ধর্ম্মোপদেশ স্থান পায় না, জ্ঞানগর্ভ বাক্য প্রবেশ করিতে পারে না, সেই হৃদয়ে রমণীর মধুমাখা মিষ্ট কথা স্থান পাইয়া থাকে। তুমি সম্প্রতি এইখানে থাকিয়া

যাহাতে সেনাপতির মনকে সৎপথে ফিরাইতে পার, তাহার চেষ্টা কর, সফলমনোরথ হইতে না পারিলেও, তোমার মহৎ উদ্দেশ্য-জন্য ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।”

আর কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া স্বামী যবনশিবির হইতে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——00——
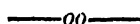
দুরাশা।

যবনশিবির হইতে রামানুজ স্বামীর গমন করিবার পর, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় সমবেত সেনানায়ক ও সেনাপতির মোহ ঘুচিল, সংজ্ঞা হইল। ইলাকে সম্বোধিয়া সেনাপতি বলিলেন—

“ইলা! তুমি কি স্বামীর বাক্‌চাতুরিতে ভুলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবে? উদাসীন এক প্রকার ধর্ম্মপাগল!”

“কে পাগল? তুমি,—কি আমি,—কি স্বামীঠাকুর, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।” ইলা আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠাবরোধ হইল,—চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। সেনাপতি রুমাল দিয়া ইলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। নিজ হস্তে ইলার সুন্দর ক্ষুদ্র হস্ত দুইখানি ধারণ করিলেন,—সোহাগের সহিত বলিলেন—

“পরের দুঃখে দুঃখবোধই রমণীহৃদয়ের প্রধান ভূষণ।”

প্রত্যুত্তরে ইলা বলিলেন—

“ধর্ম্মজ্ঞানও মনুষ্যহৃদয়ের প্রধান ভূষণ।”

আজিমখাঁ বলিলেন—

"খোদাতালার প্রসাদে আমরা যে ঐ ধর্ম্মপাগলের হাত থেকে আজ সহজে পরিত্রাণ পাইয়াছি, এই আমাদের পরমসৌভাগ্য। বোধ করি, উদাসান চিতোরে গিয়া তাঁহার প্রিয়শিষ্য অমুপের সহিত মিলিত হইবেন।"

আজিমখাঁর কথা সেনাপতির কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনি তখন অন্য চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি বলিলেন—

"কাল বেলা দ্বিতীয় প্রহরের কিছু পূর্ব্বে, আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। পথদর্শকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, কোন পথ দিয়া কোন সেনানায়ক তাঁহার অধীনস্থ সেনাগণের সহিত গমন করিবেন, তাহা অদ্যই স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। আমরা সহসা নিরস্ত্র রাজপুতদের আক্রমণ করিতে পারিলে, আমাদের নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে, বিনা আয়াসে চিতোর আমাদের হস্তগত হইবে।"

হাসিতে হাসিতে আজিমখাঁ কহিলেন—

"তাহা হইলেই সমস্ত মিবার আমাদেব করতলগত হইবে। সেনাপতি ইচ্ছা করিলেই দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন।"

কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া সেনাপতি কহিলেন—

"না,—যদিও সেটী আমার চিরাকাঙ্ক্ষা বটে, কিন্তু সহসা দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিলে, পশ্চাৎ উহা রক্ষা করা ভার হইবে। সিকন্দরের পক্ষীয়েরা হুমায়ূনকে পুনর্ব্বার ভারতে আহ্বান করিবে। রাজপুতগণ—মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিবে। তাহা হইলে, আমরা সমবেত মোগল ও রাজপুতদের জয় করিতে পারিব না;—"বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি" এই বচন অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। সিকন্দর আর কিছুদিন নামমাত্র সম্রাট থাকিবেন। অন্ধের যষ্টির মত এখন আমি তাঁহার একমাত্র সহায়। চিতোর জয় করিতে পারিলে, তিনি তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমি শীঘ্রই তাঁহাকে সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন

করিতে বাধ্য করিব। তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিলে, উত্তরাধিকারীসূত্রে এই সুবিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্য আমার হইবে। তখন কি পাঠান, কি মোগল, কি ভারতের রাজগণ, কাহারই আমার স্বত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার কোন কারণই থাকিবে না।"

দানেশখাঁ বলিলেন—

"সেনাপতি যুদ্ধে যেরূপ অদ্বিতীয় বীর, জটিল রাজকীয় কার্য্যের মন্ত্রণাতেও তেমনই ধীর। এইরূপ উভয় গুণ-ভূষিত ব্যক্তিই সম্রাট পদের যোগ্য পাত্র।"

এই সময়ে সেরখাঁ ইলাকে একান্তে বলিলেন—

"কেমন ইলা, শুনিলে ত ?"

ক্ষুণ্ণস্বরে ইলা কহিলেন—

"হাঁ শুনিয়াছি,—শুনিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি।"

প্রবল ঝটিকা উঠিলে যেরূপ সাগরবক্ষ বিতাড়িত ও তরঙ্গায়িত হয়, প্রবল-প্রতিশোধ-লালসারূপ ঝটিকাব ঘাতপ্রতিঘাতে ইলার হৃদয়ও সেইরূপ বিলোড়িত হইতেছিল। দিবাবসানে প্রকৃতি যেরূপ কৃষ্ণাম্বরে আপন অঙ্গ ঢাকিয়া থাকেন, সুখাবসানে ইলার সুন্দর মুখখানিও দুঃখরূপ কালিমায় সেইরূপ আবরিত হইয়া উঠিল।

ইলার তাদৃশ ম্লান মুখ দেখিয়া সেনাপতি বলিলেন—

"ইলা! তুমি কি আমার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছ ? আমি ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও,—সিকন্দরের সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেও, তোমাকে ভুলিতে পারিব না। তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া চিরদিন আমার হৃদয়ে আধিপত্য করিবে।"

মনের ভাব মনে গোপন করিয়া, ইলা সেনাপতির মুখের দিকে চাহিলেন, মৃদু মধুরস্বরে কহিলেন,—

"যাহাতে তোমার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয়, সেজন্য আমি নিয়তই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। তোমার যশোবাহিনী প্রথ-

মতঃ আমার হৃদয়কে তোমার প্রতি অনুরাগিণী করিয়াছিল, এখন যাহাতে সেই যশঃ অপযশে পরিণত না হয়, এ দাসীর তাহাই ইচ্ছা, তাহাই প্রার্থনীয়।"

সবিস্ময়ে সেনাপতি বলিলেন—

"আমি ত তোমার কথার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া ইলা কহিলেন—.

"স্ত্রীলোকদের মনে যাহা আইসে, তাহারা তাহাই বলে। সকল কথার ভাব বা অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া ভার—"

ইলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে, শিবির বহির্দ্দেশ হইতে কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল। সেনাপতি বলিলেন—

"বোধ হয়, সেনাগণ সশস্ত্র যুদ্ধবেশে আমার পরিদর্শন জন্য শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে; আর এখানে বিলম্ব করা বিধেয় নহে।" এই কথা বলিয়া তিনি শিবির হইতে গমনোদ্যত হইলেন। দুই পা অগ্রসর হইয়া, আবার কি ভাবিয়া দাঁড়াইলেন;—ইলাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কি আমার সহিত সেনাপরিদর্শনে যাইবে না?"

ইলা বলিলেন—

"যাইব বই কি!"

ইলা কি ভাবিলেন, ভাবিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—

"আবার যে দিন চিতোর জয় হইবে, সেই দিন সর্ব্বাগ্রে আমি তোমাকে দিল্লীশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিব; তোমার মনের সাধ টাইব।"মি

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—oo—

বিচার।

সেনা-পরিদর্শন করিয়া সেনাপতি ইলার সহিত দরবারমণ্ডপে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি পারিষদ পরিবেষ্টিত সমুচ্চ মসলন্দোপরি বসিয়া, উচ্চ তাকিয়ায় ঠেস দিয়া, আলবোলায় তামাক খাইতেছেন, আগামী কল্যের আক্রমণসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতেছেন,—এমন সময় গাফুরখাঁ তথায় আসিলেন। সেনাপতিকে সেলাম করিয়া গাফুর বলিলেন—

"আমাদের ছাউনির অদূরবর্ত্তী গিরিগুহামধ্যে একজন বৃদ্ধ রাজপুত আর তার সঙ্গে একটা চাকরকে দেখ্‌তে পেয়ে, সেনারা চারদিক দিয়ে গিয়ে সেই দুজনকে ঘেরে ফেলে। বৃদ্ধ দোড়ে পালাতে না পারায়, সেনাগণ ভৃত্যের সহিত বৃদ্ধকে বন্দী করিয়াছে।"

আগ্রহসহকারে সেনাপতি বলিলেন—

"এখনই তাদের আমার সম্মুখে হাজির কর।"

"যো হুকম" বলিয়া গাফুরখাঁ দরবারমণ্ডপ হইতে দ্রুতপদে গমন করিলেন। অমাত্য ও সেনানায়কগণকে সম্বোধিয়া সেনাপতি কহিলেন—

"আমরা সেই বৃদ্ধের নিকট হইতে রাজপুতসেনার সংখ্যা, দুর্গের অবস্থা, দুর্গপ্রবেশের গুপ্তপথের সন্ধান জানিবার চেষ্টা করিব। ভয়মৈত্রতা যে কোন উপায়ে হউক—"

সেনাপতির বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বে, শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা বৃদ্ধ রাজপুত ও তাঁহার ভৃত্যকে লইয়া গাফুরখাঁ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধের নাম আত্মা সিংহ। তিনি উদয়পুরাধিপতি মহারাণার জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ

একমাত্র ভৃত্যের সহিত চিতোর হইতে কমলমীর দুর্গে যাইতেছিলেন; পথশ্রান্তি নিবারণ জন্য তাঁহারা আরাবলী গিরিগুহায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই গিরিগুহামধ্যে যবনসেনা তাঁহাদের আক্রমণ করে। নিরস্ত্র,—তাঁহাদের সঙ্গে কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্র না থাকায়, বিশেষ দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে শতাধিক শস্ত্রধারী ব্যক্তি আক্রমণ করায়, তাঁহারা অগত্যা যবনসেনার হস্তে বন্দী হইয়াছেন।

আত্মা সিংহ দরবারমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সদর্পে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাদের এই দস্যুদলের দলপতি কে?"

দানেশখাঁ চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিলেন—

"সাবধান হইয়া কথা কও! সেনাপতির সম্মুখে উদ্ধতভাবে কথা কহিও না। তোমার কি প্রাণের ভয় নাই?"

হাসিতে হাসিতে আত্মা সিংহ বলিলেন—

"আমি দেখিতেছি, তোমরা প্রকৃত কথা,—সত্য কথা শুনিতে ভালবাস না। সাবধান! হা হা! কাহার নিকট!—ব্যাঘ্র কখনও শৃগাল দেখিয়া ভয় পায় না,—সাবধান হয় না। বিশেষ যে ব্যক্তি পাপী, অপরাধী, সেই ভয় করিবে। কি আশ্চর্য্য! কোথায় তোমরা আমার ন্যায় অশীতিপর বৃদ্ধকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিয়া লজ্জাবোধ করিবে, বিনা কারণে একজন ভদ্রলোককে এরূপে অপমানিত করিয়াছ বলিয়া ভয় পাইবে, তাহা না হইয়া প্রত্যুত আমাকে সাবধান হইয়া কথা কহিতে বলিতেছ! আমাকে প্রাণের ভয় দেখাইতেছ! ভয় কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না। এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি ভয় করি না। মনুষ্যকে ভয়! রাজপুত মানুষ দেখিয়া ভয় পায় না;—বিশেষ, তোমরা ত মনুষ্যমধ্যে গণ্যই নও;—তোমাদের মানুষ বলিতেও ঘৃণাবোধ হয়।"

কোষ হইতে অসি নিষ্কাসন করিয়া দানেশখাঁ বলিলেন—

"বেয়াদব! আমি এখনই তোর মাথা কেটে দু টুক্‌রো করে ফেল্‌ব! খবরদার! মুখসাম্‌লে কথা ক!"

বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া সেনাপতি বলিলেন—

"কেন তুমি ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছ? এখন আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দাও। তুমি যাহা জান, সত্য করিয়া বল।"

আত্মা সিংহ প্রত্যুত্তর করিলেন—

"আমি জানি,—নিশ্চয় জানি, আমাকে একদিন মরিতে হইবে। আমার আয়ুষ্কাল প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এই জীর্ণদেহের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র মায়ামমতা নাই। এ জীবনে আমি এমন কোন কর্ম্ম করি নাই, যাহার জন্য মরিতে ভয় পাইব। আমি কখন কাহারও প্রতি দ্বেষ বা হিংসা করি নাই;—কখনও পরদ্রব্য বা পরস্ত্রী অপহরণ করি নাই;—কখনও কাহাকেও প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা করি নাই;—কখনও জানিয়া মিথ্যাকথা কহি নাই;—আমি যথাসাধ্য পরোপকার করিয়াছি,—দানধ্যান করিয়াছি;—মৃত্যুর পর অবশ্যই আমি ঈশ্বরের চরণে স্থান পাইব। আমার এ জীর্ণ-শীর্ণ-দেহ পতন হইবে বটে,কিন্তু আমি মরিব না। আমার নাম রাজপুত্রপ্রদেশ হইতে লুপ্ত হইবে না। আমার দুটী আত্মজ বীর পুত্র জীবিত থাকিবে, তাহাদের যশঃ,—আমার কীর্ত্তি, আমার নাম চিরস্মরণীয় রাখিবে।"

সেনাপতি বুঝিলেন, বৃদ্ধকে ভয় দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইতে পারিবেন না। তোষামোদ বা প্রলোভনদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার মানসে ক্রুদ্ধভাব ত্যাগ করিলেন,—হাস্যমুখে বলিলেন——

"তুমি আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে,আমাদের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলে, আমরা তোমার প্রতি অবশ্যই অনুকূল ব্যবহার করিব। আমরা শুনিয়াছি, এই বনমধ্য দিয়া চিতোরদুর্গে প্রবেশের একটী গুপ্ত পথ আছে। তুমি সেই পথটী আমাদের দেখাইয়া দেও, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই আমরা তোমাকে দিব। ধন-রত্নের প্রয়াসী হও বল, যত ধন চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব।"

আত্মা সিংহের চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্রোধে, ঘৃণায়, তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন—

"আমি অর্থকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিয়া থাকি। আমি এখন বুঝিলাম, তোমার প্রকৃতি অতি নীচ, তোমার প্রবৃত্তি অতি নীচ! তোমার হৃদয়ে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র থাকিলে, কখনই তুমি আমার নিকট এরূপ জঘন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিতে না।"

বৃদ্ধের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া দানেশখাঁ অসি উত্তোলন করিলেন। সেনাপতি দেখিতে পাইয়া দানেশকে ক্ষান্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন; পুনর্ব্বার আত্মা সিংহকে কহিলেন—

"বৃদ্ধ! তোমার আসন্নকাল উপস্থিত। আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান না করিলে তোমাকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা পাইতে হইবে, কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। তোমার দেহের এক একখানি অস্থি ও পঞ্জর ভাঙ্গিয়া, তোমার হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে আমরা প্রশ্নের উত্তর বাহির করিয়া লইব। তোমাদের সেনাসংখ্যা কত?"

নির্ভয়ে আত্মা সিংহ বলিলেন—

"যদি কেহ এই সম্মুখস্থ অরণ্যের বৃক্ষ সকলের পত্র গণনা করিতে পারে, যদি এমন সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আমাদের সেনাসংখ্যা করিতে পারিবে।"

সেনাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন—

"তোমাদের দুর্গের কোন্ দিক দুর্ব্বল? তোমরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ?"

সগর্ব্বে আত্মা সিংহ উত্তর করিলেন—

"আমাদের দুর্গ ধর্ম্মবলে রক্ষিত, সুতরাং তাহার কোন ভাগই দুর্ব্বল নহে। আমাদের কুমারী কন্যা ও বালকেরা তাহাদের পিতার ক্রোড়ে,—বিবাহিতা কামিনীরা তাহাদের স্বামীর হৃদয়মন্দিরে নিরাপদে, নিরুদ্বেগে বাস করিতেছে। একজনমাত্র রাজপুত জীবিত থাকিতে, তোমরা তাহাদের ছায়াস্পর্শও করিতে পারিবে না।"

"অনুপ সিংহকে চেন ?"

"অনুপকে চিনি ! রাজপুত্রপ্রদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বীর অনুপকে চেনে। অনুপ, রাজপুতানার উদ্ধারকর্ত্তা,—অনুপ, অসামান্য বীরপুরুষ ;—অনুপ, প্রকৃত দেবতা।"

"কি গুণে অনুপ দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়াছে ?"

"তোমার গুণের অনুকরণ না করিয়া।"

"শুনিয়াছি, জয়শ্রী নামে কে একজন অনুপের সহিত তোমাদের সেনাপতি হইয়াছে ; সে লোকটাকে চেন ?"

"বীরপুরুষের নাম করিলেও হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়। জয়শ্রীর নাম উচ্চারণেও রসনা তৃপ্তিবোধ করে। জয়শ্রী মহারাণার নিকট জ্ঞাতি। তিনি শত্রুসম্মুখে শার্দ্দূলসম, মিত্রনিকটে নিরীহ মেষশাবক-সদৃশ। সুন্দরী ক্রীড়ার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু অনুপ সিংহকে ক্রীড়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী শুনিয়া, বন্ধুহৃদয়ে বেদনা লাগিবে ভাবিয়া, আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, তিনি ক্রীড়ার সহিত বন্ধুর বিবাহ দিয়াছেন, নিঃস্বার্থ বন্ধুতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।"

"কি আশ্চর্য্য ! অসভ্য কাফরদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ বন্ধুতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, শীঘ্রই সেই জয়শ্রীর সহিত সমরক্ষেত্রে আমার সাক্ষাৎ হইবে ; সমরক্ষেত্রেই তাহার দৈহিক, তাহার মানসিক বলের পরিচয় পাওয়া যাইবে।"

"বীর জয়শ্রীর সহিত সম্মুখসংগ্রামে অগ্রসর হইও না। কেন ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ? জয়শ্রীর সহিত সমরক্ষেত্রে দেখা হইলে, নিশ্চয়ই তুমি প্রাণ হারাইবে !"

সক্রোধে দানেশখাঁ বলিলেন—

"কাফর ! সাবধান হয়ে কথা ক !"

সদর্পে বৃদ্ধ বলিলেন—

"সাবধান ! কার নিকটে ? দস্যুদলপতির নিকটে ? ছি ছি !

তোদের ন্যায় প্রবঞ্চক পাপিষ্ঠ লোকের সহিত কথা কহিতেও ঘৃণাবোধ হয়! তোদের মুখাবলোকন করিতেও ঘৃণা হয়!"

দানেশখাঁ আর ক্রোধসম্বরণ করিতে পারিলেন না; বৃদ্ধের গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিলেন। বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর শোণিতে প্লাবিত হইল। বৃদ্ধ তখনি ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন! এই লোমহর্ষণ শোচ্যকাণ্ড দেখিয়া, ইলা দ্রুতবেগে বৃদ্ধের নিকট গমন করিলেন, ভূপৃষ্ঠ হইতে বৃদ্ধকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"হায় হায়! তোমরা কি করিলে? ছি ছি!—এরূপ বৃদ্ধের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে কি তোমাদের লজ্জাবোধ হইল না?" বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া ইলা বলিলেন—

"আপনার এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দুঃখে, শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! আহা! এমন কর্ম্ম কি মানুষে করে?"

ক্ষীণস্বরে আত্মাসিংহ বলিলেন—

"কেন বাছা বৃথা দুঃখ করিতেছ? আমি এই পাপপৃথিবী ত্যাগ করিয়া, সুখময় স্বর্গধামে যাইতেছি! বাছা! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! দয়াময় দয়া করিয়া এই পাপিষ্ঠ যবনদের কুমতি ফিরাইয়া ধর্ম্মে মতি দিন!"

সহসা আত্মাসিংহকে এইরূপে আহত হইতে দেখিয়া, যবনসেনাপতি কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া গাফুর খাঁকে বলিলেন—

"এই আহত বৃদ্ধকে শীঘ্র চিকিৎসা-শিবিরে লইয়া যাও!"

তিনজন সেনার সহিত গাফুর খাঁ বৃদ্ধকে স্কন্ধে করিয়া লইলেন, দরবারমণ্ডপ হইতে বৃদ্ধকে চিকিৎসা-শিবিরে লইয়া গেলেন। সেনাপতি রোষকষায়িতলোচনে কর্কশস্বরে দানেশ খাঁকে বলিলেন—

"খবরদার! বারদিগর এরূপ কার্য্য করিলে—"

সেনাপতির কথা শেষ হইতে না হইতে, দানেশখাঁ সেনাপতির চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন;—বিনয়সহকারে বলিলেন,—

"আপনাকে বারবার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করায়, ক্রোধে অন্ধ হইয়া জ্ঞান হারাইয়া আমি এরূপ দুষ্কার্য্য করিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন!"

"যা হবার, তা হইয়াছে। সাবধান! ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য আর করিও না। এখন এই চাকরটাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দাও; ইহাকে আর ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই।"

সেনাপতির আদেশানুসারে দানেশ খাঁ ভৃত্যের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। ভৃত্য ইলার নিকটে আসিল, মৃদুস্বরে চুপে চুপে বলিতে লাগিল—

"মা! তোমার ব্যবহার দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি! তুমি এই রাক্ষসদের মধ্যে দেবী! মা! যাহাতে যবনেরা আমার প্রভুর মৃতদেহটীর উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে, সেটী দেখ্‌বেন। তোমার সৎকাজের জন্য, আমাব প্রভুর পুত্রেরা ঈশ্বরের কাছে অবশ্যই তোমার মঙ্গল কামনা কর্‌বেন।"

দয়ার্দ্রহৃদয়া ইলাকে এই কয়েকটী কথা বলিয়া, ভৃত্য দরবারমণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিল। সেনাপতি ইলাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ভৃত্যটা তোমাকে কি বলিতেছিল?"

ব্যঙ্গস্বরে ইলা বলিলেন—

"তোমার অনুগ্রহের জন্য, সে তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছিল।"

সভাস্থ সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া সেনাপতি বলিলেন—

"বন্ধুগণ! চল আমরা সেনাপরিদর্শনে গমন করি। কাল চিতোর-দুর্গে আমরা যবনপতাকা উড়াইব; আমাদের বহুদিনের মনোবাঞ্ছা কাল আমরা পূর্ণ করিব।"

সেনানায়কগণের সহিত সেনাপতি দরবারমণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন। এখন সেই নির্জ্জন পটমণ্ডপে ইলা একাকিনী রহিলেন। মণ্ডপের এক পার্শ্বে সেরখাঁ দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি ধীরপদবিক্ষেপে ইলার নিকট আগমন করিলেন;—ধীরে ধীরে বলিলেন—

"চক্ষেত সকলই দেখিলে, কর্ণেত সকলই শুনিলে, আরওকি এ রাক্ষসসমাজে তোমার থাকিতে ইচ্ছা হয়?"

সজলনয়নে কাতরকণ্ঠে ইলা বলিলেন—

"না না! শোকে দুঃখে আমার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু যাই কোথা? কেবা আমার ন্যায় কুলকলঙ্কিনীকে আশ্রয় দিবে?"

আগ্রহসহকারে সের খাঁ বলিলেন—

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে, তোমার গায়ে কেহ একটী কাঁটাও ফুটাইতে পারিবে না। গোলাম জীবিত থাকিতে, তোমার আশ্রয়ের অভাব হইবে না। আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি; আজ্ঞা কর, এখনই যবনসেনাপতির মাথা আনিয়া তোমার চরণতলে উপহার দিতেছি।"

ক্ষুণ্ণস্বরে ইলা বলিলেন—

"এখন আমার মন অত্যন্ত অস্থির, এখন ভালমন্দ কিছুই স্থির করিতে পারিব না। সময়ান্তরে এ বিষয়ে তোমার সহিত আমি পরামর্শ করিব।"

"যে আজ্ঞা। আমি আপনার অধীন ভৃত্য, আজ্ঞা করিলেই হুজুরে আসিয়া হাজির হইব।" সেলাম করিয়া সের খাঁ কয়েক পদ গমন করিলেন। ক্ষণকাল পরে ইলা আবার সের খাঁকে ডাকিলেন। সের খাঁ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কি আজ্ঞা?"

ইলা একবার বঙ্কিমনয়নে সের খাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন—

"আহত বৃদ্ধ রাজপুতের মৃত্যু হইলে, তাহার দেহটী হিন্দু লোক দিয়া উদয়সাগরে ভাসাইয়া দিও।"

"যে আজ্ঞা, হুকুম তামিল হইবে।" সেলাম করিয়া সের খাঁ দরবারমণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

নির্জ্জন মণ্ডপমধ্যে ইলা একাকিনী, চিন্তাসাগরে নিমগ্না।

মনে মনে ইলা বলিলেন,—"সের খাঁর দ্বারা প্রতিশোধ-পিপাসার নিবৃত্তি করা হইবে না। সের খাঁর ন্যায় পাপিষ্ঠের সহিত বাক্যালাপ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপন প্রভুর প্রাণবিনাশে উদ্যত, সেরূপ আততায়ীকে কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আততায়ীর ধর্ম্মভয়! বিশ্বাসঘাতকের শপথের ভয়!" কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, ইলা আবার বলিলেন,—"উচ্চপদ, সাম্রাজ্যলাভের আশয়ে, সেনাপতি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। হায়! পুরুষের কি কঠিন প্রাণ! আশাকুহকিনীর কুহকে বশীভূত হইয়া তাহারা সকলই করিতে পারে! হায়! যাহার জন্য আমি কুলকলঙ্কিনী বলিয়া জগতে বিখ্যাত, আজ সেই ব্যক্তি আমার সম্মুখেই সেকন্দরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন বলিলেন! সেনাপতি! আমি তোমার নিমিত্ত—পিতার স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের মায়ামমতা ভুলিয়াছি; নিষ্কলঙ্ক ক্ষত্রকুলে কালী দিয়াছি; সনাতন আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি! তুমি তাহার বিনিময়ে, তুমি সাম্রাজ্যের লোভে, অন্য রমণীর পাণিগ্রহণে উদ্যত হইয়াছ! আমাকে অনাথিনী করিয়া পথের ভিখারিণী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ! কিন্তু জেন, বীরাঙ্গনা রাজপুত্রীরা যেরূপ প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে, তাহারা মর্ম্মাহত হইলে, আবার দণ্ডাহত কাল-ভুজঙ্গিনীর ন্যায় দংশন করিতেও জানে! লোকে যখন নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হয়, তখন তার অকরণীয় কোন কার্য্যই এই জগতে থাকে না। সেনাপতি! সাবধান! কালভুজঙ্গিনীর পুচ্ছে পদাঘাত করিয়াছ! সুযোগ পাইলেই সে এমন দংশন করিবে, জ্বালায় তুমি অস্থির হইয়া উঠিবে! শেষে তুমি প্রাণ হারাইবে! তোমার উচ্চ পদলাভের আশা, সুন্দরী যুবতী ভোগের আশা, আকাশকুসুমের ন্যায় আকাশেই মিশাইয়া যাইবে!" দুশ্চিন্তায় ইলার মন অস্থির হইয়া উঠিল, অভিমানে হৃদয় ফাটিবার উপক্রম হইল। ইলা আর স্থির হইয়া একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; সহসা গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতপদে সেই শিবির হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যুবক-যুবতী।

একটী সুরম্য হর্ম্মমধ্যস্থিত সুসজ্জিত গৃহে যুবকযুবতী উপবিষ্ট। রূপে যুবক ভুবনমোহন, যুবতী ভুবনমোহিনী। যুবকের বয়স অষ্টবিংশতি, যুবতীর অষ্টাদশ। যেরূপ মরকতকাঞ্চনের মিলনে অপূর্ব্ব সুন্দর শোভা সম্পাদিত হয়, সেইরূপ যুবকযুবতীর যুগল রূপে গৃহটী অতি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। যুগল রূপের ছটায় গৃহটী উজ্জলিত, ঝলসিত, হসিত।

যুবক, পাঠকের পরিচিত অনুপ সিংহ। অনুপের পিতা অজিত সিংহ উদয়পুরাধিপতির কোষাধ্যক্ষের পদে বহুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। অজিতের হৃদয়, দয়াদাক্ষিণ্যপ্রভৃতি উচ্চ গুণগ্রামের আকরস্বরূপ ছিল। দুঃখে বা বিপদে পড়িয়া কেহ তাঁহার নিকটে আসিলে, তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন, ধনদ্বারা দরিদ্রের দারিদ্র্যদুঃখ দূর করিতেন। দীনদরিদ্রমাত্রেই দাতার ধনের অধিকারী। দাতার হৃদয়ে আপনার বা আত্মপরিবারের ভবিষ্যতে কি হইবে, সে চিন্তা স্থান পায় না। দাতা সর্ব্বদাই পরের দুঃখে দুঃখী, পরের অভাবমোচনে মুক্তহস্ত। দাতা বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পূর্ণভাণ্ডার শূন্য হইয়া যায়, তাঁহাকে রিক্তহস্ত হইয়া পড়িতে হয়। যিনি প্রকৃত দাতা, তিনি কখনই ধনসঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন না। দাতা প্রায়ই দুঃখী—দরিদ্র ; কৃপণ প্রায়ই সুখী--ধনী। দাতার ভাণ্ডার সর্ব্বদাই শূন্য, কৃপণের ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ। অজিত জীবদ্দশায় এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। অজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার

স্ত্রীপুত্র অতি শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছিলেন। অজিতের এমন ত্যজ্য সম্পত্তি কিছুই ছিল না, যাহার দ্বারা তাঁহার স্ত্রীপুত্র প্রতিপালিত হইতে পারে। কিরূপে প্রিয় সন্তানটীর ভরণপোষণ করিবেন, সেই চিন্তাতেই পতিশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা দিবারাত্রি নিমগ্না থাকিতেন। চিন্তাকীট যে দেহে একবার প্রবেশ করে, সে দেহের আর নিস্তার থাকে না, শীঘ্রই সে দেহ জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। অনুপের মাতা শীঘ্রই রুগ্না হইয়া শয্যাশায়িনী হইয়া পড়েন, অতি অল্পদিন রোগ ভোগ করিয়া পাপপৃথিবী পরিত্যাগ করেন। অমৃতময় অমর-ভবনে গমন করিয়া, সতী পতির সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিন মাসের মধ্যে অপগণ্ড অনুপ পিতৃমাতৃহীন অনাথ হইয়া পড়েন। অনুপের একজন দূরজ্ঞাতি, যিনি যবনসেনাপতির অধীনে রেসালদারী পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি অনুপকে সঙ্গে করিয়া বঙ্গদেশে লইয়া আইসেন। সেইখানে নিকটে রাখিয়া, অনুপকে লেখাপড়া শিক্ষা করান। অল্পদিনের মধ্যে অনুপের উপর যবনসেনাপতির শুভ-দৃষ্টি পতিত হয়। অনুপের আয়ত লোচন, উন্নত কপোল, বিশাল বক্ষ, সুগোল হস্তপদ, বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া, সেনাপতির হৃদয়ে দয়ার, স্নেহের উদয় হয়। অনুপকে নিকটে রাখিয়া, সেনাপতি স্বয়ং তাঁহাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন। ক্রমে অনুপ অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠেন। কিছুদিন অনুপ যবনসেনাপতির সপক্ষ হইয়া রাজপুতনার হিন্দু-রাজগণের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন;—হিন্দুপীড়নে হিমুর সবিশেষ সহায়তা করেন। এই সময় যবনশিবিরে রামানুজ স্বামী নামক জনৈক উদাসীনের সহিত অনুপের সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর উপদেশে অনুপের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। যবনসেনাপতিকে হিন্দুপীড়ন হইতে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত অনুপ অনেক যত্ন করেন। যখন পাষাণ-হৃদয় হিমু অনুপের উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না, তখন অনুপ যবনপক্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশের, স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন করেন। যেদিন হইতে অনুপ যবনসেনাপতির পক্ষ পরিত্যাগ করেন, সেই দিন হইতে হিমু

আর একটীও যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। হিমু বুঝিয়াছিলেন যে, অনুপ জীবিত থাকিতে তিনি আর হিন্দুরাজগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন না; সেই জন্যই অনুপের উপর তাঁহার তাদৃশ ভয়ানক জাতক্রোধ জন্মিয়াছিল। অনুপের নিধনই তাঁহার এখন একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছিল।

যুবতী, যোধপুরাধিপতির প্রধান সচিব আনন্দ রাওয়ের একমাত্র দুহিতা। কৈশোরকালে কন্যাটী সমবয়স্কাদিগের সহিত সমস্ত দিন খেলা করিত, আহারাদি ভুলিয়া, পিতামাতা ভুলিয়া, খেলা করিত। খেলা করিতে সে এতই ভালবাসিত যে, স্তনদুগ্ধপান করিতেও চাহিত না। সেই জন্য পিতা, তাহার নাম রাখিয়াছিলেন ক্রীড়া। ক্রীড়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে শশিকলার ন্যায় দিন দিন নব নব রূপ বিকাশ করিয়া, পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পূর্ণ শশীসম অনুপম রূপরাশির আধার হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রীড়া যখন হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া, হাসিয়া, সঙ্গীগণে পরিবৃতা হইয়া, অন্তঃপুর-উদ্যানে বেড়াইতেন, তখন তাহার রূপের ছটায়, রূপের ঘটায়, গোলাপ ফুটিত, মালতী হাসিত, মাধবী দুলিত। উদ্যানের সমস্ত লতাপুষ্প যেন আনন্দে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িত। ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্র ভ্রমর, সে রূপের ছটায় জ্ঞান হারাইয়া, আপনাকে আপনি ভুলিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া একবার গোলাপের নিকট যাইত, গোলাপের চারিদিকে উড়িয়া উহুঁ উহুঁ বলিয়া, তখনি ক্রীড়ার গণ্ডদেশের নিকটে আসিত, আবার উড়িতে উড়িতে মালতীর নিকট যাইত, আবার উড়িয়া ক্রীড়ার নিকট আসিত, গুন্‌গুন্ করিয়া কি জানি ক্রীড়ার কাণের কাছে কি বলিত; ক্রীড়া হাত নাড়িয়া তাড়াইয়া দিতেন। মলয়মারুতের মৃদু-হিল্লোলে সরোবরবক্ষ হইতে উৎফুল্ল পদ্মিনী ঈষৎ গ্রীবা নাড়িয়া ভ্রমরকে ডাকিত, ভ্রমর তাহার কথা শুনিত না। ভ্রষ্টা মাধবী হৃদয়বল্লভ সহকারের হৃদয়ে থাকিয়া, হিল্লোলপ্রবাহে দুলিতে দুলিতে, ইঙ্গিত করিয়া ভ্রমরকে ডাকিত, ভ্রমর তাহারও কথা শুনিত না, সে

কাহারও অনুরোধ রাখিত না; ভ্রমর মনের সুখে বা মনের দুঃখে বলিতে পারি না, ভন্ ভন্ করিয়া সমস্ত দিন উদ্যানমধ্যে উড়িয়া বেড়াইত, সেদিন সে কোন ফুলে বসিত না, কোন ফুলের মধুপান করিত না।

ক্রীড়ার অসাধারণ রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া উদয়পুরাধিপতির প্রধান সচিব রাণা মালশ্রী, তাঁহার পুত্র জয়শ্রীর সহিত ক্রীড়ার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। সেই সময় মোগলসম্রাট হুমায়ূন কান্যকুব্জ নগর আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে রাজপুত্রদিগের পক্ষ হইয়া রণক্ষেত্রে অনুপ সিংহ অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন; যুদ্ধে মোগল সেনাদলকে বিদলিত করিয়া হুমায়ুনকে ভারত হইতে বিদূরিত করেন। জয়লাভের পর বিজয়ী অনুপ যোধপুরে আগমন করিলে, রাজপুতানার প্রচলিত রীত্যনুসারে যোধপুরের কুলকামিনীরা রাজপথের দুই পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া বিজয়ী বীরের অভ্যর্থনাজন্য দণ্ডায়মানা থাকেন। যখন অনুপ রাজপথ দিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করেন, সেই সময় সমবেত কুলকামিনীরা হুলাহুলী দিয়া, শঙ্খধ্বনি করিয়া, অনুপকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। সেই শুভ সময়ে অনুপের সহিত ক্রীড়ার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে উভয়ের রূপ দেখিয়া বিস্মিত, বিমোহিত হন। সেই প্রথম দৃষ্টিতেই অনুপ ক্রীড়ার মনপ্রাণ হরণ করেন। ক্রীড়াও সেই শুভক্ষণে আপন হৃদয়মন্দিরে অনুপকে দেবতা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়, যে কয়েক দিন অনুপ যোধপুরে অবস্থান করেন, ঘটনাসূত্রে ক্রীড়ার সহিত তাঁহার কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়, পরস্পরের কথোপকথনে পরস্পরের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রণয়বীজ রোপিত হয়। ক্রীড়ার অনুরোধে শীঘ্রই ক্রীড়ার পিতার নিকট তাঁহাদের বিবাহের কথা প্রস্তাব করিবেন, অনুপ মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন।

বিগত যুদ্ধে উদয়পুরাধিপতির সচিবতনয় জয়শ্রী রাজপুতসেনার সেনাপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অনুপের অসাধারণ বলবীর্য্য

দেখিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে সমুৎসুক হন। অনুপও জয়শ্রীর অকুতোসাহস, অমিতবিক্রমের পক্ষপাতী হন; শীঘ্রই উভয়ে উভয়ের গুণগ্রামে বিমোহিত হন; শীঘ্রই উভয়ে নিঃস্বার্থ বন্ধুতা-পাশে আবদ্ধ হন। এ পাপসংসারে নিঃস্বার্থভাবে দুটী হৃদয়ের মিলন দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বার্থই বর্ত্তমান কালের, বর্ত্তমান সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। পাঠক! ঐ যে সাধ্বী স্ত্রী দিবারাত্রি স্বামীর সেবা করিতে-ছেন, স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য সাধ্যমত যত্ন ও প্রয়াস স্বীকার করিতেছেন, ঐ যে পিতা পরমযত্নের সহিত পুত্রকে লালনপালন করিতেছেন, পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য, আপনি না খাইয়া বিদ্যালয়ের বেতন দিতেছেন, ঝুড়ি ঝুড়ি পুস্তক ক্রয় করিয়া দিতেছেন,—ঐ যে মাতা পুত্রকন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া মহাযত্নে দুগ্ধের বাটী, মিষ্ট মনোহরা খাওয়াইতেছেন,—ঐ যে জ্যেষ্ঠ সহোদর কনিষ্ঠের নিমিত্ত এত ভালবাসা জানাইতেছেন, সময়ে সময়ে আত্মক্ষতি স্বীকার করিয়াও কনিষ্ঠের উন্নতিসাধন করিতেছেন,—ঐ যে পুত্র বা কন্যা অনন্যমনে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিতেছেন, ইঙ্গিতমাত্র পিতামাতার আজ্ঞাপালন করিতেছেন;—পাঠক! যদি তুমি উহাঁদের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ, স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, ঐ সমস্ত কার্য্যের উদ্দেশ্য একমাত্র স্বার্থ। এই পাপসংসারে যাহার ধন আছে, তাহার সকলই আছে। যাহার ধন নাই, যিনি নির্ধন, দরিদ্র, তাঁহার কিছুই নাই, কেহই নাই! পাঠক! ধনী বা উচ্চ-পদাভিষিক্ত ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া দেখ, তাঁহার বন্ধুর অভাব নাই, তিনি বন্ধুগণপরিবেষ্টিত। প্রয়োজন হইলে ঐ বন্ধুরা তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত! কিন্তু যদি অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনে ঐ ধনী নিঃস্ব হইয়া পড়েন, অথবা উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তি পদচ্যুত হন, তাহা হইলে তুমি আবার দেখিবে যে, ঐ সমস্ত বন্ধু, যাহারা প্রতিদিন তাঁহার নিকটে যাইত, যাহারা তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, এখন আর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও ঐ দরিদ্র বা পদচ্যুত

ব্যক্তির নিকটেও যায় না। এখন ঐ বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিবে, ঐ নিঃস্ব বা পদচ্যুত ব্যক্তিকে তাহারা চেনে না, জানে না! যে মুহূর্ত্তে স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশা বিদূরিত হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্ত হইতে বন্ধুতাও তিরোহিত হইয়া যায়। যতদিন লোকের ধন থাকে, ততদিন সমাজ তাহার পদতলে দাসবৎ পতিত থাকে। তিনি সেই সময় সহস্র দুষ্কার্য্য করিলেও, তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা বলিবার সাধ্য থাকে না। তখন তিনি পরমধার্ম্মিক পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ; কিন্তু ঐ ব্যক্তি ধনহীন বা পদভ্রষ্ট হইবামাত্র, সমাজে আর তাঁহার সে প্রতিপত্তি থাকে না, তিনি মূর্খ, নির্ব্বোধ, অবিবেচক, সামাজিকের নিকট নিন্দার পাত্র হইয়া পড়েন। এই পাপসংসারে সকলেই স্বার্থের দাস। বন্ধুতা,—এই শব্দটী অভিধানে দেখিতে পাইবে। বন্ধুতা মানসিক কল্পনামাত্র;—স্বপ্নের ন্যায়, ছায়ার ন্যায়; ইহার প্রকৃত অস্তিত্ব এই স্বার্থপ্রিয় জগতে নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে, অনুপ ও জয়শ্রীর মিত্রতা সেরূপ স্বার্থভিত্তির উপর গঠিত হয় নাই। উভয় হৃদয়ের বেগ এক স্রোতে প্রবাহিত। স্বদেশের মঙ্গলসাধনা, স্বজাতির উন্নতিসাধনা, উভয়েরই একান্ত কামনা। দুই জনেই তুল্য বলী, তুল্য বীর;—দুই জনের মনোবৃত্তিই একপথে ধাবিত;—উভয়েরই হৃদয় নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক; সুতরাং এই দুই নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের মিলনে উভয়েই সুখী। আত্ম-সুখে নহে, বন্ধুর সুখে সুখী। তাঁহাদের এ মিলন, পবিত্রসলিলা পতিতপাবনী গঙ্গাযমুনার মিলনের ন্যায়, অয়স্কান্তের সহিত পদ্ম-রাগের মিলনের ন্যায়, মনোরম, সুখদ, শুভদ হইয়াছিল। এই অভিন্ন-হৃদয় যুবকযুগলের মধ্যে কোন কথা বা কার্য্য গোপনীয় ছিল না। অনুপের মুখে, ক্রীড়ার প্রতি তাঁহার আসক্তির কথা, জয়শ্রী শুনিলেন। জয়শ্রীও ক্রীড়ার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধের কথা, অনুপকে জ্ঞাত করিলেন। দুই ব্যক্তি এক রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইলে প্রায় বন্ধুতা থাকে না, ঈর্ষা অসি বন্ধুতাপাশ ছেদন করিয়া ফেলে। কিন্তু

ঈর্ষা বা আকাঙ্ক্ষা, অভিন্নহৃদয় বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে ভেদভাব জন্মাইতে পারিল না। উভয়ে উভয়কে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন; পাছে বন্ধুহৃদয়ে বেদনা লাগে, এই আশঙ্কায় কেহই ক্রীড়ার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। কিন্তু যখন জয়শ্রী জানিতে পারিলেন, ক্রীড়া অনুপের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, তখন তিনি বন্ধুকে বুঝাইয়া ক্রীড়ার পাণিগ্রহণে সম্মত করিলেন। জয়শ্রী স্বয়ং চেষ্টা করিয়া অনুপের সহিত ক্রীড়ার পরিণয়কার্য্য সমাধা করাইয়া দিলেন। যদিও এইরূপ নিঃস্বার্থ কার্য্যে উভয়ের বন্ধুতা অধিকতর দৃঢ়ীভূত হইল, কিন্তু রত্নশূন্য ভাণ্ডারের ন্যায় জয়শ্রীর হৃদয় শূন্য হইয়া পড়িল। জয়শ্রী বুঝিলেন, তাঁহার সেই ভগ্নহৃদয়ে আর কোন রমণী স্থান পাইবে না। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহজন্মে আর অন্য কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিবেন না। ক্রীড়ার বিবাহের পর হইতে জয়শ্রী ক্রীড়াকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় দেখিতেন। পাছে বান্ধব-হৃদয়-পরিতাপে, নবদম্পতীর নবীন প্রেমের উৎস শুষ্ক হইয়া যায়, সেই জন্য জয়শ্রী সর্ব্বদা সযত্নে তাঁহার মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতেন। জয়শ্রীর মিত্রতা নিঃস্বার্থ বন্ধুতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এরূপ মিত্রতা জগতে অতি বিরল।

ক্রীড়া স্বামীসোহাগে সোহাগিনী, অনুপের আদরে আদরিণী। ক্রীড়া ভাবিতেন, এ সংসারে যত জীব আছে, তাহার মধ্যে অনুপ শ্রেষ্ঠ, অনুপ দেবতা। সেই আরাধ্য দেবতা ভিন্ন ক্রীড়া আর কাহাকেও জানিতেন না, আর কাহারও উপাসনা করিতেন না। শীঘ্রই দেবতার অনুগ্রহে ক্রীড়ার প্রণয়বৃক্ষে সুফল ফলিল, ক্রীড়া গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে ক্রীড়া একটী সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ক্রীড়া এখন পুত্রবতী। ক্রীড়া শিশুসন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া, সোহাগ করিয়া, হেলাইতে দোলাইতে, নাচাইতে নাচাইতে, অনুপের নিকট আসিলেন; প্রফুল্লবদনে পুত্রটীকে অনুপের ক্রোড়ে প্রদান করিলেন; হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"নাথ! সত্য করিয়া বল দেখি; খোকা দেখিতে ঠিক তোমার মত হইয়াছে কি না?"

সহাস্যবদনে অনুপ বলিলেন—

"সত্য কথা বলিতে হইলে, খোকা ঠিক তোমার মত হইয়াছে। তোমার মত ফুটন্ত গোলাপের বর্ণ, তোমার মত আয়ত চক্ষু, তোমার ন্যায় হাসিভরা মুখ—"

অনুপের কথায় বাধা দিয়া ক্রীড়া বলিলেন—

"কিন্তু তোমার মত কাল কোঁকড়ান চুল, তোমার মত চক্ষের ঘোর কাল তারা। নাথ! ছেলেটী আমার হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতার অবিকল প্রতিমূর্ত্তি! আমি যখনই খোকার সুন্দর মুখখানি দেখি, তখনই তোমার সুন্দর মুখ আমার মনে পড়ে, আনন্দে আমার হৃদয় নাচতে থাকে!"

ঈষৎ হাস্য করিয়া অনুপ বলিলেন—

"প্রিয়ে! খোকার মুখ দেখিলে তবে আমাকে তোমার মনে পড়ে! কিন্তু তোমার মুখখানি আমার হৃদয়পটে চিত্রিত রহিয়াছে। আমি হৃদয়দর্পণে অহোরাত্র তোমার নিষ্কলঙ্ক সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাই, দেখিয়া হৃদয়ে যে কতই আনন্দ অনুভব করি; তাহা বর্ণনা করিবার আমার শক্তি নাই।"

এই সময়ে শিশুটী অনুপের ক্রোড়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল; বারংবার সতৃষ্ণ নয়নে মাতার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; ক্ষুদ্র হাত দুখানি বাড়াইল। ক্রীড়া ঈষৎ হাসিলেন, শিশুটীকে স্বামীর ক্রোড় হইতে আপনার ক্রোড়ে লইলেন; পুনঃপুনঃ বালকের সুন্দর মুখখানি চুম্বন করিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে অনুপ বলিলেন—

"খোকা এই বয়সেই বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিয়াছে! তোমার হৃদয়ভাণ্ডারে আমার নিমিত্ত, তুমি যে ভালবাসা-ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে, সেই অমূল্য ধন খোকা চুরী করিয়াছে। আমি দেখিতেছি, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় আমার প্রতি তোমার ভালবাসা নাই।"

"নাথ! তোমার বুঝিবার ভুল হইয়াছে। পুত্রে কখন তাহার মাতার হৃদয় হইতে পিতার প্রতি ভালবাসা কমাইয়া দেয় না। মাতৃহৃদয়ে পুত্রস্নেহ একটী স্বতন্ত্র সামগ্রী। পুত্রস্নেহ বরং রমণীহৃদয়ে পতিপ্রেম দৃঢ় ও বর্দ্ধিত করিয়া দেয়।"

ক্রীড়ার চিবুক ধরিয়া, আদর করিয়া অনুপ বলিলেন—

"আমি দেখিতেছিলাম, ক্রীড়া আমার এই পরিহাসের ক্রীড়া বুঝিতে পারেন কি না; তোমার মুখে ঐ কথাটী শুনিবার প্রয়াসেই আমার এই পরিহাস।"

প্রেমপূর্ণ দৃষ্টে অনুপের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রীড়া বলিলেন—

"নাথ! খোকা শীঘ্রই কথা কহিতে শিখিবে। যে দিন আধ আধ অস্ফুট বাক্যে বা—বা, মা—মা, বলিবে, সে দিন আমাদের কতই আনন্দ হইবে। প্রাণেশ! নারীজন্মের প্রধান সাধ পাঁচটী; আমার অদৃষ্টে দুটী মিটিয়াছে, এখনও তিনটী মিটিতে বাকী আছে।"

আগ্রহ সহকারে অনুপ বলিলেন—

"তোমার সাধের কথা শুনিতে আমার বড়ই সাধ হইতেছে। প্রিয়তমে! তোমার সাধের কথা বলিয়া কি আমার সাধ মিটাইবে না?"

ক্রীড়া কহিলেন,—"নাথ! তোমাকে বলিব না ত বলিব কাহাকে? নারীর প্রথম সাধ,—মনের মত পতি পাওয়া। দ্বিতীয় সাধ,—পুত্রমুখ দেখা। এ দুটী সাধ আমার পূর্ণ হইয়াছে। অল্প দুঃখে পুত্রমুখ দেখা যায় না। স্ত্রীলোকে যখন প্রসববেদনায় অস্থির অচেতন হইয়া পড়ে, চক্ষে যখন দরদরধারে অশ্রুপাত হয়, প্রসূতির তখন অসহ্য যাতনা। সেই সময় যখন ধাত্রীর মুখে শুনে যে, সে পুত্র প্রসব করিয়াছে, অমনি পুত্রের মুখ দেখিয়া, পুত্রকে কোলে লইয়া আনন্দে দশ মাসের গর্ভ-ধারণযন্ত্রণা, প্রসববেদনা সকল দুঃখই ভুলিয়া যায়। তৃতীয় সাধ,—পুত্রের মা বলিয়া ডাকা। যে দিন পুত্র প্রথমে মা বলিয়া ডাকে, সেই সময় সেই আধ আধ মা কথাটী মায়ের কাণে এতই মধুর, এতই সুন্দর লাগে যে, বিণার মিষ্ট স্বরও সেরূপ মধুর মিষ্ট বলিয়া তাহার

বোধ হয় না। চতুর্থ সাধ,—পুত্রের চলিতে শেখা; যে দিন, পুত্র চলিতে শিখে, যে দিন সে এক একবার হামা দিয়া, এক একবার হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া মায়ের কোলে আসিয়া মা—মা বলিয়া ডাকে, সে দিন মাতৃহৃদয়ে যে কত আনন্দ উদয় হইয়া থাকে, তাহা পুত্রবতী মাতা ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারে না। পঞ্চম সাধ,—পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূর মুখাবলোকন করা। সেই দিন নারীজন্মের সকল সাধ পূর্ণ হয়; সে দিন নারীর আনন্দের সীমা থাকে না।"

ঈষৎ গম্ভীরস্বরে অনুপ বলিলেন—

"তুমি সাধ্বী, তুমি পতিব্রতা, অবশ্যই ঈশ্বর তোমার মনের সকল সাধই মিটাইবেন।"

ক্রীড়ার চক্ষু দিয়া দুইবিন্দু আনন্দাশ্রু পতিত হইল। চিন্তাকুলিত বদনে ক্রীড়া বলিলেন—

"নাথ! আমি দিনরাত ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমাকে আর খোকাকে দীর্ঘজীবী করেন, নিরাপদে রাখেন। তোমরা ভাল থাকিলেই আমার সকল সাধ মিটিবে।"

"জগদীশ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" এই কথা বলিয়া, অনুপ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ক্রীড়ার কর্ণে সেই দীর্ঘশ্বাস-শব্দ প্রবেশ করিল, ক্রীড়া চমকিয়া উঠিলেন; ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেন তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে? আমি আজ কয়দিন হইতে দেখিতেছি, তুমি সদাই অন্যমনস্ক, সদাই যেন কোন বিশেষ চিন্তায় নিমগ্ন। প্রাণেশ! যখন তুমি রাত্রীতে ঘুমাইয়া থাক, যখন আমি তোমার চরণতলে বসিয়া তোমার পদসেবা করি, তখন আমি দেখিতে পাই, পূর্ব্বের মত এখন আর তোমার গাঢ়নিদ্রা হয় না, তুমি ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকিয়া উঠ, তুমি থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কর।"

চিন্তাকুলিত মনে অনুপ কহিলেন,—

"প্রিয়ে! তুমি কি শুন নাই, যবনসেনা আমাদের নগরপ্রান্তে আসিয়াছে; শীঘ্রই আমাকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।" গর্ব্বিতস্বরে ক্রীড়া কহিলেন—

"সিংহের সম্মুখে শৃগালদল কতকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিবে? নিশ্চয়ই পামর যবনদের পরাস্ত হইয়া পালাইতে হইবে।"

গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে অনুপ বলিলেন—

"যুদ্ধে কি হইবে পূর্ব্বে তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না। যবনেরা জয়ী হইলেও হইতে পারে;—ঈশ্বর না করুন, যদি সেরূপ ঘটনা হয়! যদি তাহারা নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়! তাহা হইলে তোমাদের দশা কি হইবে? সেই চিন্তায়, সেই ভাবনায়, আজ কয়েক দিন হইতে আমার মন অতিশয় চঞ্চল, অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।"

সদর্পে ক্রীড়া কহিলেন—

"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেই বা ভাবনা কি? বিপদকালে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়, কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিতে হয়, ক্ষত্রকুলকামিনীরা তাহা বিলক্ষণ জানে। নাথ! যবনদের নগর প্রবেশের পূর্ব্বে, আমি খোকাকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে আমাদের পবিত্র পার্ব্বতীয় দুর্ভেদ্য দুর্গাশ্রয়ে গমন করিতে পারিব।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া অনুপ কহিলেন—

"বিপদ সময়ে লোকে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না। সে সময় সকলেই আপন আপন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিবে। তুমি অবলা রমণী, তুমি কি সেইরূপ বিপদের সময়ে, ছেলেটীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে দুর্গাশ্রয়ে যাইতে পারিবে?"

"নাথ! তোমার কোন চিন্তা নাই। স্ত্রীলোকে আপনার প্রাণ দিয়াও সন্তানের প্রাণরক্ষা করিয়া থাকে। আমার দেহে প্রাণ থাকিতে খোকার গায়ে কেহ হাত দিতে পারিবে না। আমি খোকাকে বুকে করিয়া লইয়া নির্ব্বিঘ্নে দুর্গাশ্রয়ে যাইতে পারিব।"

অনুপ পুনর্ব্বার গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে আগ্রহ সহকারে বলিলেন—

"ক্রীড়া! প্রাণাধিকে! যদি তুমি আমাকে চিন্তার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে চাহ, তাহা হইলে এই বেলা ছেলেটীকে লইয়া দুর্গাশ্রয়ে গমন কর। আজ মহারাণা নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন, কাল বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়, করালাদেবীর পূজার পর, উদয়পুরবাসিনী কুলকামিনীগণ তাহাদের সন্তান সন্ততি লইয়া দুর্গাশ্রয়ে গমন করিবে। প্রিয়ে! তুমিও কাল বালকটীকে লইয়া কুলনারীদের সহিত দুর্গাশ্রয়ে যাও, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।"

ক্রীড়ার আয়ত চক্ষুদুটী বারীপূর্ণ হইল। ক্ষুণ্ণস্বরে ক্রীড়া বলিলেন—

"নাথ! আমি তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিব না, কোথাও দুই দণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব না। তুমি কাছে না থাকিলে, আমি দুশ্চিন্তায় পাগল হইয়া যাইব, আমার মন এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিবে না। প্রাণেশ্বর! ক্ষমা কর, আমি যাইব না; আমাকে যাইতে অনুরোধ করিও না।"

সস্নেহবচনে অনুপ বলিলেন—

"প্রিয়ে! আমি তোমার কথার অবাধ্য হইয়া কখন কোন কার্য্য করি নাই, এখনও করিব না; ইচ্ছা না হয় যাইও না।"

এইরূপ কথোপকথনসময়ে অদূরাগত কোন ব্যক্তির অস্পষ্ট পদশব্দ তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। অনুপ বলিলেন,—"বোধ হয় কেহ আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।" ক্রীড়া অঙ্গের বসন যথাস্থানে সংলগ্ন করিলেন, মস্তকোপরি বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া দিলেন। এমন সময়ে জয়শ্রী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রীড়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জয়শ্রীর বসিবার জন্য একখানি আসন পাতিয়া দিলেন; জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দাদা! এস এস।"

অনুপ বলিলেন—"এস ভাই এস! এই আসনে বোসো। সখা! প্রাণের বন্ধু! তোমার ধার আমরা এ জীবনে শুধিতে পারিব না।"

জয়শ্রী আসনে উপবেশন করিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"সখা! তোমাদের স্নেহ, তোমাদের ভালবাসা, আমার প্রাপ্য আসল ও সুদ সমস্তই বহুপূর্ব্বে শোধ দিয়াছে; বরং এখন আমি তোমাদের নিকট ঋণী একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।"

শিশুটী জয়শ্রীকে দেখিয়া, তাঁহার ক্রোড়ে যাইবার নিমিত্ত, ক্রীড়ার ক্রোড় হইতে তাহার ক্ষুদ্র হাত দুখানি বাড়াইতে লাগিল। দেখিয়া হাস্যবদনে ক্রীড়া বলিলেন—

"দাদা! দেখ দেখ, খোকাও তোমাকে এত ভালবাসে যে, তোমাকে দেখিয়াই তোমার কোলে যাইবার নিমিত্ত, ব্যস্ত হইয়া হাত বাড়াইতেছে।"

ক্রীড়ার ক্রোড় হইতে জয়শ্রী বালকটীকে আপন ক্রোড়ে লইলেন, তাহার হাসিভরা মুখ বারংবার চুম্বন করিলেন; গদ্‌গদ-স্বরে বলিলেন—

"ক্রীড়া! আমি জানি না, আমি বলিতে পারি না, আমার সন্তান থাকিলে, তাহাকে ইহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারিতাম কি না। ঈশ্বরের নিকট আমি নিয়ত প্রার্থনা করি, তিনি যেন খোকাকে দীর্ঘজীবী করিয়া তোমাদের সুখী করেন। তোমরা সুখী থাকিলে যে আমি সুখী হইব, বোধ কার সেটী তোমরা বিলক্ষণ জান। ক্রীড়া! আমি এইমাত্র মহারাণার নিকট হইতে আসিতেছি। কাল করালা দেবীর পূজার পর, তিনি তোমাকে বালকটীসহ দুর্গাশ্রয়ে আশ্রয় লইতে আমার দ্বারা অনুরোধ করিয়াছেন। ক্রীড়া! যদি তুমি আমাকে ভ্রাতা বলিয়া, বন্ধু বলিয়া, ভাবিয়া থাক, তবে আমিও অনুরোধ করিতেছি, কাল তুমি খোকাকে লইয়া দুর্গাশ্রয়ে যাইও। আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিও।"

মৃদুস্বরে ক্রীড়া বলিলেন— "তোমাদের ন্যায় দুইজন বীরাগ্রগণ্য বীরের আশ্রয় অপেক্ষা, দুর্গাশ্রয় কি অধিক নিরাপদ?"

উৎকলিকাকুলকণ্ঠে জয়শ্রী কহিলেন—

"শুনিয়াছি, যবনসেনাপতি সহসা আমাদের নগর আক্রমণ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন। তুমি নিকটে থাকিলে তোমাকে ও বালকটীকে নিরাপদে রাখিবার জন্য আমাদের ব্যস্ত থাকিতে হইবে, আমরা দুর্গ বা নগররক্ষা কার্য্যে মনোযোগী হইতে পারিব না।"

ব্যগ্রভাবে অনুপ বলিলেন—

"ভাই! সত্য বলিয়াছ। ক্রীড়া কাছে থাকিলে আমাদের বল বুদ্ধি কিছুই আমাদের আয়ত্বে থাকিবে না। পুত্রটীকে লইয়া ক্রীড়া নিরাপদে আছে না জানিলে, আমরা স্থিরচিত্তে সৈন্যরচনা, সৈন্য-চালনা বা শত্রুব্যূহভেদ প্রভৃতি কোন কার্য্যই করিতে পারিব না।"

"কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া ক্রীড়া কহিলেন—

"মনে করিয়াছিলাম, আমি কাছে থাকিলে তোমাদের বলবিক্রম দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে, তোমরা আমার জন্য ভীত হইবে, রণে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে, তাহা আমি ভাবি নাই!"

ঈষৎ হাসিয়া জয়শ্রী বলিলেন—

"কেবল তোমার জন্য নহে, তোমার বালকটীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, আমাদের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিবে। আমি জানি, মাতৃহৃদয়ে পুত্রস্নেহ জলধীর ন্যায় অতল,—অগাধ। পুত্রকে নিরাপদে রাখিবার জন্য, পুত্রবতী কুলকামিনী স্বল্পকালস্থায়ী স্বামী বা বন্ধুবিরহ অনায়াসেই সহ্য করিতে পারেন।"

ক্রীড়ার হৃদয়ে পুত্রস্নেহ বলবান হইয়া উঠিল; চক্ষে জল আসিল; অঞ্চলে নেত্রজলমার্জ্জন করিয়া, সতেজস্বরে ক্রীড়া বলিলেন—

"এ দাসী তোমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, তোমরা যাহা আজ্ঞা করিবে, যাহা করিতে বলিবে, দাসী তাহাই করিবে। ভাল বুঝিয়া তোমরা যেখানে পাঠাইবে, দাসী সেই থানেই যাইবে।"

প্রফুল্লবদনে জয়শ্রী কহিলেন—

"ভগ্নি! এতক্ষণে আমাদের মন সুস্থির হইল। এতক্ষণে আমরা উদ্বেগ শূন্য নিশ্চিন্ত হইলাম।"

এই সময়ে নগরমধ্যে তূর্য্যধ্বনি হইল। জয়শ্রী বলিলেন—

"সখা! চল; আমরা মহারাণার নিকট গমন করি। মহারাণা মন্ত্রণাগৃহে যাইতেছেন। আগামী কল্যের কার্য্যপ্রণালী অদ্যই মহারাণা স্থির করিবেন।"

চিন্তাকুলিতমনে অনুপ কহিলেন—

"চল; যবনসেনাপতির সহসা নগর আক্রমণের কথা শুনিয়া, আমার মনে বড়ই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে! আমি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছি, আমাদের একজন নাগরীক শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছে। প্রবঞ্চক হিমু নাগরীককে ভয়মৈত্রতা দেখাইয়া আমাদের দুর্গের অবস্থা, দুর্গ প্রবেশের গুপ্তপথের সমাচার সংগ্রহ করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিবেন। যদি নাগরীক বিশ্বাসঘাতক হইয়া পড়ে, যদি আমাদের গুহ্য বিষয় সকল ব্যক্ত করে, তাহাহইলে শঙ্কার বিষয় বটে!"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দুই বন্ধুতে ক্রীড়ার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মন্ত্রণাগৃহাভিমুখে গমন করিলেন। ক্রীড়াও ক্ষুণ্ণমনে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

দেবীপূজা।

দুর্ভেদ্য আরাবলী-পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত মর্ম্মরপ্রস্তর-বিরচিত মহামায়া করালা দেবীর মন্দির। মন্দির সম্মুখে একটী বিস্তৃত নাট্যমণ্ডপ। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পুষ্পকানন ও তরুরাজি সুশোভিত উদ্যান। অদ্য দেবীর পূজা উপলক্ষে উদয়পুরবাসী নরনারীরা অপূর্ব্ব বেশভূষা করিয়া তথায় সমাগত। ধূপ, দীপ, নৈবিদ্য, বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ পূজা উপকরণে দেবমন্দির সজ্জিত। মন্দির সম্মুখে হোম-বেদিকা,

তদুপরি শুষ্ক যজ্ঞকাষ্ঠ ও ঘৃতপূর্ণ কলস সংরক্ষিত। স্নাত, রক্তবস্ত্র পরিহিত পূজক, রক্তচন্দনের তিলকে ললাটদেশ চিত্রিত করিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট। বেলা দ্বিতীয় প্রহর। নিলীম নভোমণ্ডলে সূর্য্যদেব পৃথিবীর সমসূত্রপাতে সমাগত হইয়া, প্রখর কর বর্ষণ করিতেছেন। এমত সময়ে মধুর মৃদঙ্গ, কাংস, করতাল, ডম্ফ, দামামা, কাড়া, ঢক্কা, জয়ঢক্কা, তুরী, ভেরী, চর্চ্চরী, দুন্দুভী, পিনাক প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম হইল। অমাত্য ও পারিষদগণপরিবেষ্টিত হইয়া মহারাণা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাণার আদেশানুসারে পূজক দেবীর পূজা আরম্ভ করিলেন। মন্দিরে ও সম্মুখস্থিত নাট্যমণ্ডপে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তগণ দণ্ডায়মান। এই সময়ে জয়শ্রী ও অনুপ, মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুত্র কোলে করিয়া ক্রীড়া মন্দিরপ্রান্তে কুলকামিনীদের নিকট গমন করিলেন। সেনাপতিদ্বয়কে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সহাস্য বদনে মহারাণা স্বাগতসম্ভাষণ করিলেন। পরে অনুপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আমি মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি দয়া করিয়া তোমার শিশুটাকে দীর্ঘায়ু করুন।"

অবনতবদনে অনুপ বলিলেন—

"মহামায়া কৃপা করিয়া, উদয়পুরবাসী নরনারীর পিতৃ স্থানীয় মহারাণাকে নিরাপদে রাখুন। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে থাকিলেই প্রজামাত্রেই সুখে থাকিবে।"

সহাস্যবদনে রাণা বলিলেন—

"প্রকৃতিপুঞ্জের সুখেই আমার সুখ।" তাহার পর জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দেবীর আশীর্ব্বাদী লইতে সেনাগণ এখনে আসিয়াছে ত?"

জয়শ্রী বলিলেন—

"আজ্ঞা সকলেই আসিয়াছে। তাহারা মন্দির সন্নিহিত উপবন ও উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছে।" পুনর্ব্বার রাণা জিজ্ঞাসিলেন—

"নগর এবং দুর্গ রক্ষার্থ যে সকল সেনা নিযুক্ত আছে, বোধ হয় তাহাদের মধ্যে কেহই দেবীদর্শনে আসে নাই!"

প্রত্যুত্তরে অনুপ কহিলেন—

"দুর্গ এবং নগর রক্ষার্থ আমি দুই সহস্র সেনা নিয়োজিত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। অবশিষ্ট সেনারা এখানে আসিয়াছে।"

দেবীর পূজা সমাপ্ত করিয়া পূজক স্তবপাঠ আরম্ভ করিলেন—

"জয় জয় মহামায়া, করালবদনা,
করালী কপালপ্রিয়া, কালী শিবাসনা।
দনুজদলনী দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী,
পুরাও ভক্তের বাঞ্ছা, সিদ্ধি-প্রদায়িনী।
কলুষনাশিনী করি কৃপাবলোকন,
ভক্ত দত্ত উপহার, কর মা গ্রহণ।
অসুরঘাতিনী তুমি, রুদ্রাণী শিবানী,
দয়াময়ী দাক্ষায়নী, শত্রু-সংহারিণী।
হর হর, হন হন, সংহর যবন,
ভারত উদ্ধার মাতা, দিয়া দরশন।
আদ্যাশক্তি ঘোররূপা, বিকটদশনা,
দল মা যবন দল, অরাতি-দলনা।"

সহসা আকাশমণ্ডল হইতে বিজলীর ন্যায় একটী অগ্নিশিখা হোম বেদীর উপর পতিত হইল। সেই অগ্নিশিখার সংস্পর্শে যজ্ঞকাষ্ঠ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। স্বর্গীয় শিখা বারত্রয় দেবীর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া উর্দ্ধে উঠিল, নিমেষ মধ্যে শূন্যে মিশাইয়া গেল। এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া, সমবেত ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির আবির্ভাব হইল। ভক্তি ও ভয়ে ভক্তগণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, চক্ষু দিয়া ভক্তি অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূজক অমনি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হস্তদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কহিলেন,—"জয় মহামায়া কি জয়, জয় মহারাণা কি জয়।"

মন্দিরস্থিত ভক্তগণ বলিলেন,—"জয় মহামায়া কি জয়, জয় মহারাণা কি জয়।" মন্দিরবহির্ভাগস্থ ব্যক্তিগণ, মন্দিরসন্নিহিত সেনাগণ প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল,—"জয় মহামায়ী কি জয়, জয় মহারাণা কি জয়।" সেই শুভ সময়ে, সেই প্রজ্বলিত অনলে আচার্য্য ঘৃতকুম্ভ ঢালিয়া আহুতি প্রদান করিলেন, রক্তপুষ্প, রক্তমাল্য, রক্তবসন প্রদান করিয়া অনলের পূজা করিলেন। সমুজ্জ্বল প্রদীপ্ত শিখায় হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সেই হোমাগ্নির সহিত রাজপুতহৃদয়ে উৎসাহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মন্দির-মধ্যস্থ, মন্দির-বহির্ভাগস্থ সমবেত ব্যক্তিগণ একত্রে উচ্চৈঃস্বরে আবার বলিয়া উঠিল,—"জয়-মহামায়া কি জয়, জয় মহারাণা কি জয়।" মহারাণাকে সম্বোধন করিয়া সহাস্য বদনে পূজক বলিলেন,—

"মহামায়া সদয় হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। নিশ্চয়ই যবনযুদ্ধে আপনার জয়লাভ হইবে। এক্ষণে অনুমতি করিলে, আমি দক্ষিণান্ত করিয়া পূজা সমাপন করি।"

মহারাণা অনুমতি করিলেন। পূজক পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া দেবীর আরতি করিতে লাগিলেন। নাট্যমণ্ডপস্থ বাদ্যকরেরা নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতে লাগিল। ধূপ ধূনার সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। সমবেত ব্যক্তিগণ ভক্তিভাবে "জয় জয়" শব্দ করিতে লাগিল, সেই জয় শব্দ মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিল। আরতি সমাপন হইলে, সকলেই ষাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিলেন। রাণা ও সেনাপতিদ্বয়ের অসি লইয়া, পূজক দেবীর চরণতলে রাখিলেন, দেবীর ললাটদেশ হইতে সিন্দূর লইয়া অসিগাত্র রঞ্জিত করিলেন; প্রসাদী সিন্দূর লইয়া রাণার ও সেনাপতি-দ্বয়ের কপালে তিলক করিয়া দিলেন, হস্তে বিল্বপত্র প্রদান করিয়া, সৌভাগ্য কামনা করিলেন; অবশেষে অসি প্রত্যর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্রমে অমাত্য, পারিষদ, সেনানায়ক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আশীর্ব্বাদী গ্রহণ করিলেন। শেষে সেনাগণ দলে

দলে আসিয়া দেবীকে দর্শন ও প্রণাম করিল, আশীর্ব্বাদী লইয়া মন্দির হইতে বহির্দ্দেশে গমন কবিল।

রাজপুত্রপ্রদেশের চির প্রচলিত প্রথানুসারে মন্দির হইতে পুরুষ-গণের প্রস্থানের পর, কুলকামিনীরা দেবীর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা ভক্তিভাবে দেবীকে দর্শন ও প্রণামাদি করিলেন, দেবীর প্রসাদী সিন্দুর লইয়া পরস্পর পরস্পরের সীমন্তে প্রদান করিলেন। তৎপরে পূর্ব্বদিনের ঘোষণানুযায়ী কুলকামিনীগণ মন্দির হইতে দুর্গাশ্রয় অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সজলনয়নে ক্রীড়া অনুপের নিকটে আসিয়া ক্রন্দনস্বরে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—

"নাথ! বিদায় দিন। আমি খোকাকে লইয়া—" বাষ্পে ক্রীড়ার কণ্ঠরোধ হইল, তিনি আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না; চক্ষের জলে তাঁহার হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অনুপ উত্তরীয় বসন দিয়া ক্রীড়ার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন, ক্রীড়ার ক্রোড়স্থ বালকের নিষ্কলঙ্ক সুন্দর মুখখানি বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। অনুপেরও চক্ষু কোণে দুই বিন্দু জলকণা আসিল। তিনি হস্তের দ্বারা চক্ষের জল মার্জ্জন করিলেন; বাষ্পাকুলিত ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—

"প্রিয়ে! মহামায়ার কৃপায় তোমাকে অধিক দিন দুর্গাশ্রয়ে থাকিতে হইবে না; অধিক দিন তোমাকে বিরহবেদনা সহ্য করিতে হইবে না। ক্রীড়া! আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ধন তোমার নিকট রহিল;—সাবধানে থাকিবে,—সাবধানে খোকাকে রাখিবে।"

জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া ক্রীড়া বলিলেন—

"দাদা! তোমার প্রাণের বন্ধুকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। তোমার বন্ধুর, আর তোমার প্রাণের নিমিত্ত তুমি আমার নিকট দায়ী থাকিলে। আমার ইহজীবনের সুখস্বচ্ছন্দ এখন তোমার হাতে রহিল।" ক্রীড়া আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না, প্রবল শ্বাসবেগে তাঁহার কণ্ঠাবরোধ হইয়া আসিল। ক্রীড়া গলায় বস্ত্র দিয়া অনুপ ও

জয়শ্রীকে প্রণাম করিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে কুলকামিনীদের সহিত দুর্গাশ্রয় অভিমুখে গমন করিলেন।

মহারাণা মন্দির বহির্ভাগে আগমন করিলেন, সমবেত সেনানায়ক ও সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ, মহামায়া করালাদেবী কৃপা করিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। এখন তোমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সুসজ্জিত হও, যবন নিধনে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।"

সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া জয়শ্রী বলিলেন—

"ভ্রাতৃগণ! বন্ধুগণ! বীরগণ! এ ধর্ম্মযুদ্ধে—যবনযুদ্ধে তোমাদিগকে উৎসাহিত করিতে আমাকে অধিক কথা বলিতে হইবে না; বাগাড়ম্বরের আমি প্রয়োজন দেখিতেছি না। স্বয়ং ধর্ম্মই তোমাদিগকে এই যুদ্ধে উৎসাহিত করিবেন। তোমরা ধর্ম্মবলে বলবান্ হইয়া, আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইবে। পামর যবন আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত, আর আমাদের নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। বন্ধুগণ! যদি আমাদের নগরমধ্যে যবন প্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে একবার ভাবিয়া দেখ, আমাদের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে! নরাধমেরা আমাদের দেবমূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবে, আমাদের পবিত্র দেবমন্দির সকল গোরক্তে অপবিত্র করিবে! মন্দির সকল মস্‌জিদে পরিণত হইবে! ভ্রাতৃগণ! যে পবিত্র স্থানে এখন বেদগান, পুরাণপাঠ হইতেছে, সেই স্থানে বিধর্ম্মীদের কোরান্ পাঠ হইবে! বীরগণ! লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যু যবনেরা একবার নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে! নর-পিশাচেরা আমাদের কুলকামিনীগণের সতীত্ব নষ্ট করিবে! বন্ধুগণ! প্রবঞ্চনাপ্রিয় যবনেরা বলিয়া থাকে, তাহারা আমাদের হিতার্থে এ দেশে আসিয়াছে। তাহারা আমাদের মন হইতে অজ্ঞান-তিমির দূর করিয়া, জ্ঞানালোক দ্বারা আমাদের মনকে আলোকিত করিবে!

আমাদিগকে বিজ্ঞানশাস্ত্র শিখাইয়া আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিবে! কিন্তু ভ্রাতৃগণ! যাহারা স্বয়ং স্বার্থের দাস, যাহারা রিপুগণের অধীন, যাহারা ইন্দ্রিয়দমনে অসমর্থ, যাহাদের হৃদয় পাপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাহারা কিরূপে আমাদের অজ্ঞান দূর করিবে? কিরূপে আমাদের হৃদয়কে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিবে? আত্মীয়গণ! যবনেরা বলে, তাহারা আমাদিগকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবে, দেশীয় বৈরী রাজগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে; আমাদের আর যুদ্ধ করিতে হইবে না, যুদ্ধের কষ্ট বা প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না! তাহারা আমাদের সুখে, সচ্ছন্দে, নিরাপদে রাখিবে! ভ্রাতৃগণ! সাবধান, তাহাদের প্রবঞ্চনায় ভুলিও না। তাহারা চিরবিখ্যাত বীর রাজপুত্রদিগকে ভীরু ও অকর্ম্মণ্য করিতে চাহে! আমাদিগকে পুরুষত্ববিহীন করিয়া, রমণীর ন্যায় পরমুখাপেক্ষী করিতে চাহে! যেরূপ নৃশংস ব্যাধ, পশুগণকে ধৃত করিয়া আপন উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত, অথবা তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া অর্থলাভের নিমিত্ত, আপন গৃহে রাখিয়া পুষ্টিকর আহার দিয়া থাকে; যেরূপে সেই পশুগণকে অপর পশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, যবনেরাও আমাদিগকে সেইরূপে পালন করিতে চাহে; সেইরূপে রক্ষা করিতে চাহে! বন্ধুগণ! যবনেরা বলে, আমরা ধর্ম্মান্ধ, আমরা পৌত্তলিক, আমরা দেবদেবীর প্রতিমা পূজা করিয়া থাকি। কিন্তু ভাই সকল! যাহাদের ধর্ম্ম পরদ্রব্য লুণ্ঠন, পরস্বাপহরণ, পররাজ্যগ্রহণ, সতীর সতীত্বহরণ, নিরীহ বালক বালিকার রক্তে ধরা সিঞ্চন—যাহারা এই সকল ভয়ানক কার্য্যকে অধর্ম্ম বলিয়া, পাপ বলিয়া গণ্য করে না, তাহারা আবার আমাদের ধর্ম্মান্ধ বলে! বন্ধুগণ! কালে কতই দেখিব, কতই শুনিব! কালে শৃগালও সিংহকে শিকার করিতে শিখাইবে! কালে যবনও হিন্দুকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে! বীরগণ! আমি তোমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, একবার যবনেরা ছলে, বলে, কৌশলে আমাদের রাজ্য গ্রহণ করিতে পারিলে, আমাদের গৌরব সূর্য্য অস্তমিত হইবে,

আমাদের বীর নাম একবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে! বন্ধুগণ! যবনেরা আমাদিগকে একবার দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারিলে, সে শৃঙ্খল আর আমরা মোচন করিতে পারিব না, আমাদিগকে চির-দিন যবনের পদতলে পড়িয়া থাকিতে হইবে; যবন পদ সেবা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে! বন্ধুগণ! ভাবিকালে আমাদের পুত্রপৌত্রেরা যবন-সেবা করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিবে না, একমুষ্টি অন্নের জন্য তাহাদের পথে পথে 'হা হা' করিয়া বেড়াইতে হইবে! ভ্রাতৃগণ! ভারতমাতা রত্নগর্ভা, এই ভারত হইতে যবনেরা বার বার প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া নিজদেশে লইয়া গিয়াছে, একমাত্র অর্থের লোভে পুনর্ব্বার ইহারা ভারতে আসিয়াছে; আবার ইহারা ভারত লুণ্ঠন করিয়া, ভারতের অর্থ আপন দেশে লইয়া যাইবে! অধুনা প্রাসাদশূন্য মরুভূমি সম যবনদের বাসস্থান, সময়ে ভারত অর্থে প্রাসাদপূর্ণ অমরাপুরী সদৃশ হইবে। যবনেরা ভারতের ধনে ধনী হইয়া, পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে কাল কাটাইবে! আর আমরা ক্রমে ধনহীন হইয়া পড়িব, আমাদের বংশা-বলী দাসত্বভার বহন করিয়া কলুষিত জীবন কাটাইবে! বন্ধুগণ! আমাদের ভারতসাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্ব্বদেশাপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, শত শত প্রাসাদপূর্ণ, নগর নগরী সুশোভিত, ক্রমে এই ভারত অত্যাচারে অরণ্যে পরিণত হইবে! যে যবনেরা দশ বর্ষ পূর্ব্বে বৃক্ষের বল্কল পরিত, বস্ত্র কাহাকে বলে জানিত না, তাহারাই আবার আমাদের অসভ্য বলিবে! বন্ধুগণ! আমরা এক্ষণে স্বাধীন, আমাদের রাজা স্বজাতীয়, আমরা সকলে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে রাজা করিয়াছি। তিনি আমাদের আর্য্য মুনি ঋষি প্রণীত নিয়মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে-ছেন। কিন্তু যবন রাজা হইলে, তিনি আর আমাদের জাতীয় পুরাতন পবিত্র নিয়ম সকলের প্রতি শ্রদ্ধা করিবেন না। তিনি স্বেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিবেন; আমাদের কোন কথায় কর্ণপাত করিবেন না! ভ্রাতৃগণ! আর্য্যধর্ম্ম অপেক্ষা, সনাতনধর্ম্ম অপেক্ষা, এ

পৃথিবীতে আর পবিত্র ধর্ম্ম নাই। আমাদের মুনিঋষি প্রণীত প্রজাহিত-কর নিয়ম-সকলের ন্যায়, শুভদ হিতকর নিয়ম কুত্রাপি কেহ প্রণয়ন করিতে পারিবে না,—পারে নাই! বীরগণ! তোমরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য, স্বদেশ রক্ষার জন্য, বদ্ধপরিকর হও, দৃঢ়মুষ্টে শাণিত অসি ধারণ কর। বল—"মহামায়ার জয়,—মহারাণার জয়, ভারতের জয়।" একতানস্বরে সমবেতমণ্ডলী বলিল,—"জয় মহামায়ার জয়,—জয় মহারাণার জয়,—জয় ভারতের জয়।" এই জয়শব্দ প্রতি পর্ব্বতশিখরে, প্রতি পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল। এই জয়শব্দ যবনশিবিরে প্রবেশ করিল। পামর যবনেরা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

এমন সময় ওমরাও সিংহ নামক জনৈক সেনানায়ক সেই স্থানে দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"যবন—যবন!"

সবিস্ময়ে মহারাণা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতদূরে?"

প্রত্যুত্তরে ওমরাও সিংহ কহিলেন,—"পর্ব্বতোপরির উচ্চ রক্ষাদ্বার হইতে, আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিতেছি, যবনশিবির হইতে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় সশস্ত্র সেনাগণ এই মন্দির অভিমুখে দৌড়াইয়া আসিতেছে।"

আগ্রহসহকারে জয়শ্রী কহিলেন,—"আমার মতে এখানে যবনদের আসিবার পূর্ব্বে, ঐ অদূরবর্ত্তী বিস্তৃত কঙ্কর-ভূমিতেই পামরদের সহিত সশস্ত্র সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য।"

রাণা কোষ হইতে অসি নিষ্কাসন করিলেন, সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"রাজপুতগণ! তোমরা বীরাগ্রগণ্য, বীরচূড়ামণি! অবশ্যই রণক্ষেত্রে তোমরা সাধ্যমত বীরত্ব দেখাইবে। কিন্তু তোমরা মনে রাখিও, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলে বীর অমরভবনে গমন করিয়া থাকে, অমরত্ব লাভ করিয়া, স্বর্গবাসী হইয়া থাকে; আর যুদ্ধে জয়লাভ

করিলে, স্বদেশের উদ্ধারকর্ত্তা বিজয়ী বীর বলিয়া, ত্রিভুবনে তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। অনুপ! তোমার প্রতি পার্ব্বতীয় পথ সকল রক্ষার ভার। জয়শ্রী! তোমার উপর দাক্ষিণারণ্যের গুপ্তপথ রক্ষার ভার রহিল। আমি স্বয়ং ঐ সম্মুখবর্ত্তী কন্দরভূমি অভিমুখে যাইয়া যবনের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অদ্যকার রণের মূলমন্ত্র—"জয় ধর্ম্মের জয়।" এই কথাগুলি বলিয়া মহারাণা সম্মুখবর্ত্তী কন্দরভূমি অভিমুখে গমন করিলেন। অনুপ ও জয়শ্রী প্রভৃতি সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দিকে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

চিতোরদুর্গ সমীপবর্ত্তী বিস্তীর্ণ গিরিকন্দরের দক্ষিণ দিকে একটী বৃহৎ অরণ্য। সেই অরণ্যমধ্য দিয়া দুর্গপ্রবেশের গুপ্তপথ। সেই পথের সম্মুখে জয়শ্রী ও অনুপ—দুই বন্ধু সশস্ত্র দণ্ডায়মান।

জয়শ্রী বলিলেন—

"সখা! আর বিলম্ব করিও না, পার্ব্বতীয় পথগুলির রক্ষা করিবার ভার তোমার উপর অর্পিত। সেনাদলের সহিত আমি এই স্থানেই থাকিয়া বন ও দুর্গপথ রক্ষা করিব। ভাই! ভরসা করি যুদ্ধান্তে শীঘ্রই আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

ভগ্নস্বরে অনুপ বলিলেন—

"ভাই! হয় ত এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। সখা! আমার একটী কথা—বিদায় হইবার পূর্ব্বে আমার শেষ কথা—" অনুপ

অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না, তাঁহার বক্তব্য শেষ হইল না। তাঁহার কণ্ঠাবরোধ হইল।

সখেদে জয়শ্রী বলিলেন—

"সখা! আমাদের মনের কথা মনই বুঝিতেছে, বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা অসাধ্য।"

"সখা! সত্য,—কিন্তু একটী কথা— ক্রীড়া!

"বল সখা! ক্রীড়ার কথা কি?"

"পরক্ষণেই আমরা শত্রুর সম্মুখীন হইব—"

"হয় জয়, না হয় মৃত্যু।"

"দুজনের মধ্যে একজন জয়ী জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা, একজন পরাজিত পরলোকগত হইবার সম্ভাবনা।"

"অথবা দুই জনেরই জীবন যাইতে পারে।"

"যদি তাই ঘটে—ক্রীড়াকে—তার শিশু সন্তানটীকে, যিনি জগতের পিতা মাতা, তিনিই রক্ষা করিবেন। অনাথ অনাথিনীর রক্ষক, দেশের রাজা,—তিনিই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু সখা! তুমি জীবিত থাকিলে—"

"আমি জীবিত থাকিলে—?"

"শিশুটীর পিতৃস্থানীয় হইয়া তাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিও—দুখিনী, অনাথিনী ক্রীড়াকে সান্ত্বনা করিও——"

অনুপের আয়তলোচন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, বাষ্পে কণ্ঠ অবরোধ হইল; অনুপ নীরব হইলেন।

রুদ্ধকণ্ঠে জয়শ্রী বলিলেন—

"ভাই! বৃথা অমঙ্গল চিন্তাকে কেন হৃদয়ে স্থান দিয়া এরূপ ভগ্নহৃদয়, ভগ্নোৎসাহ হইতেছ?"

"সখা! চিন্তাকে হৃদয় হইতে দূর করিবার নিমিত্ত আমি কত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু চিন্তা—ভয়ানক দুশ্চিন্তা কিছুতেই হৃদয় হইতে যাইতেছে না। ভাবী বিপদুৎপাৎ আশঙ্কা আমার হৃদয়কে আকুলিত

করিয়া তুলিয়াছে। ভাগ্যে যাহাই থাকুক, যাহাই ঘটুক, রণক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে আমি পরাঙ্মুখ হইব না। সখা! সে ভাবনা তুমি করিও না।”

“ভাই! সে কথা তোমাকে বলিতে হইবে না।—সখা! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে ক্রীড়া বা তাহার শিশু সন্তান কখনই কোন কষ্ট পাইবে না। ভাই! এ ধর্ম্মযুদ্ধে আমাদের অবশ্যই জয়লাভ হইবে। দয়াময়ী করালা প্রসন্না, সেনাগণ উৎসাহ পূর্ণ, আমাদের চিন্তার বা ভয়ের কোন কারণই নাই।”

অনুপ আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না; আর অধিক কাল তথায় বিলম্ব করিতে পারিলেন না। আবেগে বন্ধুদ্বয়ে দৃঢ়ালিঙ্গন করিলেন। সাশ্রুনয়নে বন্ধুদ্বয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন। দ্রুতপদে পার্ব্বতীয় পথের দিকে অনুপ গমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধবার্ত্তা।

যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরে একটী বিজন বন। সেই বনমধ্যে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের অন্তরালে জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ রাজপুত ও একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালক উপবিষ্ট। বালকটী বৃদ্ধের পৌত্র। বালকটীকে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—

“এখনও কি রণক্ষেত্র হইতে কেহ ফেরে নাই?”

“না দাদা! কেবল করালাদেবীর মন্দির থেকে একজন দূত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৌড়ে গেল। তার মুখে শুনলেম্ সকল সেনাই যুদ্ধক্ষেত্রে গেছে।”

এই সময় রণক্ষেত্র হইতে ভয়ানক কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল।

ক্রোধে বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সক্রোধে, সদর্পে, উত্তেজিত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন—

"যদি আমার দর্শনশক্তি থাকিত, তাহা হইলে কি আমি এরূপ নিশ্চেষ্টভাবে স্ত্রীলোকের ন্যায় এখানে নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতাম! এতক্ষণে আমি অসি লইয়া রণক্ষেত্রে যাইতাম, প্রাণপণে যুদ্ধ করিতাম, যবন-শোণিতে ধরা সিক্ত করিতাম। যদি আমি বার্দ্ধক্যভারে প্রপীড়িত হইয়া অকর্ম্মণ্য না হইতাম, তাহা হইলে আজ রাজপুত নামের সার্থকতা করিতাম, অসিহস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতাম, আজ নিশ্চয়ই অমরভবনে যাইতে পারিতাম।" বৃদ্ধের শ্রম বোধ হইল। বৃদ্ধ ক্ষণকাল আর কোন কথাই কহিতে পারিলেন না; ক্ষণপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ বনমধ্যে আর কেহ নাই?"

চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বালক বলিল—

"না দাদা! এখানে জনপ্রাণীও নাই।"

বালক কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কেমন দাদা! বাবা যুদ্ধে জয়লাভ করবেন?"

গাম্ভীরভাবে বৃদ্ধ প্রত্যুত্তর করিলেন—

"তোর বাপ অবশ্যই তার কর্ত্তব্য কার্য্য করিবে;—তবে যুদ্ধে জয় পরাজয় ঈশ্বরের হাত। তোর বাপের জন্য আমার কোন চিন্তা নাই, কেবল তোর জন্যই আমার ভাবনা।"

সবিস্ময়ে বালক বলিল,—"কেন দাদা? আমি ত তোমার কাছে রয়েছি, কিসের ভাবনা?"

"যদি যবনসেনা এই বনমধ্যে আসে?"

"তা হলে কি হয়?"

"যদি তারা তোকে দেখিতে পায়?"

"পেলেই বা!"

"তোকে ধরে নিয়ে যাবে।"

"তাকি তারা পারে।—অসম্ভব! তারা ত আর তোমার মত অন্ধ নয়, তাদের ত চোক আছে। তারা যখন দেখবে, তুমি বৃদ্ধ—অন্ধ, আমি তোমার একমাত্র অন্ধের যষ্টি, আমা ভিন্ন তোমার একদণ্ড চলে না; তখন কি আর তারা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে?"

"ভাই! তুই সে পাপিষ্ঠ যবনদের চিনিস্ না। তাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, তাদের অকরণীয় কার্য্য নাই। আমার এই বৃদ্ধাবস্থায়—এই অন্ধাবস্থায়, তুই আমার একমাত্র আশ্রয়—অবলম্বন; নরাধম যবনেরা জানিতে পারিলে, তখনি তোকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে।"

যখন অন্ধ তাঁহার পৌত্রের সহিত এইরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় রণক্ষেত্র হইতে আগ্নেয় অস্ত্রের ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল। ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন—

"ঐ শোন্, রাক্ষসেরা কামান ছুড়িতেছে! বীর রাজপুতদিগকে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় প্রাণে মারিতেছে! বলবিক্রমের দ্বারা, বা অসিচালন কৌশল দ্বারা, যবনেরা কখনই রণে জয়লাভ করিতে পারে নাই। প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ছলনাই তাহাদের বল-বুদ্ধি ভরসা। আঃ! আমার এমনই ইচ্ছা হইতেছে, এখনই রণক্ষেত্রে যাইয়া নরাধমদের নৃশংস কার্য্যের সমুচিত শাস্তি দি। কিন্তু আমার চলিবার ক্ষমতা নাই, আমার দেখিবার শক্তি নাই! ভাই! আয় আমার কাছে আয়! এই ভয়ানক সময়ে আয়, আমরা দুজনে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকি।"

বৃদ্ধ স্থিরভাবে ভূমির উপর বসিলেন, বৃদ্ধের পার্শ্বে বালকও বসিল। দুইজনে ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করিলেন; কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া গদ্গদস্বরে বৃদ্ধ বলিলেন—

"মধুসূদন! তুমি পাপীর নিয়ন্তা; তুমি ধার্ম্মিকের ত্রাতা—রক্ষাকর্ত্তা। নাথ! তুমি দয়া করিয়া মহারাণা—সেনানায়ক—সেনাগণকে রক্ষা না করিলে, তাহারা যবনহস্তে প্রাণ হারাইবে—রাজপুতানা যবন পদতলে দলিত হইবে। দয়াময়! পুরাণে শুনিয়াছি, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয় হইয়া থাকে। মহারাণা ধার্ম্মিক, অবশ্যই

তুমি ধর্ম্মের পক্ষ অবলম্বন করিবে, অবশ্যই তুমি রাণাকে এ সঙ্কটে রক্ষা করিবে, অবশ্যই মহারাণা যবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। যে পক্ষে জনার্দ্দন থাকিবেন, সে পক্ষে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে।”

বৃক্ষমূলে স্থিরভাবে বৃদ্ধ বসিয়া রহিলেন। বালক উঠিয়া দাঁড়াইল, কিয়ৎকাল সম্মুখের দিকে স্থিরনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, ভয়াকুলিত দ্রুতকণ্ঠে বলিল—

“দাদা! দাদা! কতকগুলো সেনা এই দিকে দৌড়ে পালিয়ে আস্‌চে।”

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি—যবনসেনা?”

“না দাদা! রাজপুত।”

সবিস্ময়ে বৃদ্ধ বলিলেন—“কি রাজপুত? রণক্ষেত্র হইতে রাজপুত পলাইয়া আসিতেছে! একথা শুনিয়া বিশ্বাস করা দূরে থাক্, চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস করিতে পারি না। অসম্ভব!—অসম্ভব!”

এমত সময়ে দুইজন রাজপুত সেনা দ্রুতপদে সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের পদশব্দ শুনিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভাই! যুদ্ধের সংবাদ বলিতে পার?”

সেনাদ্বয়ের মধ্যে একজন বলিল—

“আমরা রণক্ষেত্র থেকে এইমাত্র আস্‌ছি। যবনদের গোলা গুলির সামনে আমাদের সেনারা অস্থির হয়ে পড়েছে। নগর আর দুর্গ রক্ষার জন্য যে সকল সেনা নিযুক্ত আছে, আমরা তাদেরই ডাকতে যাচ্চি।”

বৃদ্ধ বলিলেন,—“শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না।”

সেনাদ্বয় দ্রুতপদে দুর্গাভিমুখে গমন করিল।

পুনর্ব্বার বালক একদৃষ্টে সমরক্ষেত্রের দিকে দেখিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ভগ্নকণ্ঠে বলিল—

“দাদা! কতকগুলো সেনা যুদ্ধ করতে করতে এই দিকে—এই বনের দিকে আস্‌চে।”

বালকের বক্তব্য শেষ হইতে না হইতে একজন রাজপুতসেনা সেই স্থানে আসিল। ব্যগ্রভাবে বালক তাহাকে জিজ্ঞাসিল—

"ভাই! যুদ্ধের সংবাদ বল্‌তে পার?" সেনা একবার বালক ও বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"বালক! পালাও, বৃদ্ধকে নিয়ে শীঘ্র পালাও, শীঘ্র দুর্গাশ্রয়ে যাও। আমাদের জয়লাভের আশা নাই। মহারাণা আহত হয়েছেন, সৈনিকগণ ইতস্ততঃ পলায়ন কচ্চেন।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া, সেনা দ্রুতবেগে দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিল। বৃদ্ধ বালককে বলিলেন—

"আমি আপনার প্রাণের জন্য কিছুমাত্র ভীত বা চিন্তিত নহি, কিন্তু তোর প্রাণরক্ষা করিতে হইবে। চল্—আমাকে নিয়ে চল্, দুর্গাশ্রয়ে নিয়ে চল্।"

বৃদ্ধের হস্ত ধরিয়া বালক দ্রুতবেগে দুর্গাশ্রয় অভিমুখে যাইতে লাগিল। বৃদ্ধের নয়ন দিয়া টস্ টস্ করিয়া বারিধারা পড়িতে লাগিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সহসা বৃদ্ধ দাঁড়াইলেন, কাতরকণ্ঠে বালককে কহিলেন—

"কোথায় যাইব? এ স্থান হইতে আমি যাইব না। যদি তোর পিতা রণক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়া থাকে, তবে আমি আর এ পাপদেহ রাখব না; যবনহস্তে আজ এ দেহকে বলিস্বরূপ প্রদান করিব। দাদা! ভাই! তুই যা, তুই দুর্গাশ্রয়ে যা। তুই বই তোর মায়ের আর কেহ নাই, তোর মাকে মা বলিয়া ডাকিতে আর কেহ নাই!"

হতাশ হইয়া একটী বৃক্ষমূলে বৃদ্ধ বসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধের অন্ধ নয়ন দিয়া অজস্রধারে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। বালকও কাঁদিতে লাগিল; সে বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দুঃখে শোকে বালকের ক্ষুদ্র হৃদয় ফাটিবার উপক্রম হইল। সেই সময় আহত রাণাকে লইয়া ওমরাও সিংহ বালকের অদূরবর্ত্তী একটী বৃক্ষতলে আসিলেন; ওমরাওয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কয়েকজন সৈনিকপুরুষও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সবিস্ময়ে, সচকিতনয়নে বালক সৈনিকগণকে দেখিতে লাগিল। ওমরাওকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা বলিলেন—

"এ অতি সামান্য আঘাত। বিশেষ তুমি ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া দিয়াছ, আর রক্ত পড়িতেছে না। আর বিলম্ব করিব না; চল—রণ-ক্ষেত্রে গমন করি। আমি আহত হইয়াছি শুনিলে, সেনাগণ উৎসাহ শূন্য, হতাশ হইয়া পড়িবে, সম্ভবতঃ তাহারা রণক্ষেত্র হইতে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে।"

সবিনয়ে ওমরাও সিংহ বলিলেন—

"প্রভু! আপনি রাজপুতনার চিরপ্রচলিত প্রথা সমস্ত অবগত আছেন। আপনি আহতদেহে রণক্ষেত্রে প্রতিগমন করিলে, যুদ্ধে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।"

ব্যথিতহৃদয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে রাণা বলিলেন—

"ওঃ! কি পরিতাপ! কি কঠোর নিয়ম! সেনাগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, যবনশোণিতে ধরা প্লাবিত করিতেছে; এমন সময় আমি রণক্ষেত্রে থাকিয়া তাহাদের উৎসাহিত করিতে পারিলাম না! একমাত্র তোমাদের অমঙ্গল আশঙ্কায়, ইচ্ছাসত্বেও আমি যুদ্ধস্থলে যাইব না। ওমরাও! আর আমার নিকটে তোমার থাকিবার আবশ্যক নাই; তুমি এই সমস্ত সৈনিকদের লইয়া রণক্ষেত্রে গমন কর, যাহাতে সেনাগণ আমাকে দেখিতে না পাইয়া, উৎসাহশূন্য ভগ্নোদ্যম না হয়, তাহার চেষ্টা কর। আমি নিজের জন্য চিন্তিত নহি, কেবল তোমাদের নিমিত্তই আমার চিন্তা। তোমাদের অশুভ ঘটনার আশঙ্কা না থাকিলে, কখনই আমি নিশ্চেষ্ট থাকিতাম না, কখনই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, পলায়িত সৈনিকের ন্যায়, এরূপ নির্জ্জন স্থানে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

মহারাণার আজ্ঞানুসারে সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে ওমরাও সিংহ রণক্ষেত্র অভিমুখে গমন করিলেন। বালককে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে ওখানে কথা কহিতেছে?"

মহারাণা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একটী বৃক্ষমূলে জনৈক বৃদ্ধ

উপবিষ্ট। বৃদ্ধের নিকট রাণা গমন করিলেন, উদাসভাবে বলিলেন—

"ভাই! নিরাশাসমুদ্রে নিমগ্ন কোন হতভাগ্য।"

"তুমি যুদ্ধের সংবাদ বলিতে পার? শুনিয়াছি মহারাণা আহত হইয়াছেন,—তিনি জীবিত আছেন ত?"

"হাঁ,—এখনও আছেন।"

"তবে কেন তুমি নিরাশাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছ? রাণা জীবিত থাকিতে প্রজাদের নিরাশ হইবার ত কোন কারণ নাই।"

"হাঁ, তা বটে; কিন্তু এ ঘোরবিপদে রাণাকে কে অভয় দিবে? কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে?"

"ধর্ম্মই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। জগদীশই রাণার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। যে রাজা প্রজার ভক্তিদুর্গে বাস করেন, তাঁর আবার বিপদ কি?"

মনে মনে মহারাণা বলিতে লাগিলেন——

"জগদীশ! তোমার অপার মহিমা! ক্ষণপূর্ব্বে আমার ন্যায় হতভাগ্য এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই, এইরূপই আমি স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার ন্যায় ভাগ্যবান লোক জগতে বিরল! যে রাজাকে প্রকৃতিপুঞ্জ এতাদৃশ স্নেহ, ভক্তি করিয়া থাকে, তাহার তুল্য সৌভাগ্যবান রাজা জগতে আর কে আছে!"

সহসা বালক চীৎকার করিয়া উঠিল, ভয়মিশ্রিত দ্রুতকণ্ঠে বলিল—

"দাদা! এই দিকে কতকগুলো যবনসেনা দৌড়ে আস্‌চে। দাদা! কি হবে? কোথা পালাবো?"

বালক প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, বৃদ্ধের হাত ধরিয়া অদূরবর্ত্তী একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের অন্তরালে বৃদ্ধকে লইয়া গেল; সেই বৃক্ষমূলে বৃদ্ধকে উপবেশন করাইল; বৃক্ষের একটী ক্ষুদ্র ডাল ভাঙ্গিয়া যষ্টির মত ধারণ করিয়া, বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। চমকিতভাবে মহারাণা মনে মনে বলিলেন,—"উঃ! আমি নিরস্ত্র! আত্মরক্ষা করিবার ত কোন উপায়ই দেখিতেছি না; একমাত্র উপায়—পলায়ন।

না না, প্রাণ থাকিতে পালাইতে পারিব না! তবে এখন কি করি? আঃ! কি পরিতাপ! একখানা অসি পাইলে, যবনদের দেখাইতাম যে রাজপুতের প্রাণবিনাশ, অথবা রাজপুতকে বন্দী করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে—বড়ই কঠিন কার্য্য।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের জয়।

কতিপয় যবনসেনা সমভিব্যাহারে সেনানায়ক আজীমখাঁ ও গফুর খাঁ সেই বিজন বনে,—যে বৃক্ষমূলে মহারাণা উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহারাণার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাস্যমুখে গফুর খাঁ বলিলেন,—"আমি মহারাণাকে ভালরূপে চিনি, ঐ—উনিই রাণা। আজ আল্লা আমাদের আশা পূর্ণ করিলেন। আজ খোদার কৃপায় আমরা সফলমনোরথ হইলাম।"

চারিদিক হইতে যবনসেনা আসিয়া মহারাণাকে বেষ্টন করিল। সকলেই সশস্ত্র, সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাণা পলায়ন করিবার, বা তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধিসম্বন্ধে কোনরূপ বাধা দিবার চেষ্টা করিলে, তখনই তাহারা রাণাকে বন্দী বা বিনাশ করিবে, এইরূপ ভাবে রাণার চারিদিকে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থির ও গম্ভীরভাবে, গম্ভীরস্বরে রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি চাও?"

আজিম খাঁ বলিলেন—"আমরা তোমাকে যবন সেনাপতির শিবিরে লইয়া যাইতে চাই। যদি আমাদের সঙ্গে সহজে না যাও, আমরা তোমাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইব।"

রাণা বলিলেন,—"বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নাই। আমি স্ব-ইচ্ছায় তোমাদের সহিত যাইতে প্রস্তুত আছি।"

বৃক্ষমূল হইতে রাণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নায়কদ্বয় রাণাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যবনশিবির অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ আর ক্রোধাবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রোধে লজ্জায়, অভিমানে,—সকাতর অথচ ধীর-গম্ভীরস্বরে বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"বালক! আমার জীবনে ধিক! আমার রাজপুত নামে ধিক্! আমি জীবিত থাকিতে, আমার সম্মুখ হইতে যবনসেনা মহারাণাকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল! তুই শীঘ্র আমাকে যবনদের নিকট নিয়ে চল্. তাদের হাত থেকে একখানা তলোয়ার কেড়ে নিয়ে আমার হাতে দিস্। আমি পামর যবনদের এখনই যমসদনে পাঠাইব। এখনই আমি মহারাণাকে যবনের হাত হইতে মুক্ত করিয়া আনিব।"

বৃদ্ধের কথার উত্তর না দিয়া,আবার বালক চীৎকার করিয়া বলিল—
"দাদা! অনেক রাজপুতসেনা এই দিকে দৌড়ে আস্‌চে।"

বালকের মুখে এই শুভসংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধের বদন হইতে বিষাদচিহ্ন অন্তর্হিত হইল। আনন্দে বৃদ্ধের মুখ প্রফুল্ল হইল। আনন্দ সহকারে বৃদ্ধ বলিলেন,—"বোধ হয় রাজপুতসেনা যবনহস্ত হইতে মহারাণাকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে এই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।"

বৃদ্ধের কথা অবসান হইতে না হইতে সহসা বহুসংখ্যক রাজপুতসেনা সেই বনমধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিল; তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ওমরাও সিংহও সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া ওমরাও বলিলেন——

"রে রাজপুত-কুল-কলঙ্ক! তোরা কোথা পালাইয়া যাইতেছিস? ঐ দেখ্, বীর জয়শ্রী এই দিকে আসিতেছেন। তোদের ভয় নাই—তোরা পালাস্‌নি।"

সেনাদল মধ্য হইতে একব্যক্তি বলিল——

"আমরা কামানের মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারবো না, আমরা বৃথা প্রাণ হারাতে পারবো না।"

এমন সময় জয়শ্রী সেনাগণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন——

"রে ভীরু! তোরা রাজপুত নামের যোগ্য নস্! তোরা প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিতেছিস্—তোদের হৃদয়ে অপমানের ভয় নাই! তোদের লজ্জা সরম কিছুই নাই! আমি জীবিত থাকিতে তোরা কখনই রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে পারিবি না। এই আমি বুক পাতিয়া দিতেছি, অগ্রে তোরা এই বক্ষে অসি প্রহার কর্—অগ্রে আমাকে বিনাশ কর্, পশ্চাৎ পলায়ন করিস্। আমি জীবিত থাকিতে, তোদের ভীরু বা কাপুরুষ বলিয়া লোকে নিন্দা করিবে, ঘৃণা করিবে, আমার প্রাণে তাহা সহ্য হইবে না।"

যখন জয়শ্রী এইরূপে সেনাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, সেই সময় বৃদ্ধের নিকট ওমরাও সিংহ গমন করিলেন, বৃদ্ধকে মহারাণার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধের মুখে ওমরাও শুনিলেন,—যবন-হস্তে মহারাণা বন্দী! শত্রুহস্ত হইতে রাণাকে উদ্ধার করিবার জন্য ওমরাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ওমরাওয়ের মুখে বিষাদ ও উদ্বেগের চিহ্ন দেখিয়া, ব্যগ্রতা সহকারে জয়শ্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাণা কোথায়? কৈ তাঁহাকে এখানে দেখিতেছিনা কেন?"

ওমরাওয়ের নয়নকোণে দুই বিন্দু জল আসিল। হাত দিয়া ওমরাও চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন, ক্ষুণ্ণমনে খেদব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন—

"এই বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম, কতকগুলো যবনসেনা এই বনমধ্যে আসিয়া মহারাণাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার অনুমান হয়, রণক্ষেত্র হইতে সহসা যে যবনসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে, এই বনমধ্যে মহারাণা একাকী অবস্থান করিতেছেন, কোন গতিকে সংবাদ পাইয়া, তাহারাই এই খানে আসিয়া মহারাণাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার বোধ হয়, এখনও তাহারা রাণাকে লইয়া অধিক দূর যাইতে পারে নাই।"

এই নিদারুণ সংবাদ জয়শ্রীর হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। শোকে

দুঃখে জয়শ্রীর হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। সবিস্ময়ে, সখেদে জয়শ্রী বলিলেন——

"কি মহারাণা বন্দী! যবনহস্তে বন্দী!—সেনাগণ! তোমরা এই হৃদিবিদারক শোকাবহ সংবাদ শুনিয়া এখনও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"জয়শ্রী! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি দীর্ঘজীবী হও! কি বলিব আমি বৃদ্ধ, আমি অন্ধ, নচেৎ এখনই আমি এই ভীরু রাজপুত-কুল-কলঙ্কদের প্রাণের আশা মিটাইতাম।"

ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া জয়শ্রী বলিলেন——

"শোন্! এই বৃদ্ধ কি বলিতেছেন শোন্! যদি এই বৃদ্ধের ন্যায় তোদের দেহে ক্ষত্র-শোণিতের তেজ থাকিত, তাহা হইলে কখনই তোরা এরূপ নিশ্চেষ্টভাবে জড়ের মত এখনও দাড়াইয়া থাকিতিস্ না। অন্ধ! তুমি কোন চিন্তা করিও না, আমি একাই যাইয়া এখনি রাণাকে যবনহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিব,—যদি না পারি—যবনহস্তে প্রাণত্যাগ করিব।" জয়শ্রীকে একাকী যাইতে উদ্যত দেখিয়া সেনাগণ লজ্জিত হইল, তাহারা সকলেই একেবারে সমস্বরে বলিল—"না, না, আপনাকে একাকী যাইতে হইবে না, আমরা সকলেই আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত।"

জয়শ্রী বলিলেন—"বন্ধুগণ! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। বন্ধুগণ! চল দ্রুতপদে চল! রাণাকে যবনহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে তোমরা কেহই যত্নের ত্রুটী করিও না।"

সেনাগণ সমভিব্যহারে জয়শ্রী ও ওমরাওসিংহ সেই নির্জ্জন বন হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

বালককে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—

"জয়শ্রী প্রকৃত বীর, জয়শ্রী দেবতা!" বৃদ্ধ তাঁহার শীর্ণ হস্ত দুই খানি উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন, উর্দ্ধ মুখ হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—"হে দেবরাজ! অনুগ্রহ করিয়া আজ তোমার অমোঘ অস্ত্র জয়শ্রীকে প্রদান কর। হে আদিত্য! দয়া করিয়া আজ

তোমার প্রখর তেজের দ্বারায় জয়শ্রীকে তেজস্বী কর। আজ তোমাদের আশীর্ব্বাদে যেন জয়শ্রী যবনসেনা সংহার করিয়া, মহারাণাকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। বালক! তুই শীঘ্র একটা উচ্চ স্থানে উঠিয়া আমাকে যুদ্ধের সংবাদ বল্।"

আগ্রহসহকারে বালক বলিল,—

"দাদা! এই সুমুখের পর্ব্বতের উপর একটা খুব উঁচু আশথ গাছ রয়েছে, আমি ঐ গাছটার উপর উঠে তোমাকে সংবাদ দিচ্চি।"

বালক সত্বরে পর্ব্বতোপরিস্থ একটী সমুচ্চ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর আরোহণ করিল। সেই বৃক্ষের উপর হইতে, সেনাগণ সমভিব্যাহারে জয়শ্রী যে দিকে গমন করিয়াছেন, সেই দিকে স্থিরনয়নে দেখিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—

"দাদা! আমি এখান থেকে সব দেখ্তে পাচ্চি। যবনেরা পর্ব্বতের উপর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্চে।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জয়শ্রী কত দূরে?"

বালক বলিল,—"জয়শ্রী যবনদের দিকে দৌড়ে যাচ্চেন। উঃ! ঠিক তীরের মত বেগে দৌড়ে যাচ্চেন। তিনি পেচন দিকে চেয়ে তলোয়ার্ নেড়ে সেনাদের দৌড়ে যেতে ইঙ্গিত কচ্চেন। দাদা! সেনারা হল্লা করে দৌড়েচে।"

এই সময় রণক্ষেত্র হইতে আগ্নেয় অস্ত্রের ভীষণ শব্দ উত্থিত হইয়া চারি দিক কাঁপাইয়া তুলিল। বালক বলিল,—

"দাদা! ধোঁয়ায় আর কিছুই দেখ্তে পাচ্চি না।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—

"ছল আর কল, এই দুইটী যবনদের জয়লাভের প্রধান বল!"

বালক বলিল,—"দাদা! আর ধোঁয়া নাই। বাতাসে ধোঁয়া উড়ে গেছে। দাদা! দুদল সেনা এখন একত্র হয়েছে। সেনাদের তলোয়ার এমনি চলেছে, যেন শত শত বিজলী একত্রে খেলা কচ্চে!"

"তুই কি মহারাণাকে দেখিতে পাইতেছিস্?"

"হাঁ। জয়শ্রী মহারাণার কাছে গেছেন। উঃ! জয়শ্রী এক এক চোটে একএকটা যবনের মাথা উড়িয়ে দিচ্চেন। দাদা!—দাদা! যবনেরা পালাচ্চে। মহারাণা জয়শ্রীর সঙ্গে কোলাকুলি কচ্চেন।"

বৃক্ষোপরি হইতে বালক যখন বৃদ্ধকে এইরূপে জয় সংবাদ দিতেছিল,সেই সময় রণক্ষেত্র হইতে দুন্দুভিধ্বনি হইল। জয়ঢক্কা প্রভৃতি জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল। উচ্চৈঃস্বরে সেনাগণ "জয় ধর্ম্মের জয়—জয় মহারাণার জয়;" ইত্যাদি জয়শব্দ করিতে লাগিল। আবার বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। আবার বৃদ্ধ শীর্ণ হস্ত দুইখানি ঊর্দ্ধে তুলিলেন, গদ্‌গদ বচনে বলিলেন,—

"জগদীশ! এই জয়ঘোষণা আমার ভগ্নহৃদয়ে যেরূপ আনন্দ ঢালিয়া আমাকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এজীবনে এত আনন্দ আর কখনও আমি অনুভব করি নাই। আর কখনও আমার হৃদয় এত উন্মত্ত হয় নাই। দয়াময়! তোমাকে কি বলিয়া,কেমন করিয়া যে আমি ধন্যবাদ প্রদান করিব, তাহা আমি জানি না।—দাদা!—ভাই!—আয় আয়,—কাছে আয়;—আর আমি বসিতে পারিতেছি না।"

এই জয়ঘোষণা তাড়িত শক্তির ন্যায় বৃদ্ধের হৃদয় স্পর্শ করিল, বৃদ্ধের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সহসা বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; পুনর্ব্বার বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। বালক বৃক্ষ হইতে নামিল, দ্রুতপদে পর্ব্বতোপরি হইতে ভূমে নামিল, দৌড়াইয়া বৃদ্ধের নিকট আসিল, বৃদ্ধকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল, আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসিল,—"দাদা!—দাদা! কি হয়েছে? এমন করে কাঁপচো কেন?"

বালকের কণ্ঠ জড়াইয়া গদ্‌গদ বচনে বৃদ্ধ বলিলেন—

"এমন শুভদিন আর আমি দেখিব না, এত আনন্দ এজীবনে আর আমি পাইব না।" বালক আপন উত্তরীয় বসন দিয়া বৃদ্ধকে বাতাস করিতে লাগিল। বালকের ক্রোড়ে বাতুলের ন্যায়, বৃদ্ধ কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে লাগিলেন। যুবাকালে যে সকল যুদ্ধে বৃদ্ধ

জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আনন্দের দিনের, আনন্দের কথা, বৃদ্ধের স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল; বৃদ্ধের অজ্ঞাতে তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে হাস্য ছটা খেলিতে লাগিল। আবার যে সকল বীর, যে সকল বন্ধু, বিপক্ষ সমরে বৃদ্ধের অনুবল হইয়া তাঁহাকে জয়শ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহারা বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের কথা—পূর্ব্বের কথা যখন বৃদ্ধের স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল, বৃদ্ধের অজ্ঞাতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল এই সময় সেনাগণ সমভিব্যাহারে জয়শ্রী ও মহারাণা সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে বৃক্ষমূলে বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন, তাহারই কিছু দূরে একটী বৃক্ষতলে শ্রান্তি নিবারণ জন্য নায়কগণের সহিত মহারাণা উপবেশন করিলেন।

মহারাণা হাসিতেছ, জয়শ্রী হাসিতেছ! আজ তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ, আনন্দে হাসিতেছ। আজ তোমাদের আনন্দের দিন, তাই হাসিতেছ। কিন্তু তোমাদের এ আনন্দ কতক্ষণ থাকিবে? তোমাদের মুখে এই হাস্যছটা কতক্ষণ থাকিবে? তোমরা পরক্ষণে হাসিবে বা কাঁদিবে, তাহা কে বলিতে পারে! আনন্দ, নিরানন্দ; সুখ, দুঃখ প্রকৃতির ক্রীড়ন। মনুষ্য—বালকের অজ্ঞানের ন্যায় সেই ক্রীড়ন লইয়া খেলা করিতেছে! হাঁড়িকুঁড়ী পুঁতুল ভাঙ্গিলেই, হাহা করিয়া মনুষ্য কাঁদিতেছে! আবার নূতন খেলনা পাইয়া, শোক দুঃখ ভুলিয়া আবার হাসিতেছে! অবোধ মনুষ্য! হাস, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কাঁদিয়া লোক হাসাইবার প্রয়োজন নাই। এই অনিত্য সংসারের পার্থিব বিষয়ের জন্য শোক বা দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হর্ষে—বিষাদ।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া হাসিতে হাসিতে মহারাণা বলিলেন—

"জয়শ্রী! আজ তুমি যবনহস্ত হইতে উদয়পুরাধিপতি রাণাকে উদ্ধার করিয়াছ! আজ তুমি উদয়পুরবাসীদের লজ্জা, মান রক্ষা করিয়াছ। আজ সুদ্ধ আমি নাহ, রাজপুত্রমাত্রেই তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইবেন। বিশেষ আমি,—আমার জীবনের জন্য, জীবন অপেক্ষা প্রিয়তম স্বাধীনতার জন্য তোমার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ হইলাম। তোমার এ ঋণ আমি ইহজীবনে শুধিতে পারিব না। তবে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আমার গলার এই মণিময় হার, তোমাকে অর্পণ করিলাম। বন্ধুদত্ত উপহার জ্ঞানে গ্রহণ কর। এই মণিময় হার কণ্ঠে ধারণ কর।"

মহামূল্য মণিময় মুক্তামালা কণ্ঠদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া, স্বহস্তে মহারাণা জয়শ্রীর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। অবনতগ্রীব জয়শ্রী লজ্জাবিজড়িত বিনয়নম্র বচনে বলিলেন—

"আমি এতাদৃশ উচ্চ সম্মান পাইবার যোগ্য কোন কার্য্যই করি নাই। আমি যাহা করিয়াছি, কর্ত্তব্য জ্ঞানেই করিয়াছি। আপনি প্রভু, আমি ভৃত্য;—আপনি রাজা, আমি প্রজা। শত্রুহস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করা, আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। তবে স্নেহবশে আমাকে মহামূল্য মণিময় রত্নহার প্রদান করিলেন, আমিও মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলাম। জগদীশ, আপনাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সামান্য উপলক্ষমাত্র।"

এই সময় বৃদ্ধের দিকে মহারাণার দৃষ্টি পড়িল। রাণা বৃদ্ধের নিকট গমন করিলেন, হাসামুখে হাস্যস্বরে বলিলেন—

"ক্ষত্রবর! ইতিপূর্ব্বে বিপদ সময়ে, যখন আমার হৃদয় নিরাশা-সাগরে ডুবিতেছিল, তখন তুমি আশ্বাস বাক্যে আমার হৃদয়কে উৎসাহিত করিয়াছিলে, আসন্ন মগ্নোন্মুখ হৃদয়তরীকে নিরাশাসাগর হইতে রক্ষা করিয়াছিলে। এস, তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাপিত প্রাণে আনন্দবারি সিঞ্চন করি।"

আনন্দে বৃদ্ধের হৃদয় আবার নাচিয়া উঠিল। মহারাণার সহিত বৃদ্ধ কোলাকুলি করিলেন। ওমরাও সিংহের প্রমুখাৎ জয়শ্রী বৃদ্ধের সবিশেষ পরিচয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। মহারাণাকে সম্বোধন করিয়া জয়শ্রী বলিলেন—

"এই বৃদ্ধ—এই অন্ধ, রাজপুত নামের যথাযোগ্য পাত্র। ইনি প্রকৃত রাজপুত—ইনি প্রকৃত বীর। ইহাঁর পুত্র অমিত সিংহও বীর বলিয়া বিখ্যাত। অদ্যকার রণে অমিত সিংহ অসাধারণ বলবিক্রমের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আপনার সেনাদলের নায়কের পদে নিযুক্ত আছেন; আপনি অনুমতি করিলে আমি তাঁহাকে সহস্র সেনার অধিনায়কের পদ প্রদান করি।"

আনন্দসহকারে মহারাণা বলিলেন—

"আমি তোমার মুখে অমিত সিংহের প্রশংসা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। এরূপ যোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতিতে আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। তুমি অমিতকে উচ্চপদ প্রদান করিবে, সে বিষয়ে আমার আজ্ঞা অপেক্ষা করে না।"

বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা বলিলেন—

"ক্ষত্রবর! আমার একটী অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে?"

আগ্রহ সহকারে বৃদ্ধ বলিলেন,—

"অনুরোধ! আপনার আদেশ আমার শীরোধার্য্য। আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমি প্রাণপণে তাহাই পালন করিব।"

বালকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মহারাণা বলিলেন—

"এই বালকটী আমাকে দিতে হইবে। অস্ত্র ও শাস্ত্র, এই দুই বিদ্যায় আমি বালকটীকে সুশিক্ষিত করিব, ইহার যাহাতে ভবিষ্যতে উন্নতি হয়, তাহা আমি করিব।"

বৃদ্ধের নয়ন দিয়া আবার আনন্দাশ্রু পতিত হইল। কৃতজ্ঞভাবে আনন্দের স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন——

"আপনার এত দয়া, এত অনুগ্রহ না থাকিলে, প্রজারা আপনাকে পিতার ন্যায় স্নেহ ভক্তি করিবে কেন? বালকটী রাজপুত, সুতরাং ও যে দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই আপনার প্রতি-পাল্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। আজ হইতে বালকটী আপনার চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিবে।"

আবেগ সহকারে মহারাণা বলিলেন—

"না না, বালকটী এখনও যেরূপ তোমার নিকট থাকিয়া, তোমার সেবা সুশ্রূষা করিতেছে, পরেও সেইরূপ করিবে, সেইরূপই থাকিবে। কেবল প্রতিদিন প্রাতে আমার নিকটে আসিবে, আমার অমাত্য-পুত্রদিগের সহিত একত্রে শস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিবে, আবার অপরাহ্নে তোমার নিকট যাইবে।"

এই সময় কতিপয় সৈন্যসমভিব্যাহারে অমিত সিংহ মহারাণার নিকটে উপস্থিত হইলেন; অভিবাদন করিয়া অবনতবদনে রাণার সম্মুখে অমিত দাড়াইয়া রহিলেন। জয়শ্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমরা কি সেনাপতি অনুপের নিকট হইতে আসিতেছ?"

অমিত বলিলেন—"আজ্ঞা হাঁ।"

ব্যগ্রতাসহকারে রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন—"যুদ্ধের সংবাদ কি?"

ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে অমিত বলিলেন—"মঙ্গলও নয়—অমঙ্গলও নয়। যবনদের আগ্নেয় অস্ত্রের সম্মুখে প্রথমতঃ আমাদের সেনারা তিষ্ঠাইতে পারে নাই; শ্রেণীভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু সেনাপতি অনুপ সিংহ অকুতোসাহসে যবনসেনার সম্মুখীন হইয়া, বহুসংখ্যক সেনা বিনাশ

করেন, যবনদের অধিকাংশ আগ্নেয় অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া আইসেন, আবার আমাদের সেনাগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। সেনাপতির রণকৌশলে, অসাধারণ বলবিক্রমে রণে আমাদের জয়লাভ হয়। অল্পকাল যুদ্ধের পরেই যবনসেনা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। পলায়িত যবনসেনার অনুসরণ করিয়া সেনাপতি অনেকদূর গমন করেন। তিনি এত দ্রুতবেগে গমন করেন যে, আমাদের কোন সেনানায়ক বা সেনা তাঁহার সহিত যাইতে পারে নাই। যখন যবনেরা দেখিতে পায়, সেনাপতি একাকী তাহাদের অনুসরণ করিতেছেন, তখন তাহারা সহসা চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলে। সেনাপতি একাকী শত শত যবনের শিরশ্ছেদ করেন, কিন্তু——”

অমিত আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়ন দিয়া বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। জয়শ্রীর মুখও ম্লান হইয়া আসিল, তাঁহারও নয়নকোণে জলবিন্দু দেখা দিল। ক্ষুণ্ণমনে, কাতর কণ্ঠে জয়শ্রী জিজ্ঞাসা করিলেন——

“বলিতে বলিতে কিন্তু বলিয়া থামিলে কেন? বল, তাহার পর কি হইল?”

কাঁদিতে কাঁদিতে অমিত বলিলেন——

“বলিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়—বোধ হয়—সেনাপতি শত্রুহস্তে—”

অমিত বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না, বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠ অবরোধ হইয়া গেল। মহারাণার চক্ষে জল আসিল, অতি কষ্টে বিলাপস্বরে তিনি বলিলেন—

“হা জগদীশ! তোমার মনে এই ছিল! হায়! অনুপ যবনহস্তে প্রাণ হারাইল!” জনৈক সৈনিক বলিল—“আমি দূর হইতে সেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ট হইতে ভূতলে পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি।”

দ্বিতীয় সৈনিক বলিল—“আমি দেখিয়াছি, সেনাপতি তখনি আবার অশ্বপৃষ্টে আরোহণ করিয়া, যবনদের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। উঃ! বলিব কি, তিনি আপন হস্তে বোধকরি আজ সহস্রা-

ধিক যবনসেনা বিনাশ করিয়াছেন। কিন্তু একাকী—কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন! বহুসংখ্যক যবনসেনা আসিয়া তাঁহাকে চারি দিক দিয়া ঘেরিয়া ফেলিল, তাঁহার হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লইল। তাহার পর কি হইয়াছে, আমি বলিতে পারি না।”

কিঞ্চিৎকাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মহারাণা বলিলেন—

“যদি অনুপ আজ শত্রুহস্তে হত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের এ জয়লাভ বৃথা হইল। হায়! আমাদের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল!” কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া মহারাণা বলিলেন,—“যাহার অদৃষ্টে যাহা আছে, অবশ্য তাহাই হইবে, অদৃষ্টের লিপি কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না; আর বৃথা চিন্তা করিয়া কাল ক্ষেপণের প্রয়োজন নাই। চল, আমরা নগরমধ্যে গমন করি, নাগরিক ও কুলকামিনীদিগকে চিন্তার হস্ত হইতে মুক্ত করি। অনুপ শত্রুহস্তে বন্দী—জীবিত; বা আহত—মৃত, অদ্যই যবনশিবিরে দূত প্রেরণ করিয়া, এই সংবাদ জানিতে হইবে।”

জয়শ্রীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রুধারা পড়িতেছিল। তিনি মহারাণার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, উত্তরীয় দিয়া অশ্রুজল মার্জ্জন করিলেন; মনে মনে বলিলেন,—“এ নিদারুণ সংবাদ ক্রীড়াকে কে দিবে? এই শোচনীয় সংবাদ শুনিয়া ক্রীড়া প্রাণে বাঁচিবে না, সে নিশ্চয়ই অনুপের সহমৃতা হইবে!”

অগ্রে সেনাগণ, পশ্চাৎ নায়কগণ পরিবৃত হইয়া জয়শ্রীর সহিত মহারাণা নগরাভিমুখে গমন করিলেন। বালকও বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপন গৃহ অভিমুখে গমন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পতি-বন্দী।

দুর্গাশ্রয়ের একটী প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে কতকগুলি উদয়পুরবাসিনী কুলকামিনী সমবেতা। সকলেই যুদ্ধসংবাদ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা, কখন তাঁহারা প্রকোষ্ঠে বসিয়া একমনে ঈশ্বরের নিকট আপন আপন পতিপুত্রের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, কখনও বা তাঁহারা যুদ্ধসংবাদ জানিবার জন্য অস্থির হইয়া দুর্গাশ্রয়ের প্রাঙ্গণে দৌড়াইয়া আসিতেছেন। এমন সময় জনৈক সেনা দুর্গাশ্রয়ে প্রবেশ করিল। অমনি রমণীগণ তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই একেবারে তাহাকে যুদ্ধবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেনা বলিল,— 'অনেকক্ষণ হলো, আমি রণক্ষেত্র থেকে এসেছি। আমি মহারাণাকে আহত, সেনাদের শ্রেণীভঙ্গ ভগ্নোদ্যম দেখে এসেছি। এতক্ষণ কি হয়েছে, বল্‌তে পারি না।"

এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া রমণীগণ কাঁদিয়া উঠিলেন, তাঁহাদের ক্রন্দন শব্দে দুর্গাশ্রয় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই সময় আর একজন সেনা দুর্গাশ্রয়ে দৌড়াইয়া আসিল। কামিনীগণ উৎকলিত নয়নে সেনার দিকে চাহিয়া রহিলেন; এবার সাহস করিয়া কেহ তাহাকে যুদ্ধসংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। সেনা বলিল,— "জননীগণ! যুদ্ধে মহারাণা জয়লাভ করিয়াছেন। এই শুভ সংবাদ সত্বর আপনাদের জ্ঞাত করাইবার জন্য, মহারাণা আমাকে অগ্রে এই খানে পাঠাইয়া দিলেন। সেনাসহ মহারাণা নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে-ছেন, বোধ করি তিনি স্বয়ং এখানে আসিয়া আপনাদের গৃহ গমনের আজ্ঞা প্রদান করিবেন।" এই শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া সেনা তথা হইতে স্বীয় গৃহাভিমুখে গমন করিল। কামিনীগণের হৃদয় আনন্দে

মাতিয়া উঠিল। তাঁহাদের মুখমণ্ডল হইতে বিষাদরেখা বিদূরিত হইল। তাঁহাদের আস্যে আবার হাস্যছটা খেলিতে লাগিল। এই সময় অদূরবর্ত্তী দুন্দুভিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল; ক্রমে কোলাহল মিশ্রিত জয়ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মহারাণা আগতপ্রায় জানিয়া, রমণীগণ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া রাণাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দুর্গাশ্রয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাণা দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, কুলকামিনীগণ হুলাহুলি দিয়া, শঙ্খধ্বনি করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। কুমারী কন্যারা মহারাণা ও জয়শ্রীর উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাণা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও একটী সুসজ্জিত গৃহে সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন। সমভিব্যাহারিগণ সিংহাসনের উভয় পার্শ্বস্থ আসন পরিগ্রহ করিলেন। জনৈক বর্ষীয়সী মহারাণার সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—

"আপনি আহত হইয়াছেন, এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া, আমরা বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া মহারাণা বলিলেন—

"সে সামান্য আঘাত। ক্ষতস্থান বন্ধন করিবামাত্র রক্তপাত নিবারণ হইয়াছিল। অদ্য মহামায়ার অনুগ্রহে যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনারা স্বচ্ছন্দে আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিতে পারেন।

জনতার মধ্য দিয়া পুত্রটীকে ক্রোড়ে করিয়া,ক্রীড়া জয়শ্রীর নিকটে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জয়শ্রী দূর হইতে ক্রীড়াকে দেখিতে পাইলেন; দেখিবামাত্র তাঁহার মুখমণ্ডল বিষাদবারিদে সমাচ্ছন্ন হইল; শোকে তাঁহার চিত্ত বিকল হইয়া উঠিল; চক্ষুদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া ছল ছল করিতে লাগিল।

ক্রীড়া জয়শ্রীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, উৎকণ্ঠিত মনে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা! তোমার বন্ধু কোথায়? তোমার সঙ্গে তাঁকে এখানে দেখিতেছি না কেন?"

ক্রীড়ার প্রশ্নের উত্তর জয়শ্রী দিতে পারিলেন না। তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন ও চক্ষুকোণ-সংলগ্ন বারিবিন্দু হস্তদ্বারা মোচন করিলেন! জয়শ্রীর তাদৃশ ভাব দেখিয়া, জয়শ্রীর ম্লান বিষণ্ণ-বদন দেখিয়া, ক্রীড়ার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, ক্রোড়স্থ শিশুটী গুরুভার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাণার পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রীড়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"রাজন্! আপনার সেনাপতি—আমার পতি কোথায়?"

ক্রীড়া আপনার ক্রোড় হইতে শিশুটীকে লইয়া রাণার চরণতলে রাখিলেন, কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই শিশুর পিতা কোথায়? শীঘ্র বলুন তিনি কোথায়?"

মহারাণাও ক্রীড়ার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনিও ক্রীড়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাণা মুখ ফিরাইয়া মনে মনে বলিলেন,—"কি পরিতাপ! এমন আনন্দের সময় অরূপ নিকটে নাই!"

আবার ক্রীড়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কোথায়? তাঁর আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?" ক্ষণেক ক্রীড়া নীরব। চক্ষের জলে তাঁহার পরিধেয় বসন আর্দ্র হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভগ্নকণ্ঠে ক্রীড়া বলিলেন—

"আমি বুঝিয়াছি আমার কপাল পুড়িয়াছে! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন!"

মহারাণা বলিলেন,—"না, না। মহামায়া কখনই এরূপ অমঙ্গল ঘটনা করিবেন না।"

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ক্রীড়া বলিলেন—

"পিতঃ! আর আমায় কষ্ট দিবেন না। বলুন, তিনি জীবিত—বা মৃত! দয়া করিয়া বলুন, এই শিশু পিতৃহীন—অনাথ কি না?"

ভগ্নস্বরে মহারাণা কহিলেন—

"বাছা! তোমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয়ে বড়ই বেদনা

লাগিতেছে। এখনও তাঁহাকে পাইবার আশা আছে। বাছা! সংসার আশার দাস, তুমি সেই আশাপথ অবলম্বন করিয়া কিছুকাল ধৈর্য্য ধারণ কর, কিছুকাল অপেক্ষা কর।"

জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া ক্রীড়া বলিলেন,—

"দাদা! তুমি সত্যবাদী। তুমি কখনও মিথ্যা কথা কহ না। বল,—তোমার বন্ধু কোথায়?"

"তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই নাই।" জয়শ্রীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল; তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া ক্রীড়া বলিলেন—

"দেখিতে পাও নাই! আমি ত একথার ভাব অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দাদা! যদি আমার কপাল পুড়িয়া থাকে, তবে আর বৃথা আশা দিয়া আমার কষ্ট বাড়াইবেন না। দাদা! তোমার পায়ে পড়ি—বল, তোমার বন্ধু জীবিত বা—মৃত!"

জয়শ্রী বলিলেন,—"মৃত, এমন কথা আমি বলিতে পারিব না। ক্রীড়া! তুমি জান, আমি মিথ্যা কথা প্রাণান্তেও কহি না।"

ক্রীড়া বলিলেন,—"তবে এখনও আশা আছে। এখনও আমি দুর্ভগা হই নাই।" ক্রীড়া স্বীয় হস্তে বালকের ক্ষুদ্র হাত দুখানি ধরিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন; বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"খোকা! তোর পিতার নিরাপদের নিমিত্ত একবার পরমপিতার নিকট প্রার্থনা কর। তোর অবাক প্রার্থনা, অবশ্যই তাঁর কর্ণে প্রবেশ করিবে, তোর ন্যায় শিশুর প্রার্থনা অবশ্যই তিনি পূর্ণ করিবেন।"

সখেদে জয়শ্রী বলিলেন,—

"আমার অনুভব হয়, অনুপ যবনহস্তে বন্দী হইয়াছেন।"

"কি! শত্রুহস্তে বন্দী! তবে তিনি এতক্ষণে যবনহস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন! অভাগিনী ক্রীড়াকে অনাথিনী করিয়া ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন।" ক্রীড়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রীড়াকে কাঁদিতে দেখিয়া, বালকটীও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আবেগের সহিত মহারাণা বলিলেন,—"বাছা! কেন তুমি আশা ভরসা শূন্য হইতেছ? আমি এখনই যবনশিবিরে দূত প্রেরণ করিব। লোভপরায়ণ যবনসেনাপতি প্রচুর অর্থ পাইলেই অনুপকে মুক্ত করিয়া দিবেন। যবন, যদি আমার ভাণ্ডারের সমস্ত ধনরত্ন চাহেন, আমি অকাতরে অনুপের জন্য প্রদান করিব। আমি অনুপের জন্য ভাণ্ডার—রাজকোষ শূন্য করিব। যে কোন উপায়ে হউক, আমি অনুপকে মুক্ত করিয়া আনিব।"

আগ্রহসহকারে বৃদ্ধা বলিলেন—"অনুপকে উদ্ধার করিতে যদি আমাদের গায়ের সমস্ত অলঙ্কার দিতে হয়, আমরা অকাতরে দিব। আমরা অনুপের জন্য হাসিতে হাসিতে গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিব।"

মহারাণা বলিলেন,—"না না; আমার ভাণ্ডারে ধন থাকিতে তোমাদের গাত্রের অলঙ্কার খুলিতে হইবে না। আমি জানি, উদয়পুর বাসী আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অনুপকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিয়া থাকে; অনুপের জন্য আবশ্যক হইলে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইতেও কষ্ট বোধ করিবে না।"

মহারাণার চরণ ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রীড়া বলিলেন—

"আমার একটী প্রার্থনা আপনি রক্ষা করুন। দূতের সহিত আমাকে যবনশিবিরে যাইবার অনুমতি প্রদান করুন। আমার গমনে আপনি বাধা দিবেন না; আমি আর এক দণ্ড তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে প্রাণে বাঁচিব না।"

আশ্বাসবাক্যে রাণা বলিলেন,—"বাছা! তুমি পতিপ্রাণা—সাধ্বী—সতী। পতির জন্য অনায়াসে তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কিন্তু তোমার কোলের শিশুটীর দিকে একবার চাহিয়া দেখ, উহার মুখ চাহিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর। পতিসেবার ন্যায় পুত্রের লালনপালনও স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কার্য্য—পরম ধর্ম্ম। বিশেষ পামর যবনশিবিরে তুমি গমন করিলে, বিপরীত ফল ফলিবে।

তাহারা তোমাকে, তোমার শিশুটীকে দেখিতে পাইলে, বন্দী করিয়া রাখিবে। বাছা! এমন কাজ কদাচ করিও না। তুমি যবনশিবিরে যাইলে, তোমার পতির উদ্ধার হইবে না। তোমার অনুপকে আমি শীঘ্রই তোমাকে আনিয়া দিব।” জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া রাণা বলিলেন,—“আর এখানে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। চল, আমরা দেবীদর্শন করিয়া সভায় গমন করি। অদ্যই যবনশিবিরে দূত পাঠাইতে হইবে, এখনই তাহারই আয়োজন করিতে হইবে।” ক্রীড়াকে সম্বোধন করিয়া আবার রাণা বলিলেন,—“বাছা! যবনশিবির হইতে যে পর্য্যন্ত দূত ফিরিয়া না আইসে, সে পর্য্যন্ত এইখানে অবস্থান কর, অন্য কোথাও যাইও না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অনুপের ন্যায় স্বদেশবৎসল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির কখনই অমঙ্গল ঘটিবে না।”

পারিষদ্গণের সহিত মহারাণা করালাদেবীর মন্দির অভিমুখে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে কুলকামিনীগণ আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুহৃদয়ে বৃথা বেদনা।

আরাবলী গিরিকন্দরমধ্যে শাল-তাল-তমাল পিয়াল প্রভৃতি তরুরাজি-সুশোভিত, বিহগকুল কূজিত একটী মনোহর কানন। সেই কাননমধ্যে শিশুসন্তানটীকে ক্রোড়ে করিয়া বনদেবীর ন্যায় ক্রীড়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন; যেন কাহারও অনুসন্ধান করিতেছেন; কিন্তু দেখা পাইতেছেন না। ক্রীড়া উন্মাদিনীর ন্যায় অস্থিরা, সচকিত নয়না, যাইতে যাইতে ক্রীড়া এক একবার এক একটী বৃক্ষতলে দাঁড়াইতেছেন;

কি যেন ভাবিতেছেন, আবার সে বৃক্ষতল হইতে অন্য বৃক্ষতলে যাইতে-ছেন। সহসা শিশুটীর উপর ক্রীড়ার দৃষ্টি পতিত হইল। মায়ের মুখ দেখিয়া বালক হাসিল। বালককে সম্বোধন করিয়া ক্রীড়া বলিলেন—

"খোকা! তুই কিছুই জানিতে পারিতেছিস না। তুই হাঁসিতে-ছিস—খেলিতেছিস! কে জানে—কে বলিতে পারে, তোর অদৃষ্টে কি আছে?"

কাননের যে দিকে, যে স্থলে ক্রীড়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, এই সময় জয়শ্রী সেই খানে দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সস্নেহবচনে ক্রীড়াকে বলিলেন—

"তুমি আমাকে এখানে আসিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলে, তোমার আদেশমত আমি আসিয়াছি।"

ক্রীড়ার কর্ণে জয়শ্রীর কথা প্রবেশ করিল না। ক্রোড়স্থ বালকের দিকে চাহিয়া ক্রীড়া বলিলেন—

"খোকা! তোর বাপ কি বেঁচে আছেন? তোকে কি তাঁর মনে আছে? হায়! যদি আমার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, যদি তাঁর—যবনের হাতে—প্রাণ—; উঃ! তাহলে তোর দশা কি হইবে! তুই—পিতৃ হীন, তুই অনাথ—"

ক্রীড়ার কথায় বাধা দিয়া জয়শ্রী বলিলেন—

"জয়শ্রী জীবিত থাকিতে তোমার সন্তানটী কখনই অনাথ হইবে না।"

জয়শ্রীর কথা এবারেও ক্রীড়ার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রীড়া বলিলেন,—"খোকা! তুই পিতৃহীন হইলে, তোকে মাতৃহীনও হইতে হইবে! তোর পিতার বিরহে তোর অভা-গিনী মা প্রাণে বাঁচিবে না; এজগতে তোকে আপনার বলিতে কেহই থাকিবে না।"

বিষাদব্যঞ্জকস্বরে জয়শ্রী বলিলেন—

"ক্রীড়া! খোকাকে লালনপালন করিবার জন্য তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে, যখন আমি বন্ধুর নিকট হইতে বিদায়

গ্রহণ করি, তখন তিনি তোমার আর খোকার কথা, যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, মন দিয়া শুন।"

ব্যস্ত হইয়া ক্রীড়া বলিলেন—

"বল, বল, শীঘ্র বল। তিনি খোকার ও আমার বিষয়ে তোমাকে কি বলিয়াছিলেন বল? সেই ভয়ানক সময়ে তাঁর কি খোকাকে—এ দাসীকে মনে পড়িয়াছিল?"

সখেদে জয়শ্রী বলিলেন—

"সেই সময়ে তোমাদের চিন্তা ভিন্ন, অন্য কোন চিন্তা সখার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তোমাদের ভাবনাতেই তিনি সে সময়ে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। খোকাকে আর তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করেন; তোমাদের প্রতিপালন করিবার জন্য,আমাকে প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ করেন। সখার সহিত সেই শেষ সাক্ষাৎ সময়ে তিনি আমাকে বলেন,——"যদি আমার মৃত্যু হয়,তাহা হইলে তুমি আমার পুত্রের পিতৃস্থানীয় হইয়া———"

জয়শ্রীর চক্ষে জল আসিল, কণ্ঠ অবরোধ হইল। তিনি অবশিষ্ট কথা বলিতে পারিলেন না। সবিস্ময়ে ক্রীড়া বলিলেন—

"একি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! আমি কি জ্ঞান হারাইয়াছি! উঃ! আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে, আমার মস্তক ঘুরিতেছে! আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি;—প্রাণেশ! তুমি প্রবঞ্চনাপাশে বদ্ধ হইয়া, কাল্পনিক, মৌখিক মিত্রতায় ভুলিয়া প্রাণ হারাইয়াছ! জয়শ্রী! আমি তোমার পাপহৃদয়ে পাপভাব বুঝিয়াছি। তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে, কিন্তু তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। তুমি সেই অবধি, তোমার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবসর খুঁজিতেছিলে——"

ঘৃণা ও দুঃখে জয়শ্রীর হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর-স্বরে ক্রীড়ার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"ক্রীড়া! সহসা তোমার হৃদয়ে এরূপ জঘন্য, এরূপ কুৎসিত ভাবের উদয় হইল কেন?"

ক্রোধে ক্রীড়ার চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিল। গর্ব্বিতভাবে কর্কশ-স্বরে ক্রীড়া বলিলেন—

"আর আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না, আর তোমার মুখ দেখিতে চাহি না। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমারই ছলনায় ভুলিয়া, প্রাণেশ এই বিপদজালে আবদ্ধ হইয়াছেন। তুমি কৌশল করিয়া তাঁহাকে যবনসেনার অনুসরণে পাঠাইয়াছিলে। একাকী তিনি কতক্ষণ পঙ্গপাল যবনসেনার সহিত যুদ্ধ করিবেন! তিনি নিরস্ত্র হইলেন, তিনি যবনহস্তে বন্দী হইলেন! দূর হইতে তুমি সকলই দেখিলে! সেই সঙ্কটে তিনি "সখা—সখা!" বলিয়া তোমাকে কতই ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি শুনিয়াও শুন নাই, তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার কোন যত্নই কর নাই! তুমি মনে মনে হাসিলে, ভাবিলে অভীষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কার হইল!"

"হে অন্তর্য্যামিন্! আমার হৃদয়ের ভাব তোমার অবিদিত নাই; এজগতে তোমার অগোচর কিছুই নাই! নাথ! কি বলিয়া, কি করিয়া যে আমি ক্রীড়ার ভ্রম দূর করিব, তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ক্রীড়া! তুমি অবলা, অজ্ঞান; তোমাকে বুঝাইলে তুমি বুঝিবে না; কিন্তু তোমার বাক্যযন্ত্রণা আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না! এই অসি দিতেছি, ধর—অসি ধর, এই অসি দিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ কর? এ নরকযন্ত্রণা হইতে আমাকে মুক্ত কর?" জয়শ্রীর কণ্ঠাবরোধ হইল, তিনি নীরব হইলেন।

রোষাবেগে ক্রীড়া বলিলেন—

"না, না। তোমার পাপদেহ লইয়া তুমি জীবিত থাক, জীবিত থাকিয়া অচরিতার্থ পাপপ্রবৃত্তির নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাক! কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ক্রীড়া—সতী,—ক্রীড়া—পতিপ্রাণা। ক্রীড়া পতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না, জানিবেও না! ক্রীড়া পতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে স্বপ্নেও কখনও ভাবে নাই, ভাবিবেও না! প্রাণনাথের মৃত্যু সংবাদ যে মুহূর্ত্তে শুনিব, সেই মুহূর্ত্তেই এ পাপদেহ

আমি পরিত্যাগ করিব! তোমার অভিলাষ কখনই পূর্ণ হইবে না, এই বালকের পিতৃস্থানীয় কখনই তুমি হইতে পারিবে না!"

করুণস্বরে জয়শ্রী কহিলেন—

"আমি তোমার পতির বন্ধু, তোমার ভ্রাতা; সেই সূত্রেই আমি তোমার পুত্রের রক্ষক—তোমারও রক্ষক।"

রোষকষায়িত লোচনে ক্রীড়া বলিলেন—

"জগদীশ আমাদের রক্ষক! তিনিই অনাথ, অনাথিনীর রক্ষক!" ক্রোড়স্থ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া ক্রীড়া কহিলেন—"খোকা! তোকে কোলে করিয়া আমি যবনশিবিরে যাইব। যবনেরা পাপিষ্ঠ হইলেও তাহারা মনুষ্য! তারা তোর চখের জল দেখিলে, তোর মত অনাথ বালককে পিতার জন্য কাঁদিতে দেখিলে, অবশ্যই তাদের হৃদয়ে দয়া হইবে, কখনই তাহারা অনাথ, অনাথিনীর উপর অত্যাচার করিবে না! সতীর পতি উদ্দেশে—অনাথ অপগণ্ড বালকের পিতৃ উদ্দেশে তাহারা কখনই ব্যাঘাত দিবে না! যবনশিবির তুচ্ছ! যদি পতির উদ্দেশে আমাকে রাক্ষসের মুখে যাইতে হয়, আমি নির্ভয়ে যাইব!"

উন্মাদিনীর ন্যায় আপন মনে কত কি বলিতে বলিতে, ক্রীড়া সেই স্থান হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। সখেদে জয়শ্রী মনে মনে বলিলেন—

"ক্রীড়া! তুমি পতিবিরহে জ্ঞান হারাইয়াছ, তুমি অজ্ঞান। যদি তুমি আমার হৃদয় দেখিতে পাইতে, যদি তুমি আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে কখনই তুমি এরূপ কুৎসিত কদর্য্য বাক্য আমাকে বলিতে না। কখনই তোমার হৃদয়ে এরূপ অদ্ভুত কল্পনার উদয় হইত না। যাহাহউক, এখন যাহাতে তুমি বিপদে পতিত না হও, সর্ব্বাগ্রে তাহারই উপায় আমাকে করিতে হইবে। পরে সখাকে—তোমার পতিকে উদ্ধার করিতে হইবে। যদি যবনহস্ত হইতে বন্ধুকে মুক্ত করিতে আমার প্রাণ যায়, তাহাতেও আমি দুঃখিত হইব না; কিন্তু বন্ধু বিহনে এ শূন্যদেহ কখনই আমি

রাখিব না। ক্রীড়া! যদি কখন বন্ধুকে উদ্ধার করিয়া, তোমাকে আনিয়া দিতে পারি, তখন বুঝিবে, তখন তুমি জানিবে, জয়শ্রীর মিত্রতা মৌখিক—কাল্পনিক, বা অকপট—স্বার্থশূন্য!"

বিবিধ চিন্তায় জয়শ্রীর হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, দ্রুতবেগে কানন হইতে নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দুঃখের উপর সুখ।

যবনসেনাপতি স্বীয় শিবিরে সমাসীন। তাহার মুখ ম্লান, বিষণ্ণ, তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"সম্প্রতি জয়লক্ষ্মী রাজপুত্রদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন, আমার অধঃপতনই এখন তাঁহার অভিপ্রেত; কিন্তু পতনের পূর্ব্বে আমি প্রতিশোধ পিপাসা মিটাইব, রাজপুতরক্তে সে পিপাসা নিবারণ করিব।" চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, নীরব হইয়া হিমু চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দুই ব্যক্তির বাদানুবাদের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিতভাবে সেনাপতি দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন ইলা শিবির দ্বারে। ইলা গজেন্দ্রগমনে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রুদ্ধস্বরে হিমু বলিলেন,—"দ্বাররক্ষকেরা কোথায়? তাহারা কাহার আজ্ঞায় তোমাকে এখানে আসিতে দিল?"

"তোমার দ্বারবানেরা তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছে; আমি নিষেধ না শুনিলে, তাহারা কি করিবে?"

"তুমি এখানে এসময়ে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ?"

"আসিয়াছি দেখিতে, পরাজিত সেনাপতি কি ভাবে, কিরূপ অবস্থায় আছেন। কিন্তু দেখিয়া সুখী হইলাম না। তুমি এখনও মনোস্থির করিতে পার নাই। এখনও ধৈর্য্যধারণ করিতে পার নাই।"

"শত্রু জয়লাভ করিয়াছে! আমি পরাজিত, অপমানিত! আমাকে কি আনন্দিত, আহ্লাদিত দেখিবে মনে করিয়া আসিয়াছ? উঃ! একা অনুপ আজ আমার বিশ হাজার সেনা বিনাশ করিয়াছে! ক্রোধে, দুঃখে আমার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে।"

"না; তোমাকে আহ্লাদিত দেখিব মনে করিয়া আসি নাই। যেরূপ ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির পর, প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে; আমি মনে করিয়াছিলাম যুদ্ধের পর, তুমিও সেইরূপ শান্ত ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছ। কাহারও ভাগ্যে সুখদুঃখ চিরস্থায়ী থাকে না। যুদ্ধে জয় বা পরাজয়, দুইয়ের মধ্যে একটা হইয়াই থাকে। যে বীর, সে পরাজয়ে হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হয় না; স্থিরচিত্তে আবার কিরূপে জয়লাভ হইবে, তাহারই উপায় চিন্তা করিয়া থাকে।"

"যদি তোমার মত আমার সেনারা বুঝিত, যদি তারা পরাজয়ে ভগ্নোদ্যম না হইত—"

"তাহা হইলে সেনাপতি চিতোর জয় করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।"

"না; অনুপ রাজপুতদের সেনাপতি থাকিতে, আমার সে আশা পূর্ণ হইবে না।"

"যে অনুপের জন্য তোমার চিরবাঞ্ছিত আশা পূর্ণ হইতেছে না, সেই অনুপ প্রকৃত বীর কি না, তাহাই দেখিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। পথিমধ্যে দেখিলাম, সেনারা অনুপ সিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তোমার শিবিরের দিকে আনিতেছে। আমি সেই শুভ সংবাদ তোমাকে দিবার জন্য, দ্বাররক্ষকদের নিষেধ না শুনিয়া এখানে আসিয়াছি।"

এই শুভসংবাদ শুনিয়া সেনাপতির মুখমণ্ডলে আনন্দচিহ্ন বিভাসিত হইল। তাঁহার বিষণ্ণবদনে আবার হাস্যছটা দেখা দিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কি—কি? অনুপ বন্দী! ইলা! তোমার মুখে এই শুভসংবাদ শুনিয়া, আজ দিল্লী-সিংহাসন লাভের অনুরূপ আনন্দ অনুভব করিলাম। কি বলিলে—অনুপ বন্দী? অনুপ আমার আয়ত্বাধীন! আঃ! আজ যে আমি কতই প্রীতি-লাভ করিলাম, তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আজ হইতে রাজপুতদের জয়লাভের আশা শেষ হইল। আজ হইতে রাজপুত গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইল। জয়,—এখন আমার এই হস্তের মধ্যে।"

সেনাপতির কথা শুনিয়া লজ্জায়, ঘৃণায় ইলার সুন্দর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে ইলা বলিলেন—

"তোমার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া আমি হৃদয়ে ব্যথা পাইলাম। বড়ই দুঃখিত, বড়ই লজ্জিত হইলাম। আমি দেখিতেছি, তুমি যাহার বলবিক্রম দেখিয়া ভয় পাইয়া থাক, যিনি বন্দী শুনিয়া তোমার হৃদয়ে জয় আশা পুনর্দীপ্ত হইয়াছে, এখন সেই অনুপকে দেখিবার জন্য তোমার মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যই তুমি এখন কি বলিতে কি বলিতেছ।"

ইলার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সেনাপতি দ্বাররক্ষকদিগকে আহ্বান করিলেন। দ্বারপালগণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রহরী-দিগকে সম্বোধন করিয়া সেনাপতি বলিলেন,—"তোমাদের মধ্যে একজন গফুর খাঁর নিকট যাইয়া তাহাকে বল, বন্দী রাজপুত-সেনাপতিকে দরবারমণ্ডপে লইয়া যায়। আমি শীঘ্রই তথায় যাই-তেছি।" "যো হুকুম" বলিয়া দ্বাররক্ষকগণ শিবিরমধ্য হইতে প্রস্থান করিল।

যবনসেনাপতিকে ইলা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি রাজপুতসেনাপতিকে কি দণ্ড দিবে অভিপ্রায় করিয়াছ"?

ব্যগ্রতাসহকারে সেনাপতি বলিলেন—

"প্রাণদণ্ড ;—যখন তাকে হাতে পাইয়াছি, তখন আর ছাড়িব না। তবে একেবারে প্রাণে মারিব না ; দিন দিন তিল তিল করিয়া, তাহার জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষ করিব।"

"ছি, ছি! কি ঘৃণার কথা! কি লজ্জার কথা! তুমি এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিলে, জগতে ঘুষিবে যে, যবনসেনাপতি অনুপকে আপন আয়ত্বে না পাইলে, তাহার প্রাণবিনাশ না করিলে, তিনি কথনই জয়লাভ করিতে পারিতেন না।"

"লোকের কথায় আমার কি হইবে! আমি তার প্রাণবধে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছি।"

ইলার হৃদয়ে যুগপৎ ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হইল। তিনি ক্রোধ-ভরে বলিলেন—"তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই তুমি করিতে পার, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে রাজপুতসেনাপতির দেহ হইতে একবিন্দু রক্তপাত করিবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তোমার সহিত আমারও সম্বন্ধ ঘুচিবে।"

সবিস্ময়ে সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অনুপের প্রাণের জন্য তুমি এত উতলা হইয়াছ কেন? অনুপ তোমার অপরিচিত, তাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার জীবনে বা মরণে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই।"

"তা নাই সত্য, কিন্তু তোমার সুযশঃ ও সুখ্যাতির সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। লোকে তোমার নিন্দা করিলে, তোমার কুযশঃ কীর্ত্তন করিলে, আমি সহ্য করিতে পারিব না। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা আর থাকিবে না। আমার হৃদয় কিরূপ পদার্থে গঠিত তাহা তুমি এখন জানিবে।"

রোষভরে সেনাপতি কহিলেন—

"আমারও হৃদয় কিরূপ উপকরণে গঠিত, তাহাও তুমি জানিবে। আমার হৃদয়ে কাহারও উপর ঘৃণা, ঈর্ষা বা ক্রোধের উদয় হইলে, যতক্ষণ আমি তাহার হৃদয়ের শোণিত পান করিতে না পারি, ততক্ষণ

আমার হৃদয় শান্তি লাভ করে না; ততক্ষণ প্রতিশোধ পিপাসা নিবৃত্তি হয় না।”

সেনাপতি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঈষৎ গম্ভীরস্বরে ইলাকে বলিলেন—

যদি রাজপুতসেনাপতির বিচার দেখিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার সহিত তুমি দরবারমণ্ডপে যাইতে পার।”

ইলা বলিলেন,—“আমি তাঁহাকে দেখিব বলিয়াই এখানে আসিয়াছিলাম। সেনাপতির ন্যায় বিচার দেখিতে, তিনি না বলিলেও আমি আপনি যাইতাম।”

সেনাপতি ইলার কথার আর কোন উত্তর দিলেন না। সেনাগণ সহ তাঁহারা দুইজনে দরবারমণ্ডপ অভিমুখে গমন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

দরবারমণ্ডপের একপ্রান্তে একটী সমুচ্চ কাষ্ঠের মঞ্চ। সেই মঞ্চের উপর কারুকার্য্যবিশিষ্ট লাল মখমলের মস্‌লন্দ। মস্‌লন্দের পশ্চাদ্ভাগে একটী লাল মখমলের আবরণযুক্ত বৃহৎ তাকিয়া। মস্‌লন্দের দুই পার্শ্বে দুইটী রক্তিমবর্ণের আবরণাবৃত ক্ষুদ্র উপাধান। সম্মুখে সুবর্ণের আতরদান, সুবর্ণের গোলাপপাশ, সুবর্ণের পানদান। মস্‌লন্দের বামভাগে সুবর্ণের আলবোলা। আলবোলার শীরদেশে সুবাসিত তামাকুপূর্ণ একটী রজত নির্ম্মিত বৃহৎ কলিকা, তদুপরি কতকগুলি জলন্ত গুল। তাম্রকূটের সুবাসে দরবারমণ্ডপ আমোদিত।

মস্‌নদের দুই দিকে দুইটী সুন্দর সুবেশ বালক ময়ূরপুচ্ছের চামরহস্তে দণ্ডায়মান। মঞ্চের নিম্নে, উভয় পার্শ্বের আসনোপরি অমাত্য, পারিষদ্ ও প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ উপবিষ্ট। মণ্ডপের দ্বার হইতে সেনাপতির আসন পর্য্যন্ত একখানি রক্তিমবর্ণের চিত্র বিচিত্র গালিচা বিস্তারিত। গালিচার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ সশস্ত্র সেনাগণ দণ্ডায়মান। মণ্ডপদ্বারে নকিব, চোপদার, বরকন্দাজ, প্রহরী প্রভৃতি ভৃত্যেরা আসা, সোঁটা, বল্লম ইত্যাদি নবাবী রেসালাহস্তে সচকিত নয়নে সেনাপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

ইলার হস্তধারণ করিয়া সেনাপতি দরবারমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সেনাগণ অসি উত্তোলন করিয়া সামরিক প্রথানুসারে সম্মান প্রদর্শন করিল। মণ্ডপমধ্যস্থ ব্যক্তিমাত্রেই দণ্ডায়মান হইয়া সেনাপতিকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট আসনোপরি সেনাপতি উপবেশন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ইলা আসন পরিগ্রহ করিলেন। এই সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুপ সিংহকে লইয়া কতকগুলি সেনা মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিল। অনুপকে সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গস্বরে সেনাপতি বলিলেন—

"আজ রাজপুতসেনাপতির পদার্পণে আমার শিবির পবিত্র হইল। অনেক দিন হইতে তোমার সহিত কথোপকথন করিতে পারি নাই। সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা কহিতে পারি নাই। কেমন ভাল আছ ত? আমি দেখিতেছি তুমি ভালই আছ। তোমার হৃষ্টপুষ্ট দেহ, তুমি ভাল আছ—সুখে আছ বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। ভাল,—জিজ্ঞাসা করি, যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয়ানক চিন্তার মধ্যে থাকিয়া, কিরূপে তুমি এরূপ স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছ?"

ধীর গম্ভীরস্বরে অনুপ প্রত্যুত্তর করিলেন—

"আমি কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা বলিলে তোমার কোন উপকার দর্শিবে না। সহস্র যুদ্ধ-বিগ্রহের চিন্তা থাকিলেও, যদি কাহারও হৃদয় নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক থাকে, তাহা হইলে,

সে অনায়াসে শান্তিসুখ,—সন্তোষসুখ ভোগ করিতে পারে। মনে সুখ থাকিলে, দেহও স্বচ্ছন্দে থাকে।

গ্রীবা হেলাইয়া সেনাপতি বলিলেন—

"তুমি কি আমার সহিত ব্যঙ্গ করিতেছ?"

পশ্চাৎ হইতে সুন্দরী ইলা মধুরস্বরে বলিলেন—

"বন্দী তোমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া সেনাপতি অনুপকে বলিলেন—

"আমি শুনিয়াছি তোমার বিবাহ হইয়াছে। অল্প দিন হইল তোমার একটী সুন্দর পুত্রসন্তান হইয়াছে। অবশ্যই বালকটী দীর্ঘজীবী হইয়া, তার পিতামাতার গুণগ্রামের অধিকারী হইবে!"

অধোবদনে অনুপ বলিলেন—

"ঈশ্বর করুন সে যেন দীর্ঘজীবী হইয়া তার মাতার গুণগ্রামের অধিকারী হয়, কিন্তু তার পিতার—না হয়। তার পিতা, সৈনিকপদে প্রবেশ করিয়া অনেক অত্যাচার, অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। ঈশ্বর করুন, তাহাকে যেন সেরূপ কার্য্য শিখিতে বা করিতে না হয়।"

ব্যঙ্গস্বরে সেনাপতি বলিলেন—

"আহা! তোমার ছেলেটীর জন্য আমার বড়ই দুঃখবোধ হইতেছে। কল্য সূর্য্য উদয় হইলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। বালকটি পিতৃহীন—অনাথ হইবে। অনুপ! তোমার মৃত্যুকাল আমি অবধারিত করিয়া দিলাম।"

পশ্চাৎ হইতে সুন্দরী ইলা বলিলেন—

"মানবজীবনের সীমা অবধারিত করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।"

ক্রোধভরে সেনাপতি বলিলেন—

"ইলা! বন্দীর প্রতি কি দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইল, তাহা তুমি শুনিলে; এখন আর তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আপন শিবিরে গমন কর।"

সদর্পে, সগর্ব্বে ইলা বলিলেন—

"না, আমি এখন এখান হইতে যাইব না। সেনাপতির রাগ দেখিয়া তাঁহার অধীন সেনাগণ ভয় পাইবে,—আমি ভয় পাইব না।"

মৃদুস্বরে অনুপ বলিলেন —

"বেগম সাহেব! আপনি সেনাপতির নিকট আমার নিমিত্ত আর বৃথা বাক্য ব্যয় করিবেন না। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হস্তে শিকার পড়িলে, সে তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করে না।"

সরোষে সেনাপতি কহিলেন—

"তুই বিশ্বাসঘাতক! তুই গুরুদ্রোহী! প্রাণদণ্ডও তোর গুরু পাপের সমুচিত শাস্তি নহে।"

সদর্পে অনুপ উত্তর করিলেন—

"আমি এই দুই পাপের কোন পাপে পাপী নহি।"

আবার সক্রোধে সেনাপতি বলিলেন—

"কি! তুই পাপী নস্! তোকে যে অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছিল,—যে তোর অন্নদাতা; তোকে যে শস্ত্র-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিল,—যে তোর শিক্ষাদাতা; তুই তার পক্ষ ত্যাগ করিয়া, এখন তার বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিস্,—তুই তার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিস্। যদি তুই বিশ্বাসঘাতক, গুরুদ্রোহী না হোস্, তবে বিশ্বাসঘাতক, গুরুদ্রোহী জগতে আর কেহই নাই।"

ধীর ও গম্ভীরস্বরে অনুপ বলিলেন—

"আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, তুমি আমার অন্নদাতা, তুমি আমার শিক্ষাদাতা—শিক্ষাগুরু। তোমাকে পিতার তুল্য ভাবিয়া, গুরু ভাবিয়া যাবজ্জীবন ভক্তি করিব ও মান্য করিব। কিন্তু পিতা বা গুরু যদি লোভ পরবশ হইয়া, পরদ্রব্য অপহরণ করেন; যদি তিনি হৃদয় হইতে মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দেন; যদি তিনি মনুষ্য হইয়া রাক্ষসের ন্যায় কার্য্য করেন; যদি তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য, ধর্ম্মভীরু শিষ্য বা পুত্রকে পরিত্যাগ করেন; তাহা হইলে কি শিষ্য বা পুত্র গুরুত্যাগ—পিতৃত্যাগ পাপে পাপী হইবে? আমি তোমাকে পাপপথ হইতে ফিরিতে

বলিয়াছিলাম, হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম; তোমাকে অনেক বুঝাইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বুঝিলে না আমার কথা শুনিলে না। যখন আমি দেখিলাম, তুমি পাপপথ হইতে ফিরিবে না, তুমি অত্যাচার করিতে ছাড়িবে না; তখন আমি স্বদেশ রাজপুতানার, আমার স্বজাতি রাজপুত্রদের পক্ষ অবলম্বন করি। এখন আমাকে বিশ্বাসঘাতক বা গুরুদ্রোহী বলিবার তোমার কোন কারণ নাই, কোন অধিকার নাই।"

ব্যঙ্গ করিয়া সেনাপতি বলিলেন—

"কিন্তু তোমার বিচার করিবার, তোমাকে শাস্তি দিবার অধিকার আমার এখনও আছে।"

ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে অনুপ কহিলেন—

"বিচার! যবনের নিকট ন্যায় বিচার অর্থশূন্য বৃথা বাক্য মাত্র! যিনি বিচারপতি, তিনি আমার পরম শত্রু। তিনি বিচারের পূর্ব্বেই আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন।"

বজ্রগম্ভীরস্বরে অনুপ আবার বলিলেন—

"আমার বিচারকর্ত্তা স্বর্গে। একদিন যাঁহার নিকট সকলেরই পাপপুণ্যের বিচার হইবে।"

উদাসভাবে সেনাপতি বলিলেন—

"তোমার আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা বলিতে পার। আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি।"

প্রত্যুত্তরে অনুপ কহিলেন—

"সাধু রামানুজ স্বামী এখানে উপস্থিত থাকিলে, আমি পাপী কি না, দোষী কি না, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া, তোমার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারিতেন।"

হাসিতে হাসিতে সেনাপতি বলিলেন—

"সে বৃদ্ধ বাতুল, আর এখন আমাদের নিকট থাকে না। সে আমাদের ছাউনি ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

রোষভরে ইলা বলিলেন—

"স্বামীকে যে বাতুল বলে, সে নিজে বাতুল। স্বামীজীর ন্যায় ন্যায়পরায়ণ পবিত্র চরিত্রের লোক, আমি চক্ষে কখনও দেখি নাই।"

সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া অনুপ বলিলেন—

"আমি নির্দ্দোষী প্রমাণ করিতে তোমার নিকট যাহা বলিব, তাহা অরণ্যে রোদন করার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। তবে লোকে পাছে আমাকে সত্যই দোষী বলিয়া মনে করে, সেই জন্য গুটীকতক কথা তোমাকে বলিব। সেনাপতি! আমি নির্দ্দোষী—আমি তোমার নিকট কখনও কোন দোষ বা অপরাধ করি নাই। যবন অত্যাচার জনিত রাজপুত্রপ্রদেশের যে সমস্ত ক্ষেত্র মরুভূমির ন্যায় পতিত ছিল, যদি সেই সকল স্থানকে উর্ব্বরা শস্যপূর্ণা হাস্যময়ী ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত করায়; যদি কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য সকলকে ফলপুষ্প শোভিত উদ্যানে পরিণত করায়; যদি ব্যাঘ্র ভল্লুক ভয়াকুলিত গিরিকন্দরকে দরিদ্র কৃষকগণের আবাস ভবনে পরিণত করায়; যদি বিপথগামী রাজপুতদের শ্রমজীবী ধর্ম্মভীরু কৃষকে পরিণত করায়; যদি রাজপুতানাকে অত্যাচারী যবনহস্ত হইতে রক্ষা করায়; আমি পাপী বলিয়া তোমার বিবেচনা হয়,—যদি এই সমস্ত কার্য্যকে—দোষের কার্য্য—পাপকার্য্য বলিয়া তোমার বিবেচনা হয়,—তাহা হইলে আমি দোষী ও পাপী!"

অনুপ নীরব হইলেন, আর অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন না।

ধীরে ধীরে মধুরস্বরে ইলা কহিলেন—

"ধন্য রাজপুতসেনাপতি! তুমিই প্রকৃত বীর!"

ইলা যবনসেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"তুমি এরূপ স্বদেশবল্লভ বীরকে মৃত্যুভয় দেখাইয়া কেবল তোমার পাপপূর্ণ কলুষিত হৃদয়ের পরিচয় দিতেছ। কেবল তোমার হিংসা ও দ্বেষ জর্জ্জরিত নীচ মনের পরিচয় দিতেছ।"

ইলার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, অনুপকে সম্বোধনপূর্ব্বক সেনাপতি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"তুমি আপন দোষ ক্ষালন করিবার জন্য যে সকল কথা বলিলে, এই সকল কথা বৃদ্ধ স্বামী শুনিলে, তিনি তোমায় এতক্ষণ কোলে করিয়া নাচিতেন। তোমাকে দেবতাসম ভাবিয়া তোমার গুণসমূহের কতই ব্যাখ্যা করিতেন। তোমার দেশহিতকর কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা-বাদ করিতেন। কিন্তু আমার নিকট তোমার এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কোন ফল দর্শিবে না। বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া তুমি আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। তুমি যাহা বলিলে, তাহার দ্বারা তোমার বিশ্বাস-ঘাতকতা, তোমার গুরুদ্রোহিতা অপরাধ ক্ষালন হইল না; বরং তুমি যে এই উভয় পাপে পাপী—অপরাধী তাহা তোমার নিজ মুখের কথাতেই সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইল। তুই কেবল আমার শত্রু নস্, তুই যবনসম্রাটেরও শত্রু! তুই গুরুদ্রোহী—তুই রাজদ্রোহী! তোর ন্যায় পাপীর মরণই মঙ্গল। তোর ন্যায় পাপীর পাপভার হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করাই কর্ত্তব্য। কল্য সূর্য্য উদয় হইলেই তোর প্রাণদণ্ড হইবে। পৃথিবী একটা গুরুভার হইতে মুক্ত হইবে।"

যবনসেনাপতির এই অসঙ্গত কথাগুলি ইলার প্রাণে সহ্য হইল না। সক্রোধে সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া ইলা বলিলেন—

"তুমি বিদ্রোহী বলিয়া রাজপুত-সেনাপতিকে বৃথা অপরাধী করিও না। অনুপসিংহ তোমার নিজের শত্রু হইতে পারেন। যদি তুমি আপনাকে বীর বলিয়া জগতে পরিচয় দিতে চাহ, তবে প্রকৃত বীরের ন্যায় কার্য্য কর। অনুপের বন্ধন মোচন করিয়া দাও। অনুপের হস্তে অসি প্রদান কর। উভয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ কর—"

ইলার কথায় বাধা দিয়া সক্রোধে কর্কশস্বরে সেনাপতি বলিলেন—

"ইলা! তুমি অনধিকারচর্চ্চা করিও না। রাজকীয়কার্য্য-সম্বন্ধে আমি স্ত্রীলোকের কথা শুনিতে চাহি না। বিদ্রোহীর অনুকূলে আমি কাহারও কোন কথা শুনিব না। কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিব না। গাফুর! বন্দীকে কারাগারে লইয়া যাও। ইহার বিচার সমাপ্ত—দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।"

ব্যঙ্গস্বরে অনুপ বলিলেন—

"কল্য প্রাতেই যে তুমি আমার প্রাণদণ্ড করিবে, সেজন্য আমি তোমাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি।" ইলাকে সম্বোধন করিয়া অনুপ বলিলেন, "বেগমসাহেব! আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তুমি হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছ। সেনাপতির নিকট আমার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছ। তোমার দয়ার, তোমার সাহসের জন্য, আমি তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু এ যবনশিবির তোমার বাসযোগ্য স্থান নহে। যদি তুমি রাজপুত-কুলকামিনীদিগের সহিত বাস করিতে, তাহা হইলে তুমি মনের সুখে থাকিতে পারিতে। রাজপুত-বীরাঙ্গনারা তোমার ন্যায় রমণীরত্নকে কণ্ঠমালা করিয়া হৃদয়ে রাখিত; তাহারা তোমার গুণ বুঝিত। তোমাকে আদর করিত। তোমাকে হৃদয় খুলিয়া প্রাণভরিয়া ভালবাসিত।"

উপহাস করিয়া সেনাপতি কহিলেন--

"হাঁ, আমি রাজপুতকামিনীদিগের নিকট, বিশেষ তোমার স্ত্রীর নিকট শীঘ্রই সুন্দরী ইলাকে তোমার মৃত্যু সংবাদ দিতে পাঠাইব।"

ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে অনুপ বলিলেন—

"নরাধম! নরদেহধারী রাক্ষস!"

সেনাপতি সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—

"এতদূর আস্পর্দ্ধা!—কাল প্রাতে যার প্রাণ যাইবে তার—"

সেনাপতির কথায় বাধা দিয়া অনুপ বলিলেন—

"কাল প্রাতে আমি প্রাণ হারাইলে, আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রাজপুত্রপ্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই চক্ষে জল আসিবে, সকলেই আমার জন্য কাঁদিবে। কিন্তু তোমার জীবনের শেষ দিনে, তোমার মৃত্যু-দিনে কেহই তোমার নিকট আসিবে না। তোমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কেহই দুঃখ করিবে না, কেহই তোমার জন্য বিন্দুমাত্রও অশ্রু ফেলিবে না; বরং সকলেই সুখী, সকলেই আহ্লাদিত হইবে। অত্যাচারপীড়িত ব্যক্তিগণের অভিসম্পাতভার লইয়া, তোমাকে

ঈশ্বরের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। সেনাপতি! তোমার জীবনের সেই শেষ দিনের ভাবনা একবার ভাবিয়া দেখ?"

অলক্ষিতে সেনাপতির ইঙ্গিতে, সেনাগণ অনুপকে আর একটী কথাও কহিতে দিল না। তাহারা বলপূর্ব্বক অনুপকে দরবারমণ্ডপ হইতে বাহির করিয়া আনিল। সদর্পে অনুপকে লইয়া কারাগারাভিমুখে গমন করিল। সভাস্থ সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া আনন্দ সহকারে সেনাপতি বলিলেন—

"সায়ংকাল উপস্থিত। তোমারা এখন আপন আপন শিবিরে গমন করিয়া অদ্যকার যুদ্ধজনিত শ্রান্তি নিবারণ কর। কল্য প্রাতে পুনর্ব্বার চিতোর আক্রমণের পরামর্শ করা যাইবে। যখন অনুপ আমাদের আয়ত্বে আসিয়াছে, তখন সহজেই চিতোর আমাদের হস্তগত হইবে।"

ইলাকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতি দরবারমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণও আপন আপন বস্ত্রাবাস অভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

যবনসেনাপতির শিবিরের একটী কক্ষমধ্যে পর্য্যঙ্কোপরি ইলা সমাসীনা। তাঁহার পূর্ণ শশীসম মুখপ্রভা বিষাদবারিদ সমাচ্ছন্না। অনুপের প্রতি যবনসেনাপতির অন্যায় আচরণ দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় পরিতাপ অনলে দগ্ধ হইতেছিল। সেনাপতিও সেই পর্য্যঙ্কের এক পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন, সহসা ইলার দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল; দেখিলেন ইলা সজল নয়না। সোহাগের সহিত ইলাকে সম্বোধন করিয়া সেনাপতি বলিলেন—

"ইলা! যে ব্যক্তি আমার শত্রু, সে তোমারও শত্রু। শত্রুর জন্য তুমি এত দুঃখিত কেন? প্রিয়ে! শত্রুকে হাতে পাইলে কে কোথায় ছাড়িয়া থাকে?"

অবনতগ্রীবা ইলা মধুরস্বরে বলিলেন—

"সে ব্যক্তি এখন বন্দী। তুমি এখন মনে করিলে তাহাকে মারিতে পার, রাখিতে পার। যখন তাহার জীবন ও মরণ তোমার ইচ্ছার অধীন, তখন তাহাকে আর শত্রু বলিয়া তোমার মনে করা উচিত নহে। লোকে তোমাকে বীর বলিয়া জানে, সেই বীর নাম রক্ষার জন্য, তোমার বীরোচিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।"

ইলা মস্তক তুলিলেন, বঙ্কিমনয়নে সেনাপতির প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া আবার বলিলেন--

"তুমি আমাকে পূর্ব্বে কতবার বলিয়াছিলে যে, আমাকে সন্তুষ্ট করিবার, সুখী করিবার জন্য, যদি যুদ্ধে জয়লাভ আশা, রাজ্যলাভ আশা পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও তুমি অকাতরে করিবে। কিন্তু এখন আমি দেখিতেছি সে কেবল কথার কথা, এখন আর সে সকল কথা তোমার মনেও নাই; মনে থাকিলে, অবশ্যই তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে। সেনাপতি! তুমি জান, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা অতল জলধীর ন্যায় অগাধ, অপ্রমেয়। আমি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায়, স্বামীর চরণসেবা করিয়া প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ভালবাসি না। আমি ঘরকন্নার কাজ লইয়া গৃহিনী হইতে চাহি না। আমি ছোট ছোট বালক বালিকার অর্থশূন্য কথা শুনিয়া, সুখানুভব করিতে পারি না। আমি খ্যাতি প্রতিপত্তি বিহীন সামান্য মনুষ্যের মুখ দেখিতে পারি না। আমি তোমাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে ভালবাসি নাই। তোমাকে বীরাগ্রগণ্য দেবসম ভাবিয়া ভালবাসিয়াছি। তোমাকে দেবতাজ্ঞানে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রণয় উপহারে পূজা করিয়াছি। তোমার যশঃ, তোমার সুখ্যাতি আমার কর্ণে বীণার মিষ্ট স্বরের অপেক্ষা মধুর

বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তোমার যশোকীর্ত্তন শুনিলে, আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া থাকে—”

ইলার কথায় বাধা দিয়া সেনাপতি বলিলেন—

“ইলা! তুমি নরলোকে দেবী! স্বর্গীয় সুরবালার প্রণয়ের ন্যায় তোমার প্রণয় অতি পবিত্র, অতি বিচিত্র। তোমার ন্যায় প্রণয়িণী মর্ত্ত্যলোকে নাই।”

আবেগের সহিত ইলা বলিলেন—

“যদি সত্যই সেইরূপ ভাবিয়া থাক, তবে এত দিন যে আমি ভ্রম জালে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়াছিলাম; আমাকে এরূপ ভাবিতে দিও না, আমার হৃদয়ে এরূপ সন্দেহ জন্মিতে দিও না। যে কার্য্য করিলে তুমি জগতের রসনায় নিন্দাভাজন হইবে, এমন কার্য্য কদাচ করিও না।”

উচ্চহাস্য করিয়া সেনাপতি কহিলেন—

“সুখ্যাতি আর অখ্যাতি, এই দুটী কথা ক্রীড়নের ন্যায় বালক ও স্ত্রীলোককে ভুলাইয়া থাকে। আমি সুখ্যাতি বা অখ্যাতির স্বপ্নবৎ সুখ-দুঃখের প্রয়াসী নহি। আমি স্বার্থের দাস, আমি প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষী। আত্মোন্নতির নিমিত্ত আমি যশঃ, খ্যাতি সকলই বিসর্জ্জন দিতে পারি।”

ইলার হৃদয়ে এই কথাগুলি শেলসম বিদ্ধ হইল। ইলার স্বপ্ন ভাঙ্গিল, চৈতন্য হইল। ইলার ভ্রম ঘুচিল। ইলা এখন বুঝিলেন যে, এতদিন তিনি যাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, সে দেবতা নহে; সে সামান্য পুত্তলিকা, অসার—অপদার্থ। ইলা আজ জানিলেন, তিনি যাহাকে বীর ভাবিতেন, সে বীর নহে, তাহাতে প্রকৃত বীরের কোন গুণই নাই। সেনাপতির হৃদয় অতি ক্ষুদ্র, অতি সঙ্কীর্ণ; সে হৃদয়ে দয়া, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব অথবা যশঃ, খ্যাতি, প্রতিভা অবস্থান করিবার স্থান হয় না; চাটুকারের তোষামোদই সে হৃদয়ের গ্রাহ্য; প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও শঠতাই সে হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে।

সেনাপতির নয়নে ক্ষুদ্র নক্ষত্রের আলোক তৃপ্তি প্রদান করে, প্রখর সূর্য্যরশ্মির দিকে সে নয়ন বিস্ফারিত হইয়া চাহিতে পারে না। ইলা ভাবিলেন, সেনাপতির ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রকৃত কথা স্থান পাইবে না, ধর্ম্ম উপদেশ প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইলা ভাবিলেন, যদি উপায়ান্তরে তাঁহার হৃদয়কে পাপপথ হইতে ফিরাইতে পারেন, যদি মিষ্ট কথায় তাঁহার হৃদয়কে গলাইতে পারেন। সেই অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার মিষ্ট-বচনে ইলা বলিলেন—

"আমি তোমার জন্য স্বজাতি, স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছি, স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছি। তুমি ভিন্ন এ পৃথিবীতে আর আমার কেহ নাই; তোমার আশ্রয় ভিন্ন আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি জীবনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, প্রাণের ভয় ত্যাগ করিয়া, তোমার সহিত দেশ বিদেশ, সাগর সমুদ্র ভ্রমণ করিয়াছি, রণক্ষেত্রে ছায়ার ন্যায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়াছি। আজিকার রণে শত্রুর তলোয়ারের মুখে বুক পাতিয়া দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছি।"

'যাহা বলিতেছ সকলই সত্য। তুমি রণক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা, তুমি আমার হৃদয়ের প্রাণসম প্রিয়তম প্রতিমা।"

"যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, তবে দয়া করিয়া রাজপুতসেনাপতিকে মুক্তি প্রদান কর।"

"অনুপের নিমিত্ত তুমি বৃথা অনুরোধ করিও না। তোমার এ অনুরোধটী আমি রাখিতে পারিব না।"

ইলা মৌনবতী—স্থিরা, গভীর চিন্তায় নিমগ্না। ইলা বুঝিলেন, নরাধম যবনসেনাপতি অনুপকে পরিত্যাগ করিবে না। ক্রোধে, ঘৃণায় তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল; তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন—

"আজ হইতে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ ঘুচিল। তুমি কাল-ভুজঙ্গিনীর গাত্রে পদাঘাত করিলে, পবিত্র প্রণয় পা দিয়া দলিলে,—সাবধান,—সাবধান!"

ইলার ইন্দিবরসম অক্ষিযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। শোকে, দুঃখে, ঘৃণায় ও লজ্জায় ইলার কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিল; দ্রুতবেগে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না।

সস্নেহ বচনে সেনাপতি বলিলেন—

"ইলা! তুমি পরের দুঃখে দুঃখী হইয়া জ্ঞানহারা পাগলিনীর প্রায় হইয়াছ। আমি তোমার কোমল হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু কি করিব, রাজনীতি নিয়মবশে আমাকে চলিতে হইবে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য, প্রতিশোধের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, অনুপের প্রাণদণ্ড আমাকে করিতেই হইবে।"

সেনাপতি আর অপেক্ষা করিলেন না; তিনি শিবির হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই নির্জ্জন শিবিরে ইলা একাকিনী বসিয়া মনে মনে বলিলেন—

"আমি প্রবঞ্চকের কুহকে পড়িয়াছি। প্রবঞ্চককে—শঠকে বিশ্বাস করিয়া জগতের সমস্ত প্রিয় বস্তু আমি ত্যাগ করিয়াছি। আমার কার্য্যের উচিত ফল আজি আমি পাইয়াছি। আমি সর্ব্বত্যাগী—কুলকলঙ্কিনী—পাপিয়সী; কিন্তু আজি হইতে, এই মুহূর্ত্ত হইতে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। চক্ষু! প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লও; এ জন্মের মত কাঁদিয়া লও। সেনাপতি! স্ত্রীলোকে কত দূর ভালবাসিতে পারে, তাহা তুমি জানিয়াছ; এখন মর্ম্মাহত স্ত্রীলোকে কতদূর ঘৃণা করিতে পারে তাহাও তুমি জানিবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

শৃঙ্খলাবদ্ধ কেশরীর ন্যায় অনুপ কারাগারে বন্দী। তাঁহার দেহ শোভাশূন্য, নয়নদ্বয় উজ্জ্বলতাশূন্য। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। অনুপ কারাগারের দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন অস্তাচল চূড়াবলম্বী সূর্য্যের একটী ক্ষীণ রশ্মি দ্বারের ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; ঐ রশ্মি সম্মুখের ভূপৃষ্ঠে স্বর্ণরেখার ন্যায় পতিত রহিয়াছে। সূর্য্যদেবকে সম্বোধন করিয়া অনুপ বলিলেন,—"হে আদিত্য! তুমি জীবগণের সদসৎ কার্য্যের সাক্ষ্য স্বরূপ। কল্য প্রাতে যখন তুমি উদিত হইবে, তখন আমার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইবে, অবশ্যই তুমি আমার হইয়া অনাথনাথের নিকট আমার সদসৎ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। মা করালা! আমি নশ্বর জীবনের জন্য দুঃখিত নহি; আমার অভাবে যে একটী অবলা তাহার অপগণ্ড অনাথ বালকের সহিত প্রাণ হারাইবে, সেই জন্যই দুঃখিত—চিন্তিত।" অনুপ নীরব হইলেন, আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ক্ষণকাল পরে আবেগের সহিত বলিলেন—"আমি মরিব! কে বলে আমি মরিব? আমার দেহ ধ্বংস হইবে বটে, কিন্তু আমি মরিব না;—রাজপুতানার নরনারীর হৃদয়ে আমি চিরদিন সজীবের মত বাস করিব, তাহারা অবশ্যই দয়া করিয়া অনাথ অনাথিনীকে যত্ন ও প্রতিপালন করিবে। স্ত্রী, স্বামীর পুণ্যের অর্দ্ধভাগিনী; পুত্র, পিতৃপুণ্যের অধিকারী—যদি একথা সত্য হয়, তবে তারা সেই পুণ্যফলে কখনই দুঃখ পাইবে না। আর আমি মায়াপাশে বদ্ধ থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু বৃথা কাটাইব না; সমস্ত রাত্রি অনন্যমনে অনাথবন্ধুকে ডাকিব। তিনি দয়াময়, অবশ্যই আমার প্রতি দয়া করিবেন।"

এই সময় একজন সেনা আহারের দ্রব্য ও পানীয় জল লইয়া কারাগারমধ্যে প্রবেশ করিল। সেনাকে সম্বোধন করিয়া অনুপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই! তোমার হাতে ওগুলি কি?"

প্রত্যুত্তরে সেনা কহিল,—"আজ্ঞামত আপনার জন্য খাদ্য সামগ্রী আর শীতল জল আনিয়াছি।"

"কাহার আজ্ঞামত?"

"কেন, বেগম সাহেবের। আমি হিন্দু, বেগমসাহেব আমাকে হিন্দু জানিয়াই আমার হস্তে এই খাবারের দ্রব্যগুলি দিয়া এখানে পাঠাইয়া দিলেন। আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন, রাত্রিকালে তিনি স্বয়ং এখানে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

"বেগমসাহেবকে আমার শত শত ধন্যবাদ জানাইও। আমার আহারের ইচ্ছা নাই, তুমি এই খাদ্যদ্রব্যগুলি লইয়া যাও।"

"আপনার অধীনে এ ভৃত্য অনেক দিন চাকরী করিয়াছে। সেনাদলের মধ্যে আপনার জন্য অনেকেই দুঃখিত।"

এই কথাগুলি বলিয়া, আহারের দ্রব্যাদি লইয়া, কারাগার হইতে সেনা প্রস্থান করিল। মনে মনে অনুপ ভাবিতে লাগিলেন—

"এ আবার কি? যবনশিবিরে দয়ার আবির্ভাব! যবনশিবির দূরের কথা, যবন হৃদয় দূরের কথা, যে কেহ নরাধম যবনের সহবাসে থাকে, তাহারও হৃদয়ে দয়া মায়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বেগম সাহেবের অভিপ্রায় কি? আমি ত এ রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না। যাহাহউক আর আমি পার্থিব জগতের পার্থিব বিষয় ভাবিব না। আমার চরমকাল উপস্থিত, এখন ভবসাগরের কাণ্ডারী সেই শ্রীহরির চরণ ভাবনা করাই কর্ত্তব্য।"

অনুপ স্থিরভাবে ভূমির উপর উপবেশন করিলেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তদ্বয় বক্ষের উপর রাখিলেন, চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তন্মন চিত্তে মনোময় মধুসূদনের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ক্রমে রজনীদেবী তিমিরাবগুণ্ঠনে ধরাকে আবৃতা করিলেন। কারাগার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন

হইল, যবনশিবিরে 'আজান' ধ্বনি উত্থিত হইল, সেই ধ্বনি কারাগার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সায়ংকাল সমাগত। অনুপ সন্ধ্যাবন্দনায় বসিলেন। রক্ষক শিবিরমধ্যস্থ দীপ জ্বালিয়া দিল। এমন সময়ে কারাগারের নিকটে জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সবিস্ময়ে দ্বাররক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে তুমি?"

আগন্তুক উত্তর করিলেন,—"উদাসীন।"

"প্রয়োজন?"

"বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ।"

আগন্তুক একটু দূরে ছিলেন, রক্ষকের নিকটে আসিলেন, মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভাই! এই শিবিরে কি রাজপুতসেনাপতি অনুপ সিংহ আবদ্ধ আছেন?"

"হাঁ, আছেন।"

"আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

"সেনাপতির আজ্ঞা ভিন্ন আপনি দেখা করিতে পাইবেন না।"

"ভাই! বন্দী আমার প্রাণের বন্ধু।"

"বন্দী আপনার সহোদর ভাই হইলেও, আমি আপনাকে বিনা অনুমতিতে শিবিরের ভিতর যাইতে দিতে পারিব না।"

"বন্দীর প্রতি কি দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে?"

"রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাণদণ্ড।"

"বটে, তবে ত আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি।"

"হাঁ, প্রাতে আপনি তাঁহার প্রাণদণ্ড দেখিতে পাইবেন।"

"ভাই! প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে একবার বন্ধুর সহিত আমাকে দেখা সাক্ষাৎ করিতেই হইবে।"

"আপনি দ্বার ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করুন; এখানে দাঁড়াইবার আজ্ঞা নাই।"

"এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে যাইতে দেও, আমি এখনই সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিব।"

"কেন বৃথা বাক্য ব্যয় করিতেছেন; শিবিরমধ্যে কাহাকেও যাইতে দিবার আজ্ঞা নাই।"

আগন্তুক গলদেশ হইতে একছড়া মহামূল্য মণিময় রত্নহার মোচন করিলেন, মণিময় মালা হস্তে লইয়া রক্ষকের নয়নাগ্রে ধরিলেন। শিবিরদ্বারের দীপালোকে হারের হীরক সকল বিজলীর ন্যায় চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। রক্ষকের নয়ন হীরকপ্রভায় ঝলসিয়া গেল! উদাসীন রক্ষককে বলিলেন—

"আমি এই মহামূল্য রত্নহার তোমাকে পারিতোষিক দিতেছি, তুমি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে একবার আমাকে শিবিরমধ্যে যাইতে দেও। তুমি স্বদেশে এই রত্নহার বিক্রয় করিয়া, ইহাব মূল্য দ্বারা অনায়াসে আপন স্ত্রীপুত্র পরিবার চিরদিন সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে। সুখে সৌভাগ্যে একজন ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে।"

"আপনি এখান থেকে অন্যত্র গমন করুন। আমাকে বৃথা লোভ দেখাইতেছেন; আমি লোভবশ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না। আমি সৈনিক পদে কার্য্য করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি সেনাপতিব আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিব না, প্রাণান্তেও সেনাপতির আদেশ ভিন্ন শিবিরমধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিব না।"

আগন্তুক বুঝিলেন, রক্ষক ধনলোভী নহে। তাহাকে ধনের লোভ দেখাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। তিনি মনুষ্য প্রকৃতি ভালরূপে বুঝিতেন, মনুষ্য হৃদয়ের কোন তন্ত্রীতে আঘাত করিলে, কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহাও তিনি জানিতেন। আগন্তুক শিবিরমধ্যে প্রবেশের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন, তিনি রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভাই! তোমার পরিবার আছে?"

"হাঁ, আছে।"

"পুত্রকন্যা কটী?"

"পুত্র চারটী—তারা যেমনি সুন্দর, তেমনি বলবান্। আমার কন্যা নাই।"

"তোমার স্ত্রীপুত্রেরা কোথায়?"

"আমার নিজ গ্রামে, পৈতৃক ভদ্রাসনে।"

"বোধ করি, তুমি তোমার স্ত্রীপুত্রদের ভালবাস?"

"অদ্ভুত প্রশ্ন! ভালবাসি তা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ঈশ্বরই জানেন, আমি তাদের কতই ভালবাসি; আপনার প্রাণ অপেক্ষা আমি তাদের অধিক ভালবাসি।"

"ভাই! মনে কর, যদি এই বিদেশে, বিনাপরাধে, তুমি কারারুদ্ধ হও, তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়, বল দেখি, সে সময়ে তোমার কি ইচ্ছা হয়?"

"কোন স্বদেশীয় আত্মীয় বন্ধুর সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হয়। যাহার দ্বারা স্ত্রীপুত্রদের আমার মনের কথা বলিয়া পাঠাইতে পারি; সেইরূপ ইচ্ছা হয়।"

"ভাল, সেই সময়ে তোমার কোন বন্ধু যদি কারাগারের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন, যদি রক্ষক তোমার সহিত তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে না দেয়, যদি তোমার মনের কথা—শেষ কথা শুনিতে না দেয়; তাহা হইলে সেই আসন্ন সময়ে, সেই রক্ষকের উপর তোমার মনের ভাব কিরূপ হয়?"

"উঃ! কি ভয়ানক!"

"রাজপুতসেনাপতির স্ত্রীপুত্র তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার জন্য, আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার মুখের শেষ বিদায়, শেষ আশীর্ব্বাদ শুনিবার জন্য তাঁহারা আগ্রহ হইয়া রহিয়াছেন।—"

"যান, অধিক বিলম্ব করিবেন না। শীঘ্র সাক্ষাৎ করিয়া আসিবেন।"

আগন্তুক আর কোন কথা কহিলেন না। পাছে মন্ত্রমুগ্ধ রক্ষকের মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, সেই ভয়ে আর কিছু বলিলেন না। তিনি দ্রুতপদে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সংসারবন্ধনপাশরূপিণী মায়া! তোমার মোহপ্রদায়িণী শক্তির নিকট কাহারও নিস্তার নাই। কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী, কি কীটপতঙ্গ, জগতের জীবমাত্রেই তোমার মায়াপাশে আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই পাশ ধরিয়া টানিলে, নরহৃদয় মায়ায় ভুলিবে, মোহে আচ্ছন্ন হইবে। পাষাণবৎ, লৌহবৎ হৃদয়ও সে মায়ার প্রভাবে, মায়ার তাপে নমিবে—গলিবে।

উদাসীন আলোকমিশ্রিত অন্ধকার শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুচ্চস্বরে "অনুপ! অনুপ! বলিয়া ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। পুনর্ব্বার "প্রাণের বন্ধু! সখা! ভাই অনুপ! তুমি কোথায়? তুমি কি ঘুমাইয়াছ?" এই কথাগুলি কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিলেন। অনুপের কর্ণে এই কথাগুলি প্রবেশ করিল। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ধীরে মৃদুস্বরে বলিলেন—"রাত্রি কি পোহাইয়াছে? রক্ষক! চল আমি প্রস্তুত।"

উদাসীন আবার ডাকিলেন,—"ভাই অনুপ! প্রাণের বন্ধু!"

সবিস্ময়ে অনুপ কহিলেন,—"একি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি। এ কাহার কণ্ঠস্বর!"

অনুপের নিকটবর্ত্তী হইয়া উদাসীন বলিলেন,—"তোমার প্রিয় বন্ধু জয়শ্রীর।"

"কি প্রিয়বন্ধু জয়শ্রীর! ভাই! তুমি কিরূপে এখানে আসিলে?"

অনুপ জয়শ্রীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। দুই বন্ধুতে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। দুইজনের চক্ষের জলে, দুইজনের বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। হৃদয়োচ্ছ্বাসে কেহই কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে অনুপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই! তোমার এ বেশ কেন?"

জয়শ্রী বলিলেন,—"এই ছদ্মবেশেই আমি যবনশিবিরমধ্য দিয়া এইখানে আসিয়াছি। আমাকে প্রকৃত উদাসীন জ্ঞানে কেহই আমার আগমনে বাধা দেয় নাই। আমাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। ভাই! আর বৃথা কালক্ষেপণের প্রয়োজন নাই। এই উদাসীনের বেশ পরিধান কর। এই বেশে, এই শিবির হইতে শীঘ্র পলায়ন কর।" জয়শ্রী আপন অঙ্গ হইতে উদাসীনের বেশ উন্মোচন করিয়া অনুপের হস্তে প্রদান করিলেন। অনুপ জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর তুমি?"

"আমি তোমার পরিবর্ত্তে এই শিবিরে থাকিব।"

"কি! আমার জন্য তুমি বন্দী হইয়া এইখানে থাকিবে? আমার নিমিত্ত তুমি প্রাণ হারাইবে! না সখা! আমি এরূপ কার্য্য করিতে কখনই পারিব না। আমি পলায়ন করিব না। যদি পলায়ন করিতে হয়, তোমাকে এখানে রাখিয়া যাইব না।"

"সখা! তুমি আমার প্রাণের জন্য ভাবনা করিও না, আমি প্রাণ হারাইব না। যবনসেনাপতি আমার প্রাণবিনাশ করিবেন না। তোমার প্রাণবিনাশই তাঁহার উদ্দেশ্য। বিশেষ তুমি আগামী রাত্রিতে অনায়াসেই আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। আর যদি না পার, তাহাতেই বা ক্ষতি কি। এ সংসারে আমি একাকী, আমার স্ত্রীপুত্র কেহই নাই। আমার জন্য শোক-দুঃখ করিবার কেহই নাই। সখা! শীঘ্র যাও, আর বিলম্ব করিও না। বিলম্ব করিলে ক্রীড়া প্রাণে বাঁচিবে না।"

"ভাই! আর আমায় মায়াপাশে বদ্ধ করিও না।"

"ভাই! তুমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে পরিগ্রহ করিয়াছ, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে অনাথিনী পথের ভিখারিণী করিয়া, ইচ্ছামত প্রাণত্যাগ করিতে পার না। ভাই! ইচ্ছামত মরিবার তোমার অধিকার নাই। তোমার পত্নীকে ভরণ-পোষণ করিবার জন্য, তোমার শিশুসন্তানকে লালনপালন করিবার

জন্য তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সখা! তোমার স্ত্রীকে অনাথিনী করিয়া, তোমার শিশুসন্তানকে অনাথ করিয়া, তাহাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তুমি কিরূপে মরিবে! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, তুমি এখনি ক্রীড়ার নিকট না যাইলে, সে তোমাকে দেখিতে না পাইলে, অবিলম্বে প্রাণে মরিবে। সে মরিলে মাতৃহারা হইয়া তোমার শিশুসন্তান কদিন বাঁচিবে, সেও মরিবে।"

"উঃ! জগদীশ!"

"সখা! আমি তোমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতেই এখানে আসিয়াছি। প্রাণপণে আমি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিব। যদি তুমি আমার কথা রক্ষা না কর, যদি তুমি পলায়ন না কর, আমি এখান হইতে যাইব না। আমাদেব দুইজনেরই প্রাণ যাইবে। ক্রীড়া অনাথিনী হইবে, খোকা অনাথ হইবে। তাহাদের মুখ চাহিতে আর কেহ থাকিবে না!"

"ভাই! আমি মনুষ্য হইয়া কিরূপে পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার করিব। সখা! তুমি আমাকে কখনই কুপথে যাইতে বলিবে না, কখনই কুকার্য্য করিতে পরামর্শ দিবে না। বল, বল, আমি কি করিব।"

"কেন তুমি আমার জন্য ভাবিতেছ? আমি যবনসেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিব। তাঁহাকে প্রলোভনে ভুলাইব। অন্ততঃ একদিনের জন্যও আমার প্রাণবধ হইতে তাঁহাকে ক্ষান্ত রাখিতে পারিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি কাল রাত্রিতে গুপ্তপথ দিয়া সেনা সঙ্গে এখানে আসিয়া, অনায়াসেই আমাকে মুক্ত করিতে পারিবে। সখা! শীঘ্র এই ছদ্মবেশ ধারণ কর, শীঘ্র এই শিবির হইতে পলায়ন কর।" দুই সখায় আবার আলিঙ্গন করিলেন। আবার দুই সখার নয়নজলে দুই সখার হৃদয় ভাসিয়া গেল। সখাদত্ত ছদ্মবেশ অনুপ পরিধান করিলেন। সজলনয়নে সখার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জয়শ্রী বলিলেন,—"ভাই! তোমার চক্ষের জলে আমার হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে। আমি তোমার হৃদয়ের ভাব বুঝিতেছি। সখা! চক্ষের জল মুছিয়া ফেল। হস্তপদের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল। সাবধান, যেন শৃঙ্খল-ভগ্নের শব্দ হয় না। বন্ধু! যাও আর বিলম্ব করিও না। আমি ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন কৃপা করিয়া তোমাকে নিরাপদে যবনশিবির-সীমা পার করিয়া দেন।"

অনুপ সাবধানে হস্তপদের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং ধীর পদবিক্ষেপে শিবির হইতে প্রস্থান করিলেন। শিবিররক্ষক তাঁহাকে দেখিয়া, পাছে তিনি পুনর্ব্বার তাহাকে পারিতোষিক দিবার যত্ন করেন; পাছে তাঁহাকে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়া, সে হৃদয়ে যে বিমলানন্দ অনুভব করিতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেই ভয়ে, সে শিবিরদ্বারের কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, একটী কথাও আর জিজ্ঞাসা করিল না।

জয়শ্রী কিয়ৎকাল স্থিরভাবে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মনে মনে বলিলেন— "শিবির হইতে সখা নিরাপদে গিয়াছেন, শিবিররক্ষক কিছুই জানিতে পারে নাই। শীঘ্রই ক্রীড়ার নিকট সখা যাইতে পারিবেন। ক্রীড়া! তুমি এখন বুঝিবে, তুমি বিনাপরাধে আমাকে অনুচিত কটু কথা বলিয়াছিলে। তুমি এখন আমার হৃদয়ের পবিত্রভাব স্পষ্ট জানিতে পারিবে। এ জীবনে জ্ঞানত আমি কখন কাহাকেও প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা করি নাই; কিন্তু, ক্রীড়া! তোমার জন্য আজ আমি বন্ধুকে প্রবঞ্চনায় ভুলাইয়াছি। অনুপ মনে মনে ভাবিয়াছেন, কাল রাত্রিতে তিনি সৈন্য সহিত এখানে আসিয়া, আমাকে উদ্ধার করিবেন। কিন্তু রাত্রি পোহাইবামাত্র, যখন যবনসেনাপতি এই প্রতারণার কথা শুনিবেন, তখনই তিনি আমার প্রাণদণ্ড করিবেন; এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না। দয়াময় হরি! তুমি কৃপা করিয়া আমার এ পাপ মার্জ্জনা করিও; দয়া করিয়া, এ দাসকে শ্রীচরণে স্থান দান করিও।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব দর্শন।

ইলা অবগুণ্ঠন দ্বারা সুন্দর মুখখানি ঢাকিয়া ধীরে ধীরে কারাগারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বাররক্ষক তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল; বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইলা মনে মনে বলিলেন,—"যে কার্য্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে আমি এখানে আসিয়াছি, সেটা কি অন্যায়! সে কার্য্য করিলে কি লোকে আমার অখ্যাতি করিবে? অনুপ সিংহের সুনামে কি কলঙ্ক রটিবে? না না। তিনি যুবা, আমি যুবতী—তিনি সুন্দর, আমি সুন্দরী! এই নির্জ্জন শিবিরে, এই রাত্রিকালে, তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু তাঁহার রূপে ত আমি মোহিত হই নাই। তাঁহার উপর দয়া ভিন্ন আমার হৃদয়ে ত অন্য কোনরূপ ভাবের উদয় হয় নাই। তবে কেন আমি তাঁহার নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছি, কেনই বা অখ্যাতি ও অপযশের ভয় করিতেছি, কেনই বা লোক নিন্দার আশঙ্কা করিতেছি। আমি তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে, এই কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিব। আমার উদ্দেশ্য মহৎ, আমার এ কার্য্য ও স্ত্রীসুলভ দয়ার্দ্র-হৃদয়োচিত। তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলে, তিনি কি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সম্মত হইবেন না? যবনসেনাপতি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, আমার পবিত্র প্রণয় পদতলে বিদলিত করিয়াছেন। ওঃ! এখন আমার হৃদয় প্রতিশোধপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সেনাপতির উচ্চ আশা বিফল করিতে, তাঁহার রাজ্যলাভপিপাসা অপরিতৃপ্ত রাখিতে না পারিলে, আমার মন স্থির হইবে না। রাজপুতসেনাপতি এখনই এই কারাগার হইতে গমন

করিবেন। তিনি হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিবেন। তাঁহার স্বজাতি ও তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইবেন। তিনি কি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিবেন না? তিনি কি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে সুখী করিবেন না?" সুন্দরী ইলা আর বৃথা ভাবিয়া কালক্ষেপ করিলেন না, তিনি শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বীর জয়শ্রীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে তুমি এখানে?"

জয়শ্রী বলিলেন,—"জনৈক বন্দী।"

"অনুপ সিংহ কোথায়?"

"অনুপ কারাগার হইতে গমন করিয়াছেন।"

"কি অনুপ চলিয়া গিয়াছে!"

"হাঁ।"

জয়শ্রী ভাবিলেন, যদি এই রমণী অনুপের পলায়নের কথা শিবির-রক্ষকের নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এখনই যবনসেনা অনুপের অনুসরণে ছুটীবে। এখনও অনুপ যবনশিবিরসীমা অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারেন নাই। এসময়ে অনুপের পলায়নের কথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার নিরাপদে দুর্গাশ্রয়ে গমন শঙ্কট হইয়া উঠিবে। আমি এই রমণীকে, এই শিবিরমধ্যে কিয়ংক্ষণের জন্য বন্দী করিয়া রাখিব। জয়শ্রী সহসা ইলার সুকোমল সুন্দর হাত দুখানি আপন হস্তে ধারণ করিলেন; বিনয়নম্র বচনে বলিলেন,—"আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। অর্দ্ধদণ্ড বিলম্বে আপনাকে আমি ছাড়িয়া দিব। আপনি অনুপের অনুসরণে যাহাতে কোনরূপ চেষ্টা করিতে না পারেন, তাহারই নিমিত্ত, অতি অল্প সময়ের জন্য, আমি আপনাকে এই খানে বন্দীভাবে রাখিব।"

ইলা বলিলেন,—"যদি আমি এইখান হইতে চীৎকার করিয়া রক্ষককে ডাকি?"

"হাঁ, আপনি এই স্থান হইতে চীৎকার করিতে পারেন। আপনার চীৎকার শুনিয়া রক্ষকেরা এখানে আসিতে পারে। তাহার পর আপনার মুখে অনুপের পলায়নের কথা শুনিয়া, তাহারা অনুপের অনুসরণ করিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্য করিতে যে বিলম্ব হইবে, সেই সময়ের মধ্যে অনুপ অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিবেন, সম্ভবতঃ তিনি ততক্ষণে যবনশিবিরসীমা অতিক্রম করিয়া দুর্গাশ্রয়ে গমন করিতে পারিবেন।"

ইলা আপনার অঙ্গাবরণ হইতে সহসা একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিলেন। চাকচক্য ছুরীখানি জয়শ্রীর চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন। শিবির মধ্যস্থ প্রদীপের ক্ষীণালোকে ছুরীখানি চকচক্ করিতে লাগিল। সদর্পে ইলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন আমায় ধরিয়া রাখিবে কি?"

জয়শ্রী বলিলেন,—"রাখিব। তুমি ছুরীখানি আমার হৃদয়ে বসাইয়া, আমাকে না মারিয়া, এখান হইতে যাইতে পারিবে না।"

হাসিতে হাসিতে ইলা বলিলেন,—"না—না; তোমার ভয় নাই, আমি তোমায় হত্যা করিব না। আমি চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকিব না; তুমি না বলিলে আমি এখান হইতে যাইব না। যদি পরিচয় দিবার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তুমি কে, আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

প্রত্যুত্তরে জয়শ্রী বলিলেন,—"আমার নাম—জয়শ্রী।"

"অনুপ সিংহের সখা! সহকারী রাজপুতসেনাপতি?"

"হাঁ, আমি অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে তাহাই ছিলাম বটে, এখন যবনসেনাপতির বন্দী।"

"তুমি বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, ইচ্ছা করিয়া বন্দী হইয়াছ?"

"হইয়াছি;—যে প্রকৃত বন্ধু, সে আপন প্রাণ দিয়া বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে।"

বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ইলা কহিলেন,—"জয়শ্রী! এ স্বার্থ-

পর জগতে তুমিই বন্ধু নামের যথাযোগ্য পাত্র। আমি তোমার বন্ধুকে, এই কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছিলাম।"

"কি তুমি! যবনী,—অপরিচিতা রমণী!"

"কেন! অপরিচিতা রমণী কি উদ্ধার করিতে পারে না?"

"ক্রীড়া হইলে একদিন সম্ভব হইতে পারিত।"

"আমি দেখিতেছি তুমি রমণীহৃদয় জান না।"

"জানি, রমণী অমৃত,—অথবা বিষ।"

"ভাল, আমি যদি তোমাকে এই কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দি, তাহা হইলে, তুমি আমাকে কিরূপ ভাবিবে?"

"তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে মুক্ত করিবে, তাহা জানিতে না পারিলে, বলিব কিরূপে।"

ইলা আপনার হস্তস্থিত ছুরীখানি জয়শ্রীর হস্তে প্রদান করিলেন। আগ্রহসহকারে বলিলেন,—"এই ছুরী লইয়া আমার সহিত আইস। আমি তোমাকে যবনসেনাপতির শিবিরে লইয়া যাইব। সেনাপতি এখন অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। সে ব্যক্তি তোমার চিরশত্রু, তোমার স্বদেশের, স্বজাতির চিরশত্রু, তাহার হৃদয়ে—"

ইলার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে জয়শ্রী বলিলেন,—"আমি বুঝিয়াছি, সেনাপতি অবশ্যই তোমার সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকিবেন।"

"তিনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তাঁহার জন্য আমি কুল-কলঙ্কিনী, পাপীয়সী! তাঁহার জন্য আমার ইহকাল,পরকাল, দুইকালই নষ্ট হইয়াছে।"

"তোমার অভিপ্রায়—তোমার ইচ্ছা, আমি এই ছুরী দিয়া নিদ্রিত যবনসেনাপতির প্রাণবিনাশ করি?"

"যবনসেনাপতি কি প্রভাত হইলে, তোমার বন্ধুর প্রাণবিনাশ করিবেন না? কল্যপ্রাতে সেনাপতি কি তোমার প্রাণবিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন? শৃঙ্খলাবদ্ধ,—নিরস্ত্র, আর সুষুপ্ত,—নিদ্রিত উভয়ই

সম্মান; উভয়েই আত্মরক্ষায় অসমর্থ। জয়শ্রী! তুমি সন্দিগ্ধচেতা হইও না। যবনসেনাপতির প্রাণবিনাশে অধর্ম্ম হইবে,এরূপ মনে করিও না। যে কোন উপায়েই হউক, স্বাধীনতা রক্ষা, আপনার প্রাণ রক্ষা সতত করা কর্ত্তব্য।"

"অবৈধ, অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া, স্বাধীনতা দূরের কথা, আত্মরক্ষাও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে।"

"ভাল;—যদি তুমি আপনার প্রাণরক্ষা করিতে অপারক হও, যদি তুমি যবন-অত্যাচার হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে ভয় পাও, আমার এই দুর্ব্বল হস্তই সে কার্য্য সমাধা করিবে।"

"আমি দেখিতেছি, তুমি এই ভীষণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছ। আমার সম্মুখে, আমার জ্ঞাতসারে রমণীর কমনীয় হস্ত নরশোণিতে রঞ্জিত হইবে? না, আমি সে দৃশ্য কখনই দেখিতে পারিব না। এই হস্ত—এই পাষাণবৎ, লৌহবৎ-হস্তই সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে; অগত্যা সম্পন্ন করিবে।"

"তবে এস, আর বিলম্ব করিও না; কিন্তু প্রথমতঃ শিবিররক্ষককে বিনাশ করিতে হইবে। নতুবা সে তোমাকে শিবির হইতে যাইতে দেখিলেই গোলমাল করিবে।"

জয়শ্রী ইলার সহিত দুই পা অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু শিবির-রক্ষকের প্রাণবিনাশের কথা শুনিয়া আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সখেদে বলিলেন,—"এই তোমার ছুরী লহ, আমি রক্ষকের প্রাণবিনাশ করিতে পারিব না। আমি এই শিবিরমধ্যে আসিবার জন্য,তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলাম,সে তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। তাহাকে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখাইয়াছিলাম তাহাতে তাহার মন টলে নাই। আমি তাহার হৃদয়তন্ত্রী আঘাত করিয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশে সমর্থ হইয়াছি। যবনসহবাসে থাকিয়াও, রক্ষক তাহার হৃদয়কে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছে। এরূপ উন্নত-মনা ব্যক্তির মস্তকের একগাছি চুলও আমি ছিন্ন করিতে পারিব না।"

কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া ইলা বলিলেন,—"ভাল তাহার প্রাণ-বিনাশের প্রয়োজন নাই। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। সে যাহাতে আমাদের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারে, তাহার উপায় আমি করিব ; শীঘ্র চল, আর বিলম্ব করিও না।"

এইরূপ কথোপকথনের পর, তাঁহারা উভয়ে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। ইলা শিবিররক্ষকের কাণে কাণে কি বলিলেন। সে কোন কথা না কহিয়া, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যবনসেনাপতির শিবির অভিমুখে গমন করিল। ইলার সহিত জয়শ্রী সেনাপতির শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রহরী, বেগমসাহেবের সহিত জয়শ্রীকে যাইতে দেখিয়া, কোন কথাই কহিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শত্রু—মিত্র।

নিবিড়গাঢ়তমস্বিনী ঘোরারজনী। এখন যবনশিবির কোলাহল শূন্য, নিস্তব্ধ। যুদ্ধশ্রমাক্রান্ত সেনাগণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। তাহারা কিয়ৎকালের নিমিত্ত চিন্তার হস্ত হইতে বিমুক্ত। প্রকৃতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, জীবগণকে বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘনঘটার ঘোরঘর্ষণঘনস্বন, বিজলী, বৃষ্টি প্রভৃতি বিভীষিকা দেখাইয়া, তাহাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিতেছেন। যবন শিবিরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, কেবল ঝিল্লিগণ অবিশ্রান্তভাবে রব করিতেছে, মধ্যে মধ্যে শৃগাল, কুক্কুর ও প্রহরিগণ চীৎকার করিতেছে। সেনাপতির শয়নাগারে একটী দীপ জ্বলিতেছে; কিন্তু তৈলাভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ মিটমিট্ করিতেছে। সেনাপতি পর্য্যঙ্কোপরি শুইয়া আছেন, চক্ষু মুদ্রিত, দেহ স্পন্দ রহিত। ইলা ও জয়শ্রী নিঃশব্দে শিবিরদ্বার উদ্ঘাটন করিলেন; ধীরপদবিক্ষেপে শিবিরমধ্যে প্রবেশ

করিলেন। তাঁহারা পা টিপিয়া টিপিয়া, আস্তে আস্তে সেনাপতির পর্য্যাঙ্ক নিকটে গমন করিলেন।

জয়শ্রীর মুখমণ্ডল ম্লান, শোণিতশূন্য অথচ উদ্যমপূর্ণ। তিনি খট্টার নিকট গমন করিয়া, সেনাপতির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি কি দেখিলেন, দেখিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইলেন। সেনাপতি নিদ্রিত, কিন্তু তাঁহার পাপহৃদয় জাগরিত। তিনি ঘুমাইতে ঘুমাইতে বলিলেন,—"দয়া,—না না, আমি কখনই দয়া করিব না। যে আমার উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ, তাকে কখনই ছাড়িব না। তার বুক বিদীর্ণ করিব, তার বুকের রক্তপান করিব। সেনাগণ! তোমরা সাবধানে বন্দীকে ঘিরিয়া দাঁড়াও,—আমাকে বন্দীর মৃত্যুযন্ত্রণা ভাল করিয়া দেখিতে দাও। হা-হা, আর্ত্তনাদ—কি মিষ্ট—কি মধুর—আমার কর্ণে সঙ্গীতের ন্যায় মধুর লাগিতেছে।"

ইলা চুপে চুপে জয়শ্রীকে বলিলেন,—"আর বিলম্ব করিও না।"

জয়শ্রী বলিলেন,—"এখন তুমি আপন কক্ষ্যায় গমন কর। হত্যাকাণ্ড রমণীর নেত্র দেখিতে পারিবে না, তোমার কোমল হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইবে।"

ইলা বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি চলিলাম; কিন্তু তুমি আর অধিক দেরি করিও না।"

উদাসভাবে জয়শ্রী কহিলেন,—"আমি কার্য্যসিদ্ধি করিয়া তোমার প্রকোষ্ঠে যাইব। তুমি এই নৃশংস কার্য্যের মধ্যে আছ, কেহ জানিতে পারে, আমার এরূপ ইচ্ছা নহে।"

ইলা শিবিররক্ষকের সহিত স্বীয় কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন। জয়শ্রী পুনর্ব্বার যবনসেনাপতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, তিনি নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডবৎ শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। জয়শ্রী মনে মনে ভাবিলেন,—"আমার স্বদেশের, স্বজাতির শত্রু এক্ষণে আমার আয়ত্তাধীন। আমি ইচ্ছা করিলে এখনি ইহার প্রাণবিনাশ করিতে পারি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাহার হৃদয় পাপপঙ্কে কলুষিত, সে কি

কখন বিরামদায়িনী নিদ্রার বিমল সুখ অনুভব করিতে পারে?" নিদ্রিত সেনাপতির মুখ বিকটভাব ধারণ করিল, তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। দেখিয়া জয়শ্রী বলিলেন, "না, আমার ভ্রম হইয়াছিল। পাপী জাগরণে বা শয়নে কখনই শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারে না।"

নিদ্রিত সেনাপতি স্বপ্নাবেগে আবার বলিতে লাগিলেন—

"কে তোরা! যমদূত না রাক্ষস? আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা। উঃ!—তোরা আমার হৃদয়ের গ্রন্থি সকল এরূপে ছিন্নভিন্ন করিস্ না! আমি এ যন্ত্রণা—এ নরকযন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না।"

যবনসেনাপতি নিস্তব্ধ, নীরব হইলেন। তাঁহার নাসিকারন্ধ্র দিয়া নিয়মিতরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে লাগিল।

জয়শ্রী মনে মনে বলিলেন,—"রে উচ্চপদাভিলাষী ব্যক্তিগণ! তোরা রাজ্য দেশ উচ্ছন্ন করিতে, প্রজাগণকে পিপীলিকার ন্যায় পদতলে দলন করিতে, কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিস্ না। কিন্তু একবার এই নিশীথ সময়ে, এই শিবিরে আসিয়া, যবনসেনাপতির দশা দেখিয়া যা; তোরা দেখিবি—বুঝিবি, পাপী কখনই বিরামসুখ অনুভব করিতে পারে না, সে অহরহ হৃদয়ে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।"

জয়শ্রী মৌনাবলম্বন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ মনে মনে কি ভাবিলেন। ভাবিয়া আবার বলিলেন,—"আমি মনে করিলে, এখনি এই পাপীর প্রাণ বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু আমার হৃদয়ে সেরূপ প্রবৃত্তির উদ্রেক হইতেছে না। আমার হস্ত সেরূপ কুকার্য্য করিতে চাহিতেছে না। কিন্তু বেগমসাহেবকে রক্ষা করিতে হইবে, আপনার প্রাণও রক্ষা করিতে হইবে।"

জয়শ্রী আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সহসা যবনসেনাপতির গাত্রে হস্ত প্রদান করিলেন; তাঁহাকে ঠেলিয়া জাগরিত করিলেন। সেনাপতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে জয়শ্রীকে দেখিয়া ভয়ে চমকিয়া উঠিলেন,—"রক্ষক! রক্ষক!" বলিয়া

ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ হইতে স্পষ্টরূপে বাক্য স্ফুরিত হইল না, সুতরাং তাঁহার আহ্বান কেহই শুনিতে পাইল না।

জয়শ্রী বলিলেন,—"চুপ কর। পুনর্ব্বার প্রহরীকে ডাকিলে, এই ছুরিকা তোমার হৃদয়ে বসাইয়া দিব; প্রহরীর আসিবার অগ্রে তোমাকে যমালয়ে পাঠাইব।"

সবিস্ময়ে সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? কি অভিপ্রায়ে এই নিশীথ সময়ে, এই নির্জ্জন শিবিরে আসিয়াছ?"

"আমি তোমার চিরশত্রু—আমি রাজপুতসেনাপতি জয়শ্রী। আমি কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছি, তাহা তুমি পরে জানিবে। তোমার প্রাণবধ করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, আমি ইতিপূর্ব্বে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম; ইচ্ছা হইলে এখনও করিতে পারি; কিন্তু সে ইচ্ছা আমার নাই। আমি তোমার প্রাণবধ করিব না। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, কখন কোন রাজপুত তোমার বা তোমার স্বজাতির কোন অনিষ্ট বা ক্ষতি করিয়াছে কি? কখন কোন যবন, রাজপুতকে আয়ত্তাধীনে পাইয়া, তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছে কি? কখন কোন যবন, রাজপুতকে হাতে পাইয়া, তাহার প্রাণ বিনাশ না করিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে কি? কিন্তু এখন তুমি আপন চক্ষে দেখ, শত্রুকে আয়ত্তে পাইয়া রাজপুত তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।" এই বলিয়া জয়শ্রী তাহার হস্তস্থিত ছুরিকা দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

সলজ্জিত সেনাপতি আবেগসহকারে বলিলেন,—"আমার প্রতি তোমার এরূপ ব্যবহার অচিন্তনীয়, আশ্চর্য্য, দেবোপম।"

হাসিতে হাসিতে জয়শ্রী বলিলেন,—"তোমরা সভ্যজাতি বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাক, কিন্তু এখন আপন চক্ষে দেখিলে অসভ্য রাজপুত হৃদয়ে দয়া ও ক্ষমা গুণের অভাব নাই। তাহারা শত্রুর প্রতি দয়া করিতে জানে, তাহারা শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে।"

উত্তেজিতস্বরে যবনসেনাপতি কহিলেন—

"জয়শ্রী! তুমি বিনা যুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করিয়াছ। আমি আমার প্রাণের নিমিত্ত তোমার নিকট চিরজীবন ঋণী থাকিলাম। তুমি আমার প্রাণদাতা, তোমার দয়া, আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।"

জয়শ্রীর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া,ইলা অস্থির,চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি আপন প্রকোষ্ঠে আর নিশ্চিন্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; দ্রুতপদে সেনাপতির কক্ষাভিমুখে আসিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন। শিবিরমধ্যস্থ প্রদীপের ক্ষীণালোকে সেনাপতি জীবিত বা মৃত, তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কার্য্য সমাধা করিয়াছ? পাপিষ্ঠের প্রাণবিনাশ করিয়াছ?"

"সহসা শিবিরমধ্যস্থ দীপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সমস্ত শিবির আলোকিত হইল। ইলার দৃষ্টি যবনসেনাপতির উপর পতিত হইল। ইলা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধ ও দুঃখ যুগপৎ উদিত হইল। ইলা জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আমি তোমার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য, রাজপুতদের যবন অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য, এই ভয়ানক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলাম,—আপনার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি জানিলাম, জয়শ্রী বিশ্বাসঘাতক,—জয়শ্রী ভীরু।"

সেনাপতি উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ইলার কথার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ইলার সহিত জয়শ্রীর পরিচয় কোন্ সময়ে কিরূপে হইয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতেন না। তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ইলা কি—"

সেনাপতির কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, জয়শ্রী ইলাকে চুপে চুপে বলিলেন,—"তুমি শীঘ্র পালাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা কর।" তৎপরে সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ইলাকে পাগলিনীর ন্যায় দেখিতেছি। ইলা যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ কিছুই নাই, অর্থশূন্য প্রলাপ বাক্য মাত্র।"

গর্ব্বিতস্বরে ইলা বলিলেন—

"আমি পালাইব না। আমি এ পোড়া প্রাণ আর রাখিব না। আমি যে কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা লুকাইব না। অত্যাচারীর প্রাণবিনাশ করিতে তোমার হাতে আমি ছুরী দিয়াছিলাম। আমি জানিতাম না, তুমি ভীরু!—জানিলে, কখনই তোমার উপর এ কার্য্যের ভার দিতাম না। এই হাত, এতক্ষণ সে কাজ নির্ব্বাহ করিত। পাপিষ্ঠের হৃদয়ের রক্ত দেখিয়া আমার প্রতিশোধপিপাসা নিবৃত্তি হইত। জয়শ্রী! তুমি অযোগ্য পাত্রে দয়া প্রকাশ করিয়াছ। পরে জানিবে, যবন কখনই তোমার দয়ায় ভুলিবে না; সুবিধা পাইলেই সে তোমার স্বদেশের, তোমার স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

সেনাপতির হৃদয়ে ক্রোধবহ্নি জলিয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে "প্রহরী, প্রহরী!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

ইলা বলিলেন,—"তোমাকে প্রহরীদের ডাকিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি আপনি প্রহরীদের ডাকিয়া দিতেছি। আমি তোমার চক্ষু রাঙ্গাইবার ভয় করি না। আমি তুচ্ছ প্রাণের মায়া রাখি না। যদি কেবল আমার প্রতি তোমার প্রতারণা, প্রবঞ্চনার জন্য, এই ভয়ানক কার্য্যে হাত দিতাম, তাহা হইলে মনের ঘৃণায়, এ মুখ আর দেখাইতাম না, লজ্জায় মাটীর সহিত মিশাইয়া যাইতাম। কিন্তু অন্তর্য্যামিন্ জগদীশ আমার মনের ভাব, আমার কার্য্যের অভিপ্রায়, জানিতেছেন। আমি শত সহস্র নির্ব্বিরোধী, নিরীহ রাজপুতকে অত্যাচারীর হাত হইতে উদ্ধার করিবার মানস করিয়াছিলাম। আমি রাজপুতানাকে যবনভার হইতে মুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। যখন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না, সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না, তখন আমার মরিতে দুঃখ বা ভয় কিছুই নাই। এ দেহভার বৃথা বহন করিতে আর আমার ইচ্ছা নাই।"

সখেদে জয়শ্রী বলিলেন,—"তোমার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, যদি তুমি সেইরূপ সদুপায় অবলম্বন করিয়া উহা পূর্ণ করিবার যত্ন করিতে,

তাহা হইলে আমি কখনই তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধির প্রতিকূলাচরণ করিতাম না।”

এই সময়ে কতকগুলি যবনসেনা শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিল। সেনাপতি তাহাদিগকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশদ্বারা কম্পিতকলেবরা ইলাকে দেখাইয়া বলিলেন,—“তোমরা এই রাক্ষসীকে বন্ধন করিয়া কারাগারে লইয়া যাও। এই পাপীয়সী, এই নিমক্‌হারামী আমার প্রাণবিনাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।”

সদর্পে ইলা বলিলেন,—“সাবধান! আমার গায়ে কেহ হাত দিও না।” তৎপরে জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“যদিও আমি তোমার নিমিত্ত প্রাণ হারাইলাম, তথাচ তোমার উন্নত মনের, তোমার দয়া ও ক্ষমাগুণের আমি শত শত প্রশংসা করিতেছি। তুমি আমার পাপ অভিপ্রায় গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, আমার প্রাণ বাঁচাইবার যত্ন করিয়াছিলে। এ পোড়া পাপপ্রাণ রাখিবার আর আমার ইচ্ছা নাই। সেই জন্য, আমি আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছি। এ অপবিত্র দেহ পরিত্যাগে, আমি প্রস্তুত হইয়াছি। তোমার নিকট আমার এই শেষ প্রার্থনা, তুমি আমাকে পাপীয়সী বলিয়া, যাবনী ভাবিয়া ঘৃণা করিও না।”

ক্ষুণ্ণস্বরে জয়শ্রী বলিলেন,—“তোমায় ঘৃণা করিব! কখনই না। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, তোমার ন্যায় উচ্চমনা বীরাঙ্গনা, আমি এ জীবনে কখন দেখি নাই; আর কখন দেখিব, এরূপ আশাও করি না। তুমি সামান্যা রমণী নহ, তুমি রমণীরত্ন। এ পৃথিবী হইতে এরূপ অমূল্য রত্নের লোপ হইলে, শোভার সামগ্রী একটা কমিয়া যাইবে। ইলা! তুমি এই পাপ পৃথিবীতে অমৃত, বিষঘ্ন—মহৌষধ। ঈর্ষা, ঘৃণা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণারূপ বিবিধ বিষ-জ্বালায় যাহাদের হৃদয় জর্জ্জরিত, তাহাদের পক্ষে তুমি বিষঘ্ন, অমৃততুল্য মহৌষধ। তোমার ন্যায় রমণীর হৃদয় আমার বুঝিবার ক্ষমতা নাই। যে তোমায় একবার দেখিয়াছে, তোমাকে ভুলিবার তাহার সাধ্য

নাই। ইলা! তুমি ভাবিও না, দয়াময়ী করালা অবশ্যই তোমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।”

ইলার আয়ত লোচনকোণে জলকণা দেখা দিল। ইলা আবার বলিলেন,—“আমার সহিত আর তোমার দেখা হইবে না। আমার পূর্ব্বকাহিনী তুমি জান না। সেই জন্য সংক্ষেপে তোমায় তাহা বলিব। শুনিলে, আমার প্রতি তোমার দয়া হইবে, তুমি কখনই আমাকে যাবনী বলিয়া ঘৃণা করিবে না। আমি তোমার স্বদেশীয়, স্বজাতি রাজপুত্রী। আমার বাল্যকালে, আমার ধাত্রীকে অর্থের প্রলোভনে ভুলাইয়া, যবনসেনাপতি আমাকে হরণ করিয়া আনেন। আমার বিরহে, আমার বৃদ্ধ পিতা প্রাণত্যাগ করেন। শঠের প্রবঞ্চনায়, প্রতারণায় ভুলিয়া, সেনাপতির প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিয়া, আমি জাতিকুল, ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই হারাইয়াছি! সেনাপতি বিবাহ করিবেন বলিয়া, আমাকে ভুলাইয়া, আমার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন। পরে যখন তাঁহার রূপলালসা পূর্ণ হইল, যখন তাঁহার ভোগবাসনাও চরিতার্থ হইল, তখন তিনি আমার পবিত্র প্রণয় পদতলে দলিত করিলেন। আমি তখন জানিলাম, যবন রাক্ষস—নরাধম—নরপিশাচ।”

ক্রোধনস্বরে সেনাপতি বলিলেন,—“প্রহরিগণ! তোমরা কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? এই রাক্ষসীকে কারাগারে লইয়া যাইতেছ না কেন? শীঘ্র ইহাকে আমার সম্মুখ হইতে লইয়া যাও।”

কাঁদিতে কাঁদিতে ইলা বলিলেন,—“সেনাপতি! আমি চলিলাম। আমি কারাগার হইতে বধ্যভূমে যাইব, তথায় প্রাণ হারাইব। তাহার পর কোথায় যাইব, তাহা আমি জানি না! কিন্তু তোমার সহিত এই শেষ দেখা হইল, এরূপ তুমি মনে করিও না। আবার এক দিন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। সেই সাক্ষাতের দিনের, সেই মৃত্যু দিনের ভাবনা একবার ভাবিয়া দেখ। তোমার সেই মৃত্যু সময়ে, যখন পূর্ব্বকৃত অসংখ্য পাপের কথা তোমার হৃদয়ে উদয় হইবে; যে সকল সরলা অবলাদের বলপূর্ব্বক তুমি সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ,

যখন তাহাদের সেই হৃদিবিদারক ক্রন্দনধ্বনি তোমার কর্ণে প্রবেশিবে; যে সকল বালকবালিকাদের তুমি বিনা দোষে বিনাশ করিয়াছ, যখন তাহাদের রক্তাক্ত কলেবর তোমার নয়নাগ্রে নৃত্য করিবে; যখন সহস্র সহস্র অত্যাচার পীড়িত নিরীহ ব্যক্তির অভিসম্পাত, সহস্র সহস্র কালভুজঙ্গরূপে তোমাকে দংশাইবে; যখন অনাথ, অনাথিনীরা ভয়প্রদ ভীষণবেশে তোমার সম্মুখে আসিয়া তাহাদের পতিপুত্র, পিতামাতাকে চাহিবে; একবার সেই ভয়ানক সময়ের চিন্তা কর। তুমি না ভাবিলেও সে ভাবনা আপনা হইতেই তোমার হৃদয়ে আসিবে। জীয়ন্তে তোমাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করাইবে। আমি পাপীয়সী—কুলকলঙ্কিনী বিধর্ম্মী, অবশ্যই আমি মৃত্যুর পর নরকে যাইব; কিন্তু তুমি মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে, তাহা আমি জানি না, তোমার মৃত্যু দিনে আমি তাহা জানিব। আবার তখন তোমার নিকটে যাইব, বলিব, "সেই দেখা আর এই দেখা।" জিজ্ঞাসিব, 'প্রাণেশ! কেন তুমি আমার প্রাণে তত যন্ত্রণা দিয়াছিলে? কেন জগতের লোকের মনে তত কষ্ট দিয়াছিলে?' আমি তখন আবার তোমায় কোলে তুলিয়া বক্ষের উপর রাখিব, দয়াময়ের নিকট তোমার নিমিত্ত কৃপা যাচ্ঞা করিব; তুমি যেখানে যাইবে, তোমার সহিত সেই খানে যাইব।"

আর অধিক কথা ইলা বলিতে পারিলেন না। শোকদুঃখের প্রবল ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল, তাঁহার কণ্ঠাবরোধ হইয়া আসিল। সেনা পরিবেষ্টিত হইয়া, ইলা সেনাপতির শিবির হইতে গমন করিলেন। ইলার কথা শুনিয়া, জয়শ্রী স্তম্ভিত—বাক্ রহিত। জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া সেনাপতি বলিলেন—

'তুমি বীর, তুমি বিজ্ঞ, তুমি কখনই স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিবে না। আজ তোমার সখা অনুপকে ছাড়িয়া দিতে, ইলা আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিল, আমি তাহার কথা রাখি নাই বলিয়া, সে অভিমানে পাগলিনী প্রায় হইয়া, যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই বলিয়াছে।"

সখেদে জয়শ্রী বলিলেন,—"ইলা অভিমানিনী—পাগলিনী। কিন্তু তুমি তাহার অনুরোধ রক্ষা না করিলেও, জগদীশ তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। অনুপ আর বন্দী নাই। এখন তাঁহার স্থলে আমি তোমার বন্দী। আমি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছি।"

সবিস্ময়ে সেনাপতি বলিলেন,—"কি! অনুপ মুক্ত! অনুপ পালাইয়াছে! আঃ! তুমি আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছ! হা আল্লা! আমার প্রতিশোধপিপাসা কি কখনই নিবৃত্তি হইবে না?"

উদাসভাবে জয়শ্রী বলিলেন,—"তুমি বীর! তোমার হৃদয়ে এরূপ নীচ প্রবৃত্তি কিরূপে স্থান পাইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যিনি সমস্ত দুরন্ত রিপুকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বীর।"

"আমি শত্রুকে জয় করিতে পারি, কিন্তু প্রবৃত্তিকে জয় করিতে পারি না। স্বভাব পরিবর্ত্তন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।"

"দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, হৃদয়ে দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি উচ্চ গুণসমূহকে স্থান দাও, তাহা হইলে দুষ্প্রবৃত্তি স্বতঃই তোমার মন হইতে বিদূরিত হইতে থাকিবে; ক্রমে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হইবে।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সেনাপতি বলিলেন,—"তুমি মনে করিতেছ আমি অকৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি তোমায় সেরূপ মনে করিতে দিব না। আর তুমি আমার বন্দী নহ, আমি তোমাকে স্বাধীনতা প্রদান করিলাম। তুমি ইচ্ছা করিলে, এখনই এখান হইতে যাইতে পার। জয়শ্রী! আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমার সহিত বন্ধুতাপাশে বদ্ধ হই।"

"তুমি রাজপুত্রপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া গমন কর। হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিতে, তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে বিরত হও; আমি তোমাকে পরম সুহৃৎ বলিয়া গণ্য করিব।"

আকাশে মেঘাড়ম্বর ঝড়বৃষ্টি নিবৃত্তি হইয়াছে, আকাশ পরিষ্কার

হইয়াছে। এই সময় প্রকৃতি শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, চন্দ্রমাকে বক্ষে লইয়া, মনের আহ্লাদে হাস্য করিতে লাগিলেন। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে দেখিয়া, জয়শ্রী বলিলেন,—"দুর্য্যোগ থামিয়াছে, তবে এখন আমি চলিলাম।"

কয়েক পদ গমন করিয়া, জয়শ্রী ফিরিয়া আসিলেন এবং সেনাপতিকে বলিলেন,—"তুমি বেগমসাহেবের দোষ গ্রহণ করিও না, তাহাকে ক্ষমা করিও। সে অবলা, সরলা, সে সহস্র দোষ করিলেও ক্ষমার্হ—মার্জ্জনীয়।"

জয়শ্রীর মুখের দিকে সেনাপতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আর কোন কথা না বলিয়া, শিবির হইতে জয়শ্রী প্রস্থান করিলেন।

যাঁহারা উচ্চাশারূপ ছায়ার অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই হৃদয়ে শান্তি সুখ অনুভব করিতে পারেন না। কোন ব্যক্তিকে উচ্চপদে আরোহণ করিতে দেখিলে, কাহাকেও ঐশ্বর্য্যশালী হইতে দেখিলে, অথবা কাহারও যশোগান কীর্ত্তিত হইতে শুনিলে, তখনই ঈর্ষা আসিয়া তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করে। তাঁহারা সদাই ঈর্ষা, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাস হইয়া, চিরদিন মনের দুঃখে, নিরানন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পতিসম্মিলন।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত। সুনীল নৈশাকাশ ঘনঘোরঘটাচ্ছন্ন। গাঢ়-কৃষ্ণ-ঘন-চন্দ্রাতপে ধরাতল সমাবৃত। ক্রোড়ের মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কাদম্বিনীর ক্রোড়ে সৌদামিনী হাসিতেছে—খেলিতেছে, পরক্ষণেই আবার লুকাইতেছে। ভীষণ নিনাদে অশনি আরাবলির শিখর সকল চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে। প্রবল প্রভ-

ঞ্জন সুযোগ পাইয়া, অরণ্যের পাদপসমূহ সমূলে দলিত করিতেছে। তরুভ্রষ্ট• শাখা-প্রশাখা দুর্জ্জয় বায়ু বেগে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিতেছে। মুষলধারে বারিধারা বর্ষণ হইতেছে। সুপ্তো-খিত বন্যপশুপাল প্রাণভয়ে চারিদিকে দৌড়াইতেছে। প্রকৃতিসতী যেন বসুমতিকে রসাতলে দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাদৃশী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে, দুর্গাশ্রয়ের সীমান্ত বিজন বনে, ক্রীড়া তাঁহার শিশুসন্তানটীকে কোলে করিয়া, একটী পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ;—সমস্ত দিবস স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায়, কখন দুর্গাশ্রয়ের প্রাঙ্গণে, কখন বা তদ্‌সন্নিহিত কাননে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ক্রমে নিশা আগত হইলে,এতই অধীর এতই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি আত্মসংযম করিতে পারেন নাই। তিনি তখন পাগলিনীর ন্যায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করেন, কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে থাকেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, দুর্গাশ্রয়ের প্রহরিগণ, সমস্ত দিবসের শ্রান্তি জনিত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইলে, ক্রীড়া পুত্রটীকে ক্রোড়ে লইয়া, দুর্গাশ্রয়ের সীমান্ত বিজন অরণ্যে স্বামী উদ্দেশে গমন করেন। ক্রীড়া অরণ্যমধ্যস্থ পাদপ ও পশু সকলকে মনুষ্য ভ্রমে পতীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায়, যখন তিনি শিশুটীকে কোলে করিয়া বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রকৃতি যেন ক্রীড়ার মনের ভাব বুঝিয়া, উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন। প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হইবার সহিত, ক্রীড়ারও মনের ভাব কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল। তখন তিনি পার্থিব বস্তুর অস্তিত্ব জানিতে পারিলেন। তখন তাঁহার সংজ্ঞা ও চৈতন্যের উদয় হইল। তিনি শিশুটীকে নিরাপদে রাখিবার জন্য, আশ্রয়স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নিকটে একটী পর্ণকুটীর দেখিতে পাইয়া, তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া শিশুটীর সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ক্রীড়া. সেই নিশীথ সময়ে, গহন কাননে নির্জ্জন কুটীরে একাকিনী জীবনাধার সুপ্ত শিশু ক্রোড়া। অঙ্গের বেশ বিন্যাস স্থান ভ্রষ্ট। আলুলায়িত কুন্তলা। বেণিমুক্ত;—কেশপাশ পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত। সন্তানকে শোয়াইবার নিমিত্ত, ক্রীড়া কতকগুলি শুষ্ক পত্র সংগ্রহ করিলেন। সেই পত্রগুলি দিয়া একটী ক্ষুদ্র শয্যা রচনা করিলেন। সেই পর্ণশয্যার উপর শিশুটীকে শয়ন করাইয়া, অঞ্চল দ্বারা তাহার গাত্র আবরিত করিলেন। শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মনে মনে বলিলেন,—"দেহ! আমি আজি জানিলাম, তুই জড়পিণ্ড মাত্র। তোর ভালবাসিবার ক্ষমতা নাই; আমার হৃদয়ের মত ভালবাসিতে জানিলে, কখনই শ্রান্ত, ক্লান্ত হইতিস্ না;—আমার চরণ কখনই চলিতে কষ্টবোধ করিত না।" নিদ্রিত শিশুর উপর ক্রীড়ার দৃষ্টি পতিত হইল। ক্রীড়া শিশুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাছা! তুই সুখে ঘুমাইতেছিস্, কিন্তু তোর এই অভাগিনী মা আজ যে কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছিস্ না। যদি আমি নিশ্চয় জানিতে পারিতাম, তোর পিতা এ দুখিনীকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে আমিও তোর পাশে শুইতাম, অঘোরে ঘুমাইতাম;—সে ঘুম আর এ জীবনে ভাঙ্গিত না, সে ঘুম হইতে আর আমি জাগিতাম না। ঝটিকা! তুমি আজি আমার হৃদয়ের সঙ্গিনী। পতিবিরহে আজি আমার হৃদয়ে যেরূপ প্রবল বেগ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তুমিও আজি সেইরূপ প্রবল বেগে বহিতেছ। বিজলি! তুমি আমার দুঃখ দেখিয়া হাসিতেছ;—হাস, কিন্তু চিরদিন কেহ হাসে না, চিরদিন কেহ কাঁদে না। তোমার এ গর্ব্ব অধিকক্ষণ থাকিবে না, অচিরে তোমার দর্প চূর্ণ হইবে; চন্দ্রমা উদয় হইলে, আর তোমার ও হাসি থাকিবে না। তোমাকে মেঘের আড়ালে লুকাইতে হইবে। বজ্র! তুমি কি আমাকে পতিবিরহিনী দেখিয়া, চক্ষু রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাইতেছ? কর্কশ গর্জ্জনে আমাকে তাড়না করিতেছ? আমি তোমাকে ভয় করি না। না না,—বজ্র! তুমি পাপীর শাস্তি-

জন সুযোগ পাইয়া, অরণ্যের পাদপসমূহ সমূলে দলিত করিতেছে। তরুভ্রষ্ট. শাখা-প্রশাখা দুর্জ্জয় বায়ু বেগে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিতেছে। মুষলধারে বারিধারা বর্ষণ হইতেছে। সুপ্তো-থিত বন্যপশুপাল প্রাণভয়ে চারিদিকে দৌড়াইতেছে। প্রকৃতিসতী যেন বসুমতিকে রসাতলে দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাদৃশী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে, দুর্গাশ্রয়ের সীমান্ত বিজন বনে, ক্রীড়া তাঁহার শিশুসন্তানটীকে কোলে করিয়া, একটী পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ;—সমস্ত দিবস স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায়, কখন দুর্গাশ্রয়ের প্রাঙ্গণে, কখন বা তদ্সন্নিহিত কাননে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ক্রমে নিশা আগত হইলে,এতই অধীর এতই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি আত্মসংযম করিতে পারেন নাই। তিনি তখন পাগলিনীর ন্যায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করেন, কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে থাকেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, দুর্গাশ্রয়ের প্রহরিগণ, সমস্ত দিবসের শ্রান্তি জনিত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইলে, ক্রীড়া পুত্রটীকে ক্রোড়ে লইয়া, দুর্গাশ্রয়ের সীমান্ত বিজন অরণ্যে স্বামী উদ্দেশে গমন করেন। ক্রীড়া অরণ্যমধ্যস্থ পাদপ ও পশু সকলকে মনুষ্য ভ্রমে পতীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায়, যখন তিনি শিশুটীকে কোলে করিয়া বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রকৃতি যেন ক্রীড়ার মনের ভাব বুঝিয়া, উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন। প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হইবার সহিত, ক্রীড়ারও মনের ভাব কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল। তখন তিনি পার্থিব বস্তুর অস্তিত্ব জানিতে পারিলেন। তখন তাঁহার সংজ্ঞা ও চৈতন্যের উদয় হইল। তিনি শিশুটীকে নিরাপদে রাখিবার জন্য, আশ্রয়স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নিকটে একটী পর্ণকুটীর দেখিতে পাইয়া, তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া শিশুটীর সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ক্রীড়া. সেই নিশীথ সময়ে, গহন কাননে নির্জ্জন কুটীরে একাকিনী জীবনাধার সুপ্ত শিশু ক্রোড়া। অঙ্গের বেশ বিন্যাস স্থান ভ্রষ্ট। আলু-লায়িত কুন্তলা। বেণিমুক্ত;—কেশপাশ পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত। সন্তানকে শোয়াইবার নিমিত্ত, ক্রীড়া কতকগুলি শুষ্ক পত্র সংগ্রহ করিলেন। সেই পত্রগুলি দিয়া একটী ক্ষুদ্র শয্যা রচনা করিলেন। সেই পর্ণশয্যার উপর শিশুটীকে শয়ন করাইয়া, অঞ্চল দ্বারা তাহার গাত্র আবরিত করিলেন। শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মনে মনে বলিলেন,—"দেহ! আমি আজি জানিলাম, তুই জড়পিণ্ড মাত্র। তোর ভালবাসিবার ক্ষমতা নাই; আমার হৃদয়ের মত ভালবাসিতে জানিলে, কখনই শ্রান্ত, ক্লান্ত হতিস্ না;—আমার চরণ কখনই চলিতে কষ্টবোধ করিত না।" নিদ্রিত শিশুর উপর ক্রীড়ার দৃষ্টি পতিত হইল। ক্রীড়া শিশুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাছা! তুই সুখে ঘুমাইতেছিস্, কিন্তু তোর এই অভাগিনী মা আজ যে কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছিস্ না। যদি আমি নিশ্চয় জানিতে পারিতাম, তোর পিতা এ দুখিনীকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে আমিও তোর পাশে শুইতাম, অঘোরে ঘুমাইতাম;—সে ঘুম আর এ জীবনে ভাঙ্গিত না, সে ঘুম হইতে আর আমি জাগিতাম না। ঝটিকা! তুমি আজি আমার হৃদয়ের সঙ্গিনী। পতিবিরহে আজি আমার হৃদয়ে যেরূপ প্রবল বেগ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তুমিও আজি সেইরূপ প্রবল বেগে বহিতেছ। বিজলি! তুমি আমার দুঃখ দেখিয়া হাসিতেছ;—হাস, কিন্তু চিরদিন কেহ হাসে না, চিরদিন কেহ কাঁদে না। তোমার এ গর্ব্ব অধিকক্ষণ থাকিবে না, অচিরে তোমার দর্প চূর্ণ হইবে; চন্দ্রমা উদয় হইলে, আর তোমার ও হাসি থাকিবে না। তোমাকে মেঘের আড়ালে লুকাইতে হইবে। বজ্র! তুমি কি আমাকে পতিবিরহিনী দেখিয়া, চক্ষু রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাইতেছ? কর্কশ গর্জ্জনে আমাকে তাড়না করিতেছ? আমি তোমাকে ভয় করি না। না না,—বজ্র! তুমি পাপীর শাস্তি-

দাতা, দয়া করিয়া এ পাপীয়সীর মস্তকে পতিত হও, এ পাপপ্রাণ গ্রহণ কর, আমাকে পতিবিরহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।"

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে ক্রীড়া শুনিলেন, কে যেন অদূর হইতে "ক্রীড়া,—ক্রীড়া!" বলিয়া ডাকিতেছে। ক্রীড়া স্থির হইয়া, কাণপাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। আবার "ক্রীড়া,—ক্রীড়া!" নাম তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ক্রীড়ার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, আনন্দে দেহ নাচিতে লাগিল। ক্রীড়া বুঝিলেন, এ কণ্ঠস্বর অনুপের। তিনি দ্রুতপদে কুটীর হইতে স্বরের অনুসরণ করিলেন।

অনুপ সিংহ যবনকারাগার হইতে বহির্গত হইয়া, প্রথমতঃ দুর্গা-শ্রয়ে গমন করেন। জয়শ্রীর মুখে শুনিয়াছিলেন, ক্রীড়া শিশুসন্তান-টীকে লইয়া সেই স্থানে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। দুর্গদ্বারে আগমন মাত্র, প্রহরীর মুখে শুনিলেন,—"ক্রীড়া পুত্রটীকে লইয়া, গভীর রজ-নীতে দুর্গাশ্রয় ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন।" প্রহরী তাঁহাকে ক্রীড়ার দুরবস্থার কথা, আনুপূর্ব্বিক বলিল। শোকে, দুঃখে অনুপের হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া, দ্রুতপদে সে স্থান হইতে ক্রীড়ার অন্বেষণে গমন করিলেন। প্রথমে দুর্গসন্নিহিত কাননে অন্বেষণ করিলেন, সেখানে ক্রীড়ার সন্ধান পাইলেন না। পরে দুর্গ সীমান্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, "ক্রীড়া,—ক্রীড়া!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

প্রথমে অনুপ, যখন কাননে ক্রীড়ার অন্বেষণ করেন, তখন শুক্লা-চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমা সুনীল নভোমণ্ডলে হাসিতেছিলেন। তাঁহার হাসির ছটায় কাননের বৃক্ষ, লতা সকলেই হাসিতেছিল। কাননে বিফল-যত্ন হইয়া, যখন তিনি সীমান্তস্থিত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। সেই সময় সুখদুঃখ চিরস্থায়ী নহে, অবোধ মনুষ্যকে ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত, প্রকৃতি যেন চন্দ্রহাস শোভিত সুখস্নাত নভোমণ্ডলকে অকস্মাৎ দুঃখ-সাগরে ডুবাইলেন। নিবিড়-কৃষ্ণ-মেঘমালা আসিয়া, আকাশমণ্ডল আবরিত করিল, আকাশের সুখের দশা ফুরাইল। জলদাবৃত হৃদয়

হইতে প্রবল প্রভঞ্জনরূপ দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল। হৃদয় ভেদ করিয়া, আর্ত্তনাদরূপ ভীষণ বজ্রনাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল। বারিধারা যেন আকাশের অশ্রুধারা হইয়া, ধরাতলকে ভাসাইতে লাগিল। এই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টির সময়, চপলা হাসিয়া হাসিয়া শশিকলাকে কহিল,—"শশি! সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী। তুমি সেই ক্ষণস্থায়ী সুখের গর্ব্বে, ক্ষণপূর্ব্বে ফাটিয়া পড়িতেছিলে। নক্ষত্রমণ্ডিত গগনপটে থাকিয়া হাসিতে-ছিলে—খেলিতেছিলে, রূপের ছটা চারিদিকে ছড়াইতেছিলে, এখন তোমার সে গর্ব্ব কোথায়? এখন তোমার সে রূপের ছটা, সে রূপের ঘটা কোথায়?"

পাঠক! সুখদুঃখ রথচক্রের ন্যায় নিয়ত আবর্ত্তন করিতেছে। সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল। এইক্ষণে যিনি সুখী, পরক্ষণে তিনি দুঃখী। যিনি সুখের, সৌভাগ্যের সময়, গর্ব্বে ফাটিয়া পড়েন, অথবা যিনি দুঃখের সময় হতাস হইয়া পড়েন, তাঁহারা উভয়েই অবোধ—অজ্ঞান।

অনুপ অরণ্যমধ্যে ক্রীড়ার অনুসন্ধান করিতেছেন, ঝড়-বৃষ্টির প্রতি তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, ভ্রুক্ষেপ নাই। অন্ধকার নিবন্ধন যখন তিনি অরণ্যের পথ দেখিতে পাইতেছেন না, তখন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া বিজলীর অপেক্ষা করিতেছেন। ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী আভায় পথ স্থির করিয়া, আবার যাইতেছেন, "ক্রীড়া, ক্রীড়া!" বলিয়া বারবার চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন।

ক্রীড়া, অনুপের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট চিনিতে পারিলেন, আরও কিয়দ্দূর দৌড়াইয়া গিয়া অনুপকে দেখিতে পাইলেন। মণিহারা ফণি, যেরূপ মণি পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, আনন্দিত হইয়া থাকে, ক্রীড়াও অনুপকে পাইয়া সেইরূপ অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। উভয়ে উভয়কে পাইয়া যে কতই প্রীতি, কতই সুখ, কতই আনন্দ অনুভব করিলেন, যাঁহারা বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলন সুখানুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সে সুখ, সে প্রীতি অগাধ—অপ্রমেয়। বিচ্ছেদের পর, যখন যুবক-যুবতীর প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহারা পার্থিব

দাতা, দয়া করিয়া এ পাপীয়সীর মস্তকে পতিত হও, এ পাপপ্রাণ গ্রহণ কর, আমাকে পতিবিরহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।”

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে ক্রীড়া শুনিলেন, কে যেন অদূর হইতে “ক্রীড়া,—ক্রীড়া!” বলিয়া ডাকিতেছে। ক্রীড়া স্থির হইয়া, কাণপাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। আবার “ক্রীড়া,—ক্রীড়া!” নাম তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ক্রীড়ার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, আনন্দে দেহ নাচিতে লাগিল। ক্রীড়া বুঝিলেন, এ কণ্ঠস্বর অনুপের। তিনি দ্রুতপদে কুটীর হইতে স্বরের অনুসরণ করিলেন।

অনুপ সিংহ যবনকারাগার হইতে বহির্গত হইয়া, প্রথমতঃ দুর্গা-শ্রয়ে গমন করেন। জয়শ্রীর মুখে শুনিয়াছিলেন, ক্রীড়া শিশুসন্তান-টীকে লইয়া সেই স্থানে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। দুর্গদ্বারে আগমন মাত্র, প্রহরীর মুখে শুনিলেন,—“ক্রীড়া পুত্রটীকে লইয়া, গভীর রজ-নীতে দুর্গাশ্রয় ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন।” প্রহরী তাঁহাকে ক্রীড়ার দুরবস্থার কথা, আনুপূর্ব্বিক বলিল। শোকে, দুঃখে অনুপের হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া, দ্রুতপদে সে স্থান হইতে ক্রীড়ার অন্বেষণে গমন করিলেন। প্রথমে দুর্গসন্নিহিত কাননে অন্বেষণ করিলেন, সেখানে ক্রীড়ার সন্ধান পাইলেন না। পরে দুর্গ সীমান্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, “ক্রীড়া,—ক্রীড়া!” বলিয়া চীৎকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

প্রথমে অনুপ, যখন কাননে ক্রীড়ার অন্বেষণ করেন, তখন শুক্লা-চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমা সুনীল নভোমণ্ডলে হাসিতেছিলেন। তাঁহার হাসির ছটায় কাননের বৃক্ষ, লতা সকলেই হাসিতেছিল। কাননে বিফল-যত্ন হইয়া, যখন তিনি সীমান্তস্থিত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। সেই সময় সুখদুঃখ চিরস্থায়ী নহে, অবোধ মনুষ্যকে ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত, প্রকৃতি যেন চন্দ্রহাস শোভিত সুখস্নাত নভোমণ্ডলকে অকস্মাৎ দুঃখ-সাগরে ডুবাইলেন। নিবিড়-কৃষ্ণ-মেঘমালা আসিয়া, আকাশমণ্ডল আবরিত করিল, আকাশের সুখের দশা ফুরাইল। জলদাবৃত হৃদয়

হইতে প্রবল প্রভঞ্জনরূপ দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল। হৃদয় ভেদ করিয়া, আর্ত্তনাদরূপ ভীষণ বজ্রনাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল। বারিধারা যেন আকাশের অশ্রুধারা হইয়া, ধরাতলকে ভাসাইতে লাগিল। এই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টির সময়, চপলা হাসিয়া হাসিয়া শশিকলাকে কহিল,— "শশি! সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী। তুমি সেই ক্ষণস্থায়ী সুখের গর্ব্বে, ক্ষণপূর্ব্বে ফাটিয়া পড়িতেছিলে। নক্ষত্রমণ্ডিত গগনপটে থাকিয়া হাসিতেছিলে—খেলিতেছিলে, রূপের ছটা চারিদিকে ছড়াইতেছিলে, এখন তোমার সে গর্ব্ব কোথায়? এখন তোমার সে রূপের ছটা, সে রূপের ঘটা কোথায়?"

পাঠক! সুখদুঃখ রথচক্রের ন্যায় নিয়ত আবর্ত্তন করিতেছে। সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল। এইক্ষণে যিনি সুখী, পরক্ষণে তিনি দুঃখী। যিনি সুখের, সৌভাগ্যের সময়, গর্ব্বে ফাটিয়া পড়েন, অথবা যিনি দুঃখের সময় হতাস হইয়া পড়েন, তাঁহারা উভয়েই অবোধ—অজ্ঞান।

অনুপ অরণ্যমধ্যে ক্রীড়ার অনুসন্ধান করিতেছেন, ঝড়-বৃষ্টির প্রতি তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, ভ্রুক্ষেপ নাই। অন্ধকার নিবন্ধন যখন তিনি অরণ্যের পথ দেখিতে পাইতেছেন না, তখন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া বিজলীর অপেক্ষা করিতেছেন। ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী আভায় পথ স্থির করিয়া, আবার যাইতেছেন, "ক্রীড়া, ক্রীড়া!" বলিয়া বারবার চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন।

ক্রীড়া, অনুপের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট চিনিতে পারিলেন, আরও কিয়দ্দূর দৌড়াইয়া গিয়া অনুপকে দেখিতে পাইলেন। মণিহারা ফণি, যেরূপ মণি পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, আনন্দিত হইয়া থাকে, ক্রীড়াও অনুপকে পাইয়া সেইরূপ অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। উভয়ে উভয়কে পাইয়া যে কতই প্রীতি, কতই সুখ, কতই আনন্দ অনুভব করিলেন, যাঁহারা বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলন সুখানুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সে সুখ, সে প্রীতি অগাধ—অপ্রমেয়। বিচ্ছেদের পর, যখন যুবক-যুবতীর প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহারা পার্থিব

জগৎ ভুলিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ক্রীড়া তাঁহার সুন্দর মুখখানি অনুপের বক্ষে রাখিয়া, চক্ষের জলে, বক্ষ ভাসাইয়া দিলেন। অনুপও দুই হস্তে ক্রীড়ার গ্রীবা ধারণ করিয়া, ক্রীড়ার স্কন্ধের উপর মুখ রাখিয়া উন্মাদের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চক্ষের জলে উভয়ের গাত্রবস্ত্র আর্দ্র হইয়া গেল, বাষ্পবেগে তাঁহাদের কণ্ঠাবরোধ হইল, কিয়ৎক্ষণ কেহই কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ের বেগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হইলে, ক্রীড়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কম্পিতস্বরে অনুপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"নাথ! যদি তোমার দেখা পাইতে আর অর্দ্ধদণ্ড বিলম্ব হইত, তাহা হইলে হয় আমি পাগলিনী হইতাম, না হয় আত্মঘাতিনী—"

সবিস্ময়ে অনুপ বলিলেন,—"সে কি!"

ক্রীড়া কহিলেন,—"আমি দেখিতেছি, তুমি আমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছ। নাথ! কঠিনহৃদয় পুরুষেরা রমণীর কোমল হৃদয়ের গতি বুঝিতে পারে না। তাহারা জানে না, জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা পতিবিরহিনী করিতে পারে না।"

অনুপ কহিলেন,—"সত্য, পতির জন্য সতী সকলই করিতে পারে।"

আবেগসহকারে ক্রীড়া কহিলেন—

"নাথ! এ দুঃখিনীকে ভুলিয়া, খোকাকে ভুলিয়া, যবনশিবিরে কিরূপে তুমি এত দিন কাটাইলে?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া অনুপ বলিলেন,—"প্রিয়ে! আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাদের নিকট আসিতে বিলম্ব করি নাই। আমি যবনহস্তে বন্দী হইয়াছিলাম, সেই জন্যই আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। প্রাণাধিকে! তোমার সহিত বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় করালাদেবীর মন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পর এই কয়েক প্রহর মাত্র দেখা হয় নাই!"

মধুরস্বরে ক্রীড়া বলিলেন,—"আমার মনে হইয়াছিল, যেন কত দিনই তোমায় দেখি নাই। তুমি চক্ষের আড় হইলে, মুহূর্ত্তকে আমার

বৎসর বলিয়া বোধ হয়। নাথ! এখানে আর বিলম্ব করিব না, আমাদের প্রাণসর্ব্বস্বটীকে একটী পর্ণকুটীরে ফেলিয়া আসিয়াছি।"

সবিস্ময়ে অনুপ বলিলেন,—"সে কি! তবে চল, শীঘ্র চল।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখের উপর দুঃখ।

কুটীর হইতে ক্রীড়ার গমনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। দুই জন যবনসেনা দিবাভাগে যুদ্ধের সময় প্রাণভয়ে এই অরণ্যমধ্যে লুকাইয়াছিল। রাত্রির প্রথম যামে প্রহরীর ভয়ে, ঝড়বৃষ্টির ভয়ে, শিবিরে যাইতে পারে নাই। এখন তাহারা সেই নিভৃত স্থান হইতে বহির্গত হইল, দ্রুতপদে যবনশিবির অভিমুখে যাইতে লাগিল।

তাহারা যে পথ দিয়া যাইতেছিল, সেই পথের পার্শ্বে পূর্ব্বকথিত পর্ণকুটীর। সেনাদ্বয় কুটীরের সম্মুখীন হইলে, কুটীর মধ্য হইতে অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। ঐ অস্ফুটধ্বনি তাহাদের কর্ণগোচর হইল। সেনাদ্বয় কুটীর সম্মুখে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। একজন অপরকে কহিল,—"ওঃ বাবা! ও কিরে? ও কিসের শব্দ রে? কে যেন কাঁদ্‌চে! এত রেতে বনের ভিতর কে কাঁদে?"

দ্বিতীয় সেনা বলিল,—"এ বন—জঙ্গল, এর ভিতর ভূত, প্রেত শাঁকচুন্নী কত কি থাকে। কে কাঁদে, কে কি করে, কে জানে, চল ভাই, আমরা এখান থেকে পালাই।"

প্রথম সেনা বলিল,—"তুই বেটাত আস্ত উল্লূক।"

২য়।—"তুই বেটাত মস্ত ভাল্লুক।"

১ম।—"তোর ত বড়ই সাহস দেখ্‌চি। তোর যদি এত ভয়, তবে

যুদ্ধ কর্‌তে এসেছিস্‌ কেন? মেগের আঁচল ধরে ঘরের ভিতর বসে থাক্‌তে হয়। সাধে কি তোকে উল্লূক বল্লুম্‌। ঐ শোন, আমাদের ছাউনির চৌকিদার হাঁক্‌চে। আমরা ছাউনির কাছে এসে পড়েছি। এমন জায়গায় ভূত প্রেত থাকে না। চল্‌ ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি, কাণ্ড কারখানাটা কি।"

দুই জনে কুটীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, একটী সুন্দর শিশু পর্ণশয্যার উপর শুইয়া রহিয়াছে। কুটীর জনশূন্য। শিশুটী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। শূন্য কুটীর দেখিয়া, তাহাদের সাহস হইল। তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং একদৃষ্টে শিশুটীর দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল।

দ্বিতীয় সেনা বলিল,—"ভাই, ছেলেটী দিব্বি সুন্দর। এমন খুব-সুরৎ ছেলে আমি কখন দেখিনি। যাহোক, এখনি এর মাবাপ কেও এখানে এসে পোড়্‌বে। তারা আমাদের দেখ্‌তে পেলে বিপদ ঘোট্‌বে। চল্‌ ভাই, এখান থেকে পালাই।"

রাগতভাবে প্রথম সেনা বলিল,—"তুই বেটা মেয়ে মানুষের বেহদ্দ। তুই বেটা ভয়েই খুন। দুজন এক জন লোকে আমাদের কি কোর্‌বে। আমরা হুজরী সেপাই, আমাদের কোন ভয় নাই। দেখ ভাই, ঘরে আমার একটী ছেলে আছে, তার বয়েস ঠিক এই ছেলেটার মত। আমি এই ছেলেটাকে ঘরে নিয়ে যাব, দুটী ছেলেতে একসঙ্গে খেলা করবে।"

দ্বিতীয় সেনা তাহার সহচরকে শিশুটী চুরী করিয়া লইয়া যাইতে নিবারণ করিল। তাহাকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু সে শুনিল না। শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া, দ্রুতপদে কুটীরমধ্য হইতে বাহিরে আসিল। উভয়েই চঞ্চলপদে যবনশিবিরাভিমুখে গমন করিল। আনন্দসহকারে প্রথম সেনা বলিল—

"আল্লা, আজ আমাদের উপর খোস হয়েছেন। আজ আমাদের

বক্ত ভাল বল্‌তে হবে। আজ আমরা যে কেবল জান বাঁচাতে পেরেছি তা নয়, আমাদের গায়ে একটা চোটও লাগেনি। বিশেষ গড়ে যাবার যে লুকোনো পথটা দেখ্‌তে পেয়েছি, সেনাপতিকে সে খোস খবর দিলে, তিনি আমাদের বহুত টাকা ইনাম দেবেন। আর আমাদের চাকরী করে খেতে হবে না। আর এই যে ছেলেটা, কে জানে—হয় ত এ হতে আমার নসিব ফিরে যাবে।" এইরূপ কথোপ-কথন করিতে করিতে, অরণ্যভূমি অতিক্রম করিয়া সেনাদ্বয় যবন-শিবির সীমায় উপনীত হইল।

কুটীর হইতে সেনাদ্বয়ের গমনের কিয়ৎক্ষণ পরে, অনুপের সহিত ক্রীড়া ঐ কুটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনুপকে কিঞ্চিৎদূরে রাখিয়া, ক্রীড়া দৌড়াইয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্রীড়া প্রথমে সেই পর্ণশয্যায়, তাহার পর সেই কুটীরের চারি-দিক সচকিত নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু শিশুটীকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। একবার, দুইবার, বারবাব ক্রীড়া কুটীরটী খুঁজিলেন, খোকাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ক্রীড়ার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিল। ক্রীড়া পাগলিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া,—"খোকারে!—বাবারে! তুই কোথা গেলি রে!" বলিয়া, কাঁদিয়া উঠিলেন।

ক্রীড়ার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া, দ্রুতপদে অনুপ কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—ক্রীড়া সংজ্ঞাশূন্যা.চেতনাশূন্যা,মূর্চ্ছিতা, ভূমে পতিতা। অনুপ শশব্যস্তে ক্রীড়াকে ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, বহুকষ্টে সংজ্ঞা সম্পাদন করিলেন। ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে?—খোকা কোথায়?"

কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রীড়া বলিলেন,—"নাথ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! প্রাণধন খোকাকে দেখিতে পাইতেছি না। হায়! কি হোল! বাছারে,—যাদুরে,—তুই কোথা গেলি রে! বাপ্‌রে,—প্রাণ যায় রে!—" ক্রীড়া এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনুপ পুত্রের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে সময় তিনি শোকে অধীর হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে, ক্রীড়া প্রাণে মরিবে, পুত্রেরও অনুসন্ধান হইবে না। এই ভাবিয়া প্রবোধরজ্জু দিয়া হৃদয় বাঁধিলেন; মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

করুণস্বরে ক্রীড়া বলিলেন,—"হা পুত্র! হা হৃদয়ধন! তুই আমায় ফেলে কোথা গেলি? বাপ্রে,—কাছে আয় রে,—তোকে না দেখে প্রাণ বেরয় রে! গোপাল! তুই আমার অঙ্কেরনিধি! অভাগিনীর সর্ব্বনাশ করে কে তোরে হোরে নিলে রে! বাছা, আয়, আয়, তোকে বুকে করে তাপিত হৃদয় শীতল করি! উঃ! কি হোল—খোকা কোথায় গেল?"

আশ্বাসস্বরে অনুপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খোকাকে কোথায় রাখিয়া গিয়াছিলে?"

"এই খানে,—এই কুটীরে,—এই পত্রশয্যায় রাখিয়া গিয়াছিলাম। বাছা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পাছে কোলে করিলে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সেই ভয়ে আমি কোলে করিয়া তাকে লইয়া যাই নাই।"

"তবে কোথাও যায় নাই। তুমি কুটীর হইতে চলিয়া গেলে তার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। সে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া, হয়ত হামা দিয়া কুটীরের বাহিরে গিয়া থাকিবে, খুঁজিলে এখনই তাহাকে পাওয়া যাইবে। স্থির হয়ে, ভাল করে ভেবে দেখ দেখি, তোমার ত ভ্রম হয় নাই? এই কুটীরেই কি তাহাকে শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিলে?"

"আমি আপন হস্তে, এই শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। নাথ! আমার ভুল হয় নাই। এই কুটীরেই, এই শয্যাতেই, আমি তাহাকে শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম।"

"ঐ একখানি কুটীর দেখা যাইতেছে। বোধ হয়, ঐ কুটীরের লোক খোকার কান্না শুনিয়া, তাহাকে লইয়া গিয়া থাকিবে। ঐ কুটীরে গমন করিলে, নিশ্চয়ই খোকার সংবাদ পাওয়া যাইবে।"

"তবে চল, শীঘ্র চল। কিন্তু ঐ কুটীর যদি চোর ডাকাতের হয়,

তাহলে তারা নিশ্চয়ই খোকাকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে, তারা কথনই ফিরাইয়া দিবে না।”

উভয়েই কুটীর সন্নিহিত স্থান সকল খুঁজিতে খুঁজিতে অদূরস্থিত কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গুরু সন্দর্শন।

পাঠক! তোমার মনে থাকিবে, উদাসীন রামানুজ স্বামী যবন-সেনানায়কদিগকে অভিসম্পাত করিয়া লোকালয়ে বাস করিবেন না, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তিনি যবনশিবির হইতে আরাবলী সানুদেশস্থ অরণ্যাভিমুখে গমন করেন এবং বনমধ্যে একটী শূন্য কুটীর দেখিয়া, অদ্য দুই দিবস তাহারই মধ্যে বাস করিতেছেন।

অনুপ ও ক্রীড়া সেই অদূরস্থিত পর্ণকুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অনুপ ডাকিলেন,—“ঘরে কে আছ,—দ্বার খোল ?”

অনুপ একবার, দুইবার, তিনবার ডাকিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। তথন তিনি কুটীরদ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন, এবং “ঘরে কে আছ দ্বার খোল,”বলিয়া বার বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তোমরা ? এই রাত্রিকালে, এই বিজন বনে, কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ ?”

আগ্রহসহকারে ক্রীড়া বলিলেন,—“খোকা,—খোকাকে খুঁজিতে আসিয়াছি,—দাও আমার খোকা।”

অনুপ বৃদ্ধের মুখের দিকে কিয়ৎকাল একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, সবিস্ময়ে মনে মনে বলিলেন,—“একি! আমি কি জ্ঞান হারাইয়াছি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?” পুনর্ব্বার বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করি-

লেন, অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সহসা বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"গুরুদেব! প্রভো! আমি আপনার শিষ্য—অনুপ।"

উদাসীনও অনুপকে তাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া, বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি জলদগম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে অনুপ? আমার প্রিয়শিষ্য—অনুপ?"

রামানুজের পদপ্রান্তে অনুপ পতিত হইলেন। স্বামী হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে ভূপৃষ্ট হইতে উত্তোলন করিলেন এবং আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ক্রীড়া মনে মনে বলিলেন,—"কৈ, বৃদ্ধ ত এখনও খোকাকে দেয় নাই, তবে কেন উনি বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন। কেনই বা উহাকে এত ভক্তি করিতেছেন, আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

স্বামীজীকে সম্বোধন করিয়া অনুপ বলিলেন,—"গুরুদেব! বড় বিপদ। এ বিপদে আপনি ভিন্ন আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহ নাই।"

কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রীড়া বলিলেন,—"আপনি খোকাকে দিন। আমি যত দিন বাঁচিব, আপনার চরণে দাসী হইয়া থাকিব।" উদাসীনকে নিরুত্তর দেখিয়া, ক্রীড়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—"খোকা আপনার কাছে নাই, আপনি খোকাকে দেখেন নাই, এমন নিদারুণ কথা বলিবেন না। বলিলে, আমি প্রাণে বাঁচিব না। আপনাব সম্মুখে এখনই স্ত্রীহত্যা হইবে। কই, আপনি ত কিছুই বলিতেছেন না! তবে কি আপনি খোকাকে দেখেন নাই, তবে কি তাহাকে কোন হিংস্র জন্তুতে লইয়া গিয়াছে?" ক্রীড়া অধীরা হইয়া উঠিলেন, আর তথায় স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, পাগলিনীর ন্যায় দ্রুতবেগে কুটীর হইতে বনাভিমুখে গমন করিলেন।

রামানুজ স্বামী অনুপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি ত এ ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না?"

বিষণ্ণবদনে অনুপ বলিলেন,—"ঐ রমণী আমার স্ত্রী—ক্রীড়া। উহাকে দুর্গাশ্রয়ে রাখিয়া, আমি অদ্য যবনদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে

গিয়াছিলাম। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া,শেষে যবনহস্তে বন্দী হইয়াছিলাম। অল্পকাল হইল, কারামুক্ত হইয়া আসিয়া শুনি,—"পুত্রটীকে লইয়া ক্রীড়া অরণ্যাভিমুখে আসিয়াছে।" দুর্গাশ্রয় হইতে অনুসন্ধান করিতে করিতে, আমি এইখানে আসিয়া তাহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছিলাম। আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সে নিদ্রিত শিশুটীকে ঐ কুটীরমধ্যে রাখিয়া,আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দৌড়াইয়া আইসে।"

স্বামীজী বলিলেন,—"এরূপ নির্জ্জন বনে, শূন্য কুটীরে শিশুটীকে একলা রাখিয়া আসা ভাল হয় নাই।"

যখন অনুপের সহিত স্বামীজী কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় ক্রীড়া পুনর্ব্বার ঐ কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি একমনে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। উদাসীনের কথা তাঁহার হৃদয়ে বজ্রসম পশিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

"আমি মানুষ নহি—আমি রাক্ষসী। আমি খোকাকে একলা ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। আমি তার মা নহি, আমি তার শত্রু। আমা হইতেই তার প্রাণ গিয়াছে। বালাই—সে বেঁচে আছে। আমি সমস্ত পৃথিবী খুঁজিব, পৃথিবীতে না পাইলে, স্বর্গে গিয়া আমি তাহাকে খুঁজিয়া আনিব।"

আবার দ্রুতপদে ক্রীড়া অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন। রোদন ধ্বনিতে বনস্থল কাঁপাইয়া তুলিলেন। অনুপ স্বামীজীকে কহিলেন—

"আর আমি এখানে অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। ক্রীড়া, পুত্রবিরহে জ্ঞানহারা পাগলিনী প্রায় হইয়াছে। এখন ভালমন্দ বিবেচনা করিবার তাহার শক্তি নাই। কি জানি যদি সহসা আত্মঘাতিনী হয়। তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য, আপাততঃ আমাকে আপনার নিকট হইতে বিদায় লইতে হইতেছে।"

এই কথা বলিয়া অনুপ স্বামীজীর চরণধূলি মস্তকে লইলেন। স্বামীজী কি বলিবেন মনে করিয়াছিলেন,কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিল, অনুপ আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, ক্রীড়া যে দিকে গমন

করিয়াছেন, সেই দিকে দ্রুতপদে গমন করিলেন। রামানুজ স্বামী কুটীরদ্বার হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

"অনুপ! কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমিও তোমার সহিত তোমার পুত্রের অন্বেষণে যাইব।" এই বলিয়া স্বামীজীও কুটীর হইতে দ্রুতপদে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

প্রাতঃকাল। বালসূর্য্য আরক্তিম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্বাকাশে উদয় হইয়াছেন। মৃদু মধুর প্রভাত সমীর বহিতেছে। কুসুমকলিকা প্রস্ফুটিত হইতেছে। পুষ্পপরিমললোভী অলিকুল মধুপানাশয়ে কাননাভিমুখে ছুটিতেছে। বিহঙ্গমেরা কুলায় বসিয়া, মধুর স্বরে প্রভাতি গীত গাহিতেছে। কোন কোন পক্ষী গীত গাহিতে গাহিতে আহারোদ্দেশে ইতস্ততঃ উড়িয়া যাইতেছে। এখন প্রকৃতি শান্ত, সুন্দর, মধুর। এখন প্রকৃতির মূর্ত্তি দেখিলে, কে বলিবে যে এই সেই গত যামিনীর ঘোরঘনঘটাচ্ছাদিতা, ক্ষণপ্রভাচমকিতা, ভীষণ অশনিনাদিনী, প্রবলপ্রভঞ্জনপ্রবাহিনী, পাদবকুলবিদলিনী, মুষলধারাবারিধারাবর্ষিণী, জীবকুল ভয়প্রদায়িনী প্রকৃতি। যবনশিবির এখনও নিস্তব্ধ। সেনাগণ এখনও নিদ্রিত। কেবল যাহাদের শিবিরাবর্জ্জনাদি পরিষ্কার করিতে হইবে, অথবা অন্যবিধ সময়োচিত কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, তাহারাই উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেহ বা তামাকু সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছে, হাই তুলিতেছে, চক্ষু মুছিতেছে।

দরবারমণ্ডপের সম্মুখে একখানি চৌকির উপর গাফুর খাঁ বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। গুড়গুড়ির উদরস্থ জল গুড়্‌গুড়্ করিয়া

ডাকিতেছে। গুড়গুড়ির উদ্গারিত ধুম, গাফুরের মুখ নিঃসৃত হইয়া হেলিয়া দুলিয়া শূন্যে উঠিতেছে।

এমন সময়ে একজন প্রহরী গাফুরের নিকট আসিয়া বলিল—

"হুজুর! একজন রাজপুত ভোরের সময় ছাউনির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। সে কে, কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায়, কোন কথার স্পষ্ট জবাব দিতে পারে নাই। তাকে ধরে, তার হাতে হাতকড়ি দিয়েছি। হুকুম হোলে তাকে হুজুরের সামনে হাজির করি।"

গাফুর খাঁ বলিলেন, "মাজরাটা কি জানিতে হইবে। বোধ হয়, লোকটা রাজপুতদের চর হইবে।" গাফুরের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, শৃঙ্খলাবদ্ধ জয়শ্রীকে সঙ্গে করিয়া কতকগুলি যবনসেনা পটমণ্ডপে উপস্থিত হইল। দূর হইতে জয়শ্রী গাফুরের কথার শেষ ভাগ শুনিতে পাইয়াছিলেন। ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে তিনি গাফুরকে বলিলেন—

"আমি গুপ্তচর? মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা! কি বলিব আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ, আমি নিরস্ত্র, নচেৎ আমাকে যে চর বলে, এতক্ষণে তার মাথা কাটিয়া ফেলিতাম। আমি গুপ্তচর! আমি রাজপুতসেনাপতি, আমি—জয়শ্রী।"

গাফুর লজ্জিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "ব্যাপারটা কি? জয়শ্রী—রাজপুতসেনাপতি আমাদের ছাউনির মধ্যে এমন সময় একাকী বেড়াইতেছিলেন; অবশ্যই ইহার ভিতর কিছু রহস্য আছে।"

এই সময় সেনাপতির শিবির হইতে তূরীধ্বনি হইল। গাফুর খাঁ বলিলেন,—"সেনাপতি স্বয়ং এইখানে আসিতেছেন। তিনিই এই বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিবেন।"

সেনাপতির শিবির হইতে জয়শ্রী গমন করিলে, নানাবিধ চিন্তায় সেনাপতি আর নিদ্রাসুখানুভব করিতে পারেন নাই। দরবারমণ্ডপে সেনাগণের কথোপকথনের শব্দ শুনিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, শীঘ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দরবারমণ্ডপাভিমুখে আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, জয়শ্রী শৃঙ্খলাবদ্ধ, সেনাপরিবেষ্টিত

দণ্ডায়মান। সবিস্ময়ে বলিলেন—"একি! রাজপুতসেনাপতি জয়শ্রী শৃঙ্খলাবদ্ধ?"

সসম্ভ্রমে গাফুর বলিলেন,—"শেষ রাত্রে ইনি আমাদের ছাউনির মধ্য দিয়া চিতোরদুর্গের দিকে যাইতেছিলেন। প্রহরীরা ইহাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তাদের কথার কোন উত্তর দেন নাই। সে জন্য তারা এঁকে রাজপুতচর বিবেচনা করে বন্দী করিয়া আনিয়াছে।"

সেনাপতি বলিলেন,—"এখনই রাজপুতসেনাপতির বন্ধন মোচন করিয়া দাও।" তাহার পর জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। সেনারা চিনিতে পারে নাই, চিনিতে পারিলে কখনই তোমার গায়ে হাত দিতে সাহস করিত না। বিশেষ তোমার হস্তে অস্ত্র থাকিলে তাহারা তোমার নিকটে যাইত না।" সেনাপতি আপনার কটিবন্ধ হইতে তরবারি মোচন করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—"জয়শ্রী! আমার এই খরশাণ অসি তোমাকে দিতেছি। ইহা বন্ধুদত্ত উপহার জ্ঞানে গ্রহণ করিলে, আমি বড়ই প্রীতিলাভ করিব!"

জয়শ্রীকে তরবারি প্রদান করিয়া সেনাপতি আবার বলিলেন—

"যবনেরাও প্রকৃত বীরকে সম্মান করিতে জানে। তাহারা শত্রুকেও তাঁহার পদোচিত মান্য প্রদর্শন করিতে জানে।

হাসিতে হাসিতে জয়শ্রী বলিলেন,—"রাজপুতেরাও শত্রুর দোষ মার্জ্জনা করিতে জানে। আমি কি এক্ষণে যাইতে পারি?"

"ইচ্ছা করিলে যাইতে পারেন।"

"আবার পথিমধ্যে আমার গমনে বাধা দিবে না ত?"

"না, না।" তিনি গাফুরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "তুমি প্রহরীদের বলিয়া দেও, যেন ইহাঁর গমনে আর কেহ বাধা না দেয়।"

এমত সময়ে দুইজন সেনার সহিত দানেশ খাঁ অনুপ সিংহের শিশু সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া দরবারমণ্ডপ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেনাপতিকে ছেলাম করিয়া বলিলেন—

"এই দুই জন সেনা গতকল্যের যুদ্ধ সময়ে প্রাণভয়ে আরাবল্লী পর্ব্বতারণ্যে লুকাইয়াছিল। এরা যে নিভৃতস্থানে লুকাইয়াছিল, সেই স্থানের সন্নিহিত গিরিগুহার মধ্য দিয়া চিতোরদুর্গে যাইবার একটা গুপ্ত পথ আছে। আমরা যে পথের সন্ধান জানিবার জন্য—"

ভ্রূকুটী করিয়া সেনাপতি বলিলেন,—"চুপ—চুপ। তোমাব কি চক্ষু নাই। তুমি কি অন্ধ! সম্মুখে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না।"

দানেশ খাঁ ইতিপূর্ব্বে জয়শ্রীকে ভাল কবিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে সেনাপতির কথায়, তিনি তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, রাজপুতসেনাপতি জয়শ্রী। দানেশ খাঁ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। গুপ্তপথের কথা চাপা দিবার মানসে, তিনি বিনয় সহকারে সেনাপতিকে বলিলেন—

"এই সেনারা আসিবার সময়, বনের মধ্যে একটী কুঁড়ে ঘরের ভিতর, এই রাজপুতবালকটীকে দেখতে পেয়ে, একে লয়ে—"

ব্যস্তসহকারে সেনাপতি বলিলেন,—"ছেলেটাকে নিয়ে কি হবে? ওটাকে উদয়সাগরের জলে ফেলে দাওগে।"

জয়শ্রী বালকটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন— "এ যে অনুপের পুত্র,—কি সর্ব্বনাশ!—একে এরা কোথা পেলে!"

তৎপরে সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—" এ ছেলেটী আমাকে দাও?"

সেনাপতি জয়শ্রীর মুখে বালকটীকে অনুপের পুত্র শুনিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

'মুবারক খোদা! আজ আল্লা আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। যখন অনুপের ছেলেকে হাতে পাইয়াছি, তখন অনুপকে বিনা আয়াসে আবার হাতে পাইব।"

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জয়শ্রী বলিলেন—"মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া তুমি কি বালকটীকে আটকাইয়া রাখিতে অভিলাষী?"

যবনসেনাপতি জয়শ্রীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না, মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"যখন অনুপ যুদ্ধে যবনসেনা ক্ষয় করিয়া, জয়ী হইবে এবং আনন্দে নাচিবে; আমি সেই সময় তাহাকে বলিব, "তোমার পুত্রের প্রাণ আমার হস্তে, আমার আয়ত্তাধীনে।" অমনই পুত্রশোকে অনুপের চক্ষে জল আসিবে, ক্ষণপূর্ব্বে যে হাসিতেছিল, ক্ষণ পরে সে কাঁদিবে। সে জয়ী হইয়াও পরাস্ত হইবে, আমি পরাস্ত হইয়াও জয়ী হইব।"

বিষাদসাগরমগ্ন জয়শ্রী বলিলেন,—"চুপ করিয়া রহিলে যে,—তুমি কি এই বালকটীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত নহ। দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতৃ স্তনপান করিতে না পাইলে কতক্ষণ বাঁচিবে, শীঘ্রই ইহার ক্ষুদ্র দেহ হইতে জীবনশিখা নিবিবে। ক্রীড়াও পুত্রহারা হইয়া বাঁচিবে না,—সেও প্রাণে মরিবে।"

হাস্যমুখে সেনাপতি কহিলেন—"ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা আর কত কি বলিব, নিরন্তর আমার হৃদয়কে যাতনা দিয়া থাকে। অনুপের প্রাণ, মান, তার বীরত্বাভিমান, আমি যতদিন না নষ্ট করিতে পারিব, ততদিন আমার হৃদয় হইতে ঐ সকল প্রবৃত্তি যাইবে না। আমার যাতনার শেষ হইবে না। আল্লা আজ অনুগ্রহ করিয়া অনুপের পরিবর্ত্তে তার পুত্রকে আমার হস্তে দিয়াছেন। এখন আমি ইচ্ছা করিলেই অনুপের সর্ব্বনাশ করিতে পারিব। তার প্রাণ, মান, বীরত্বাভিমান সকলই পদতলে পেষণ করিতে পারিব।"

জয়শ্রী মনে মনে বলিলেন,—"উঃ! এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, রাক্ষস।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"এই নিরপরাধী বালকটীর প্রতি অত্যাচার করিতে কি তোমার মনে কষ্টবোধ হইবে না? দেখ, দেখ, একবার বালকটীর দিকে চাহিয়া দেখ, বালকটী তোমার মুখের দিকে চাহিয়া মধুভরা মিষ্ট হাসি হাসিতেছে। এরূপ সুন্দর কোমল কোরকটীকে তাহার জীবনবৃন্ত হইতে ছিন্ন করিতে কি তোমার হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইবে না?"

জয়শ্রীর কথায় উত্তর না দিয়া সেনাপতি ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন—

"এই বালকটী কি সুন্দরী ক্রীড়ার মত দেখিতে হইয়াছে?"

ক্রোধে জয়শ্রীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি তিব্রস্বরে কহিলেন, "তুমি যদি এই বালকটীর মস্তকের এক গাছি কেশ স্পর্শ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, তোমার অমানুষিক কার্য্যের প্রতিফল তুমি সেই মুহূর্ত্তেই পাইবে। অনাথনাথ জগদীশ শিশুহন্তাকে তাহার পাপের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিবেন না।"

সেনাপতি বলিলেন,—"অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, সে জন্য তোমার চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই।"

দুঃখে, শোকে জয়শ্রীর হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি সেনাপতির চরণতলে পতিত হইলেন এবং বিনয়সহকারে কহিলেন—

"আমি রাজপুতসেনাপতি,—আমি বীর জয়শ্রী,—আমি তোমার প্রাণদাতা;—আমি তোমার চরণ ধরিয়া, তোমার নিকট শিশুটীকে ভিক্ষা চাহিতেছি, দয়া করিয়া বালকটীকে ভিক্ষাস্বরূপ আমাকে প্রদান কর। আমি যাবজ্জীবন তোমার দাস হইয়া থাকিব, তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তোমার আদেশ পালন করিব। আমি অদ্যাবধি কোন মনুষ্যের চরণে মাথা নোয়াই নাই। আমি ইহজীবনে কখন কাহারও নিকট ভিক্ষা করি নাই।"

সেনাপতি মুখ ফিরাইলেন, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"জয়শ্রী! আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, বড়ই দুঃখিত হইলাম। আর আমায় বৃথা লজ্জা দিও না।"

হৃদয়শূন্য, মমতাশূন্য যবনসেনাপতির কথা শুনিয়া, জয়শ্রীর হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইল। তাঁহার স্বাভাবিক দীর্ঘ দেহ ক্রোধে যেন অধিকতর দীর্ঘ হইয়া উঠিল। তাঁহার আয়ত লোচনদ্বয় আরক্তিম হইল। তিনি ক্রোধাবেগ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সরোষে

বলিলেন,—"আমি এখন দেখিতেছি, ঈশ্বরই অনুগ্রহ করিয়া এই অসি খানি আমাকে দিয়াছেন। এ অসি তোমার অনুগ্রহদত্ত নহে।"

সহসা জয়শ্রী দানেশ খাঁর ক্রোড় হইতে শিশুটীকে কাড়িয়া লইয়া আপন ক্রোড়ে রাখিলেন এবং সদর্পে বলিলেন,—"যদি কেহ এই বালকটীকে আমার নিকট হইতে লইতে সাহস কর, অগ্রসর হও।" এই কথা বলিয়া, তিনি কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিয়া ঘুরা-ইতে ঘুরাইতে যবনশিবির হইতে দ্রুতপদে বহির্গত হইলেন।

সেনাপতি ভয়ে ও লজ্জায় পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ—নির্ব্বাক। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া দানেশ খাঁকে বলিলেন,—"তুমি শীঘ্র সেনা লইয়া জয়শ্রীর অনুসরণ কর। শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। যাও—শীঘ্র যাও। কিন্তু সাবধান, জয়শ্রীর প্রাণবিনাশ করিও না।"

সেনাগণ সহিত দানেশ খাঁ জয়শ্রীর অনুসরণে গমন করিলেন। সেনাপতি মণ্ডপদ্বার নিকটস্থ একটী উচ্চ কাষ্ঠের মঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যে দিকে জয়শ্রী গমন করিয়াছেন, সেই দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া জয়শ্রী একবার পশ্চাৎ ফিরিলেন। দেখি-লেন, কতকগুলি যবনসেনা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। সম্মুখে একটী বৃহৎ আম্র বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, তিনি সেই বৃক্ষের মূলে পৃষ্ঠ দিয়া তরবারি হস্তে সেনাগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে সেনাগণ তাঁহার সম্মুখীন হইল। তিনি তরবারি ঘুরাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্রগামী চারিজন সেনার মস্তক ছেদন করিলেন। পুনর্ব্বার চারিজন অগ্রসর হইল, তাহারাও পূর্ব্ববৎ অগ্র-গামী দলের অনুসরণ করিল। দানেশ খাঁ অবশিষ্ট সেনার সহিত প্রাণ-ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। জয়শ্রী শিশুক্রোড়ে শিবিরসীমান্ত অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নির্ভয়ে সদর্পে অভীষ্ট পথা-ভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরাশা।

মঞ্চোপরি হইতে জয়শ্রীর অসিচালননিপুণতা, আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রহস্ততা দেখিয়া যবনসেনাপতি মনে মনে তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জয়শ্রীকে গ্রাস হইতে শিকার কাড়িয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া ক্রোধে, দুঃখে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি গাকুর খাঁকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন,—"গাকুর! রাজপুতেরা প্রকৃত বীর। আমরা বৃথা বীরত্বের অভিমান করিয়া থাকি। একাকী জয়শ্রী শত্রুব্যূহমধ্য হইতে বন্দীকে কাড়িয়া লইয়া গেল! আমাদের সেনারা তাহাকে ধৃত করিতে পারিল না! তাহার গাত্রে একটা আঘাতও করিতে পারিল না! গাকুর! তুমি বীরাগ্রগণ্য, তুমি পঞ্চাশজন অশ্বারোহীসেনা লইয়া শীঘ্র জয়শ্রীর অনুসরণ কর। বিলম্ব করিও না, বিলম্ব করিলে ধরিতে পারিবে না। নিতান্ত পক্ষে যদি সহজে ধরিতে না পার, গুলি চালাইও। যাহাতে অনুপের পুত্রটীকে লইয়া জয়শ্রী পালাইতে না পারে, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিও। জীবন্ত তাহাকে আনিতে না পার, তাহার ও অনুপের পুত্রের মৃতদেহ, আমার নিকট আনিও। যাও,—শীঘ্র যাও।"

গাকুর খাঁ, পঞ্চাশজন সেনার সহিত জয়শ্রীর অনুসরণে গমন করিলেন। তাঁহারা অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া তীরবেগে ছুটিলেন। ক্রমে তাঁহারা সেনাপতির দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। সেনাপতি মঞ্চোপরি হইতে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এই সময়ে দালেশ খাঁ গলদঘর্ম্ম হাঁপাইতে হাঁপাইতে মঞ্চের নিকট আগমন করিলেন। সেনাপতি তাঁহাকে দেখিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া

বলিলেন,—"দানেশ খাঁ! আজ তুমি বড়ই বীরত্ব দেখাইয়াছ। তোমার বীরত্বে আমি বড়ই খুসী হইয়াছি। একজন রাজপুত শতাধিক যবন-সেনার সম্মুখ হইতে বন্দীকে লইয়া পালাইল, তোমরা তাহার কেহই কিছুই করিতে পারিলে না। তাহার মস্তকের একগাছি কেশও স্পর্শ করিতে পারিলে না।"

দানেশ খাঁ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি সেনাপতির কথার কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না।

সেনাপতি মঞ্চের উপর একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"গাফুর, শীঘ্রই জয়শ্রীর নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে, নিশ্চয়ই সে অনুপের পুত্রের সহিত জয়শ্রীকে ধৃত করিতে পারিবে। হা, আল্লা! তুমি হস্তে রত্ন দিয়া আবার কাড়িয়া লইলে! আমার পায়ে ধরিয়া জয়শ্রী শিশুটীকে ভিক্ষা চাহিয়াছিল, আমি স্বার্থসিদ্ধির আশয়ে, তাহার অনুরোধ রক্ষা করি নাই। কিন্তু যদি তিনি বালকটীকে লইয়া পালাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার লজ্জার—দুঃখের সীমা থাকিবে না। জয়শ্রী হাসিবে—অনুপ হাসিবে! উঃ। সে হাসি আমার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইবে।"

এই সময়ে বন্দুকের শব্দ সেনাপতির কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ঐ শব্দ শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"বোধ হয় গাফুর জয়শ্রীকে ধৃত করিতে পারে নাই। যদি সে ছেলেটার সহিত জয়শ্রীকে আহত করিয়া,—অথবা নিহত করিয়া আমার নিকট আনিতে পারে, তাহা হইলেও আমার প্রতিশোধ-পিপাসা কিয়ৎপরিমাণে নিবারণ হইবে। অনুপ পুত্রশোকে কাঁদিবে। সেই ক্রন্দনধ্বনি সঙ্গীতের ন্যায় আমার কর্ণে মিষ্ট লাগিবে। শুনিয়াছি, অনুপের স্ত্রী ছেলেটীকে প্রাণসম ভালবাসে, সম্ভবতঃ সে পুত্রশোকে মরিবে, অনুপও স্ত্রীপুত্রের শোকে মরিবে; তাহা হইলে রাজপুত্রেরা মস্তকশূন্য হইবে। আমি কণ্টকশূন্য হইব। বিনা আয়াসে রাজপুতানা আমার করতলগত হইবে।"

সহসা সেনাপতির হৃদয়ে যে আশাস্রোত বহিতেছিল, তাহা রুদ্ধ হইল! ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর গাফুর খাঁ মঞ্চের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেনাপতিকে ছেলাম করিয়া অধোবদনে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্যগ্রতাসহকারে সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবর কি?"

গাফুর বলিলেন,—"সয়তান ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়েছে।"

সেনাপতির চক্ষুদ্বয় ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি গুলি করিয়া তাকে মার নাই কেন? আমি ত গুলি করিতে তোমাকে আজ্ঞা দিয়াছিলাম।"

জনৈক সেনা বলিল,—"হুজুর, আমরা গুলি করিয়াছিলাম, কিন্তু গুলি লাগে নাই।"

গাফুর বলিলেন,—"না না, সে যখন ছেলেটাকে এক হাতে ধরিয়া, অপর হাতে সাঁতার কাটিয়া নদী পার হইতেছিল, আমি সেই সময় তাহার দক্ষিণ হস্ত লক্ষ্য করিয়া গুলি মারি। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার গুলি তার হাতে লাগিয়াছে, কিন্তু সে গুলি খাইয়াও পার হইয়া তীরে উঠিয়াছে।"

ক্ষুণ্নস্বরে সেনাপতি বলিলেন,—"ছেলেটা! অনুপের ছেলেটাকে অক্ষত লইয়া জয়শ্রী পালাইল! উঃ!—জয়শ্রী আজ আমার মুখের গ্রাস লইয়া পালাইয়াছে। দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় আমার হৃদয় ফাটিতেছে।"

দানেশ খাঁ বলিলেন,—"বৃথা শোচনা করিলে কি হইবে, এক্ষণে যাহাতে আমরা প্রতিশোধ লইতে পারি, তাহারই পরামর্শ করা কর্ত্তব্য। শত্রু-দুর্গ-প্রবেশের গুপ্তপথের সংবাদ আজ আমরা পাইয়াছি। আমরা যদি এখনি সেই গুপ্তপথ দিয়া দুর্গ প্রবেশ করিতে পারি, তাহা হইলে শত্রুসেনা সহসা আমাদিগকে দুর্গমধ্যে দেখিয়া ভয়ে পালাইবে। আমরা বিনাযুদ্ধে দুর্গ অধিকার করিতে পারিব। শুনিয়াছি, নগরবাসীরা তাহাদের স্ত্রীকন্যা, বালকবালিকা এবং সমস্ত ধনরত্ন দুর্গমধ্যে রাখিয়াছে। দুর্গ দখল হইলে, রাজপুতদের

স্ত্রীপুত্রকন্যা আমাদের হস্তগত হইবে এবং প্রচুর অর্থও আমাদের লাভ হইতে পারিবে।”

সেনাপতির হৃদয়াকাশে পুনর্ব্বার আশা-সূর্য্যের উদয় হইল। তাঁহার বিষাদবারিদসমাচ্ছন্ন ম্লান মুখ আবার জ্যোতির্বিশিষ্ট হাস্যময় হইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—“দানেশ! ভাল বলিয়াছ। তোমার পরামর্শমত কার্য্য করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। গাফুর! তুমি শীঘ্র তুরকী সেনাদলের মধ্য হইতে, দুই সহস্র বলবান্ ও সাহসী সওয়ার বাছিয়া,অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহাদের প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দেও। দানেশ! তুমিও প্রধান প্রধান সেনানায়কদের সহিত প্রস্তুত হও। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যেই আমি যুদ্ধযাত্রা করিব।”

দানেশ খাঁ সেনাপতির আজ্ঞাপালনে গমন করিলেন। গাফুর খাঁও সেনাপতিকে ছেলাম করিয়া সেনানায়কদিগের নিকট গমন করিলেন। গাফুর কয়েক পদ গমন করিলে, সেনাপতি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—“আজ আমি সয়তানী ইলার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছি। বেলা দশ ঘটিকার সময় তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। এই সংবাদ আমার প্রধান কর্ম্মচারী সের খাঁ পাইয়াছে ত?”

দানেশ বলিলেন,—“হাঁ, তিনি সংবাদ পাইয়াছেন। বেগম সাহেব আপনার নিকট একটী অনুরোধ করিয়াছেন———”

সেনাপতি সক্রোধে বলিলেন,—“আমি তার কোন অনুরোধ রাখিব না। আমি তার কোন কথা শুনিব না।”

দানেশ বলিলেন,—“সে অতি সামান্য অনুরোধ। আপনি যে দিন তাঁকে প্রথমে বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন, সেই দিন তিনি যে হিন্দু পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন,সেই পরিচ্ছদটী পরিয়া মরিতে চাহেন।”

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সেনাপতি বলিলেন,—“সের খাঁকে সে পরিচ্ছদটা দিতে বলিও। দানেশ! আমি রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে চাহি, ইলার প্রাণদণ্ড হইয়াছে;—সে পাপীয়সী, সে রাক্ষসী ‘দোজখে’ গিয়াছে। সের খাঁকে বলিবে, সে যেন স্বয়ং হাজির

থাকিয়া ইলার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। খবরদার আমার হুকুম তামিল করিতে যেন গাফিলি করে না।”

“যে আজ্ঞা” বলিয়া, গাকুর সেনানায়কদিগের শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। সেনাপতিও যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইবার জন্য আপন পটমণ্ডপাভিমুখে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজদরবার।

বেলা আনুমানিক নয় ঘটিকা। সভাগৃহে অমাত্য ও পারিষদবর্গ বেষ্টিত মহারাণা উদয়সিংহ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। মহারাণা সেনানায়কগণের সহিত যুদ্ধবিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, জয়শ্রী ও অনুপের অপার সাহসের প্রশংসা করিতেছেন এবং অনুপ গতরাত্রে যবন-হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছেন। এমন সময় ক্রীড়ার সহিত অনুপ সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রীড়া পাগলিনীর ন্যায় মহারাণার সিংহাসনতলে পতিতা হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—“রাজন্! এ হতভাগিনীকে পায়ে ঠেলিবেন না। এ দুঃখিনীকে চিরদুঃখসাগরে ভাসাইবেন না। আপনি রাজা—প্রজাগণের পিতা—আমারও পিতা। আপনি যদি আপনার পুত্র-কন্যাদের কান্না না শুনিবেন, আপনি যদি তাহাদের দুঃখ দূর না করিবেন, তবে তাহাদের রোদন কে শুনিবে, তাহাদের দুঃখ কে দূর করিবে? পিতঃ! আমার পতি আপনার জন্য, আপনার রাজ্যের জন্য, প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন; তিনি প্রাণের আশা ছাড়িয়া আপনার ও আপনার রাজ্যের জন্য অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি রাজপুত্রদিগের জন্য, বিনা ক্ষোভে আপন দেহের রক্তপাত করিয়াছেন। পিতঃ! খোকা বড় হইলে, অস্ত্র ধরিতে শিখিলে, সেও আপনার

জন্য, স্বদেশের জন্য, প্রাণ দিতে কাতর হইবে না। পিতঃ! দিন আমার পুত্রকে দিন। পুত্র বিনা আমি প্রাণে বাঁচিব না। আমরা দুজনেই আপনার চরণতলে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

রোদনপরায়ণা ক্রীড়াকে সম্বোধন করিয়া অনুপ বলিলেন—

"দুঃখিনি! পাগলিনি! কেন বৃথা মহারাণার কোমল প্রাণে ব্যথা দিতেছ। আমাদের অদৃষ্টের ফেরে আমরা দুঃখ পাইতেছি, মহারাণা কি করিবেন।"

আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুমুখী ক্রীড়া কহিলেন,—"রাজপুতানার মহারাণা মনে করিলে কি করিতে না পারেন! তিনি কি মনে করিলে, আমার ন্যায় দুঃখিনীর দুঃখ দূর করিতে পারেন না?"

গম্ভীরস্বরে মহারাণা বলিলেন,—"মহামায়া করালা দেবীর কৃপায়, তুমি শীঘ্রই পুত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। ক্রীড়া! আমি যখন প্রজাদের দুঃখের কথা শুনিয়া, তাহাদের দুঃখ দূর করিতে পারি, তখনই আমি আপনাকে রাজা বলিয়া মনে করি,—তাহাদের সুখে সুখানুভব করি। কিন্তু যখন আমি তাহাদের দুঃখ দূর করিতে পারি না, যখন তাহাদের দুঃখসাগরে ভাসিতে দেখি, যখন তাহাদের কাঁদিতে দেখি, তখন আমি মনে করি,—আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তি, আমার ন্যায় দুঃখী জগতে আর কেহ নাই। আমি রাজপদের যোগ্য নহি।"

এই সময় সভাগৃহের প্রাঙ্গণ হইতে, "জয় জয়শ্রীর জয়, জয় রাজপুতসেনাপতির জয়", এইরূপ জয়শব্দ সমুত্থিত হইল। ক্রীড়ার শিশু সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া, আহত জয়শ্রী সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। অস্ফুটবচনে ক্রীড়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভগ্নি! তোমার খোকাকে ধর।"

শশব্যস্তে জয়শ্রীর ক্রোড় হইতে ক্রীড়া শিশুটীকে আপন ক্রোড়ে লইলেন। আনন্দে তাঁহার নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ সজলনয়নে পুত্রের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার সুন্দর মুখে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন।

আনন্দে তাঁহার হৃদয় নাচিতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ক্রীড়া বলিলেন—"দাদা! তোমার বন্ধুকে না পাইলে, খোকাকে না পাইলে, আমি প্রাণে বাঁচিতাম না। তুমি আর এ জগতে এ অভাগিনী ক্রীড়াকে দেখিতে পাইতে না। আজি তুমি কেবল আমার নহে, তোমার বন্ধুর, তোমার বন্ধুপুত্রের—তিন জনেরই প্রাণ বাঁচাইয়াছ। আমরা জীবনে মরণে তোমার। যতদিন বাঁচিব, খাইতে, শুইতে, বসিতে, তোমার গুণগান করিব; তোমার সুখ-সৌভাগ্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব।"

জয়শ্রী সাশ্রুনয়নে ক্রীড়ার দিকে চাহিয়া, তখনই মুখ ফিরাইয়া অনুপকে বলিলেন,—"ভাই! এখন আর আমার মরিতে দুঃখ নাই। যবনহস্ত হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছি, আমাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম শিশুটীকেও শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া জননীর ক্রোড়ে দিয়াছি। খোকা দীর্ঘজীবী হউক—তোমরা সুখে—"। জয়শ্রীর মুখের কথা মুখে রহিল, তিনি বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না,সভামধ্যে অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। ক্রীড়া বেগে জয়শ্রীর নিকট গমন করিলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ওগো! তোমরা সকলে এখানে দৌড়ে এস! দাদার হাত দিয়ে রক্তের ঢেউ খেলাচ্ছে! দাদার আর সংজ্ঞা নাই।"

অনুপ চঞ্চলপদে জয়শ্রীর নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং উত্তরীয়বসন ছিন্ন করিয়া ক্ষতমুখ বন্ধন করিয়া দিলেন। ক্রীড়া জয়শ্রীর পার্শ্বে বসিয়া, বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। মহারাণাও শশব্যস্তে সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া জয়শ্রীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়শ্রী সংজ্ঞালাভ করিলেন। অনুপকে সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

"ভাই! শিশুটীকে যবনহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে আমি সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছি। আমি বাঁচিব না। তোমাকে—ক্রীড়াকে—যে সুখী করিতে পারিয়াছি—সেই সুখে আমি মৃত্যু-যাতনা—অনুভব

করিতে পারিতেছি না।" পুনর্ব্বার জয়শ্রী চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলেন, আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

মহারাণা সম্মুখবর্ত্তী জনৈক বিশ্বাসী অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহাসঙ্কট উপস্থিত, তুমি স্বয়ং শীঘ্র যাইয়া রাজবৈদ্যকে ডাকিয়া আন।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া, অমাত্য তখনই সভা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়, ওমরাও সিংহ দ্রুতবেগে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারাণাকে অভিবাদন করিয়া ব্যস্ততাসহকারে বলিলেন,—"বড় বিপদ! বোধকরি কোন বিশ্বাসঘাতক রাজপুত, যবনসেনাপতিকে আমাদের দুর্গপ্রবেশের গুপ্তপথের সংবাদ বলিয়া দিয়াছে। যবনসেনাপতি, সসৈন্যে আসিয়া দুর্গ-পরিখা-প্রাকারের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছেন। মহারাজ! এতক্ষণ কি হইয়াছে বলিতে পারি না। যবনদের সহসা দুর্গাভিমুখে আসিতে দেখিয়া,সেনারা ভয় পাইয়াছে,—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। মহারাজ! দুর্গমধ্যে আমাদের অধিকাংশ কুলকামিনীরা অবস্থিতি করিতেছেন, রাজকোষের অধিকাংশ ধনও তথায় রক্ষিত হইয়াছে। যবনেরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, আমাদের সর্ব্বনাশ—জাতিনাশ হইবে!"

সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা বলিলেন---

"বীরগণ! কি দেখিতেছ, শীঘ্র তোমরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দুর্গ রক্ষার্থ গমন কর, আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না। তোমাদের কুলকামিনীরা, স্ত্রীকন্যারা যবনসেনা কর্ত্তৃক বেষ্টিত—আক্রান্ত। তাঁহাদের ভয় দুর করিতে, তাহাদের শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে তোমরা শীঘ্র গমন কর। বীরগণ! আজ রাজপুতনামের গৌরব রক্ষা কর। আজ বীরত্বের সত্য মহিমা দেখাও।"

সভাসদ্‌গণ দ্রুতপদে সভা হইতে গমন করিলেন। মহারাণা ক্রীড়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"বাছা! অনুপকে লইয়া আমি এক্ষণে দুর্গরক্ষার্থ চলিলাম।

জয়শ্রী তোমার নিকট রহিলেন। দেখিও যেন তাঁহার চিকিৎসার কোনরূপ তাচ্ছিল্য না হয়। তোমার পতিপুত্রকে যবনহস্ত হইতে উদ্ধার করিতেই, জয়শ্রী এইরূপ শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছেন। তুমি স্বয়ং জয়শ্রীর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাক। জয়শ্রীকে একাকী রাখিয়া কোথাও যাইও না।"

করুণস্বরে ক্রীড়া কহিলেন,—"যদি আমার প্রাণ দিলে দাদা আরোগ্য হন, আমি এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। আমি প্রাণপণে দাদার সেবাশুশ্রূষা করিব, সেজন্য আপনি চিন্তা করিবেন না।"

সখেদে অনুপ বলিলেন,—"কি করি?—উঃ! এমন সময় সখার নিকটে থাকিতে পারিলাম না! সখাকে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছাও হইতেছে না। যবন দুর্গদ্বারে উপস্থিত—ওঃ!——"

জয়শ্রীর সংজ্ঞা হইয়াছিল। তিনি যবনকর্ত্তৃক সহসা দুর্গ আক্রমণের কথা শুনিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভাই! আমার জন্য চিন্তা নাই। যাও—শীঘ্র যাও।" অনুপ আপন ক্রোড় হইতে ক্রীড়ার ক্রোড়ে জয়শ্রীর মস্তক রাখিলেন। জয়শ্রী আবার অচেতন হইয়া ক্রীড়ার ক্রোড়ে পতিত রহিলেন। সরোষে অনুপ বলিলেন—

"আজ হয় যবনসেনাপতি রণক্ষেত্রে প্রাণ হারাইবে, না হয় অনুপ প্রাণ দিবে। যবন, আজ জয়শ্রীর অঙ্গে যেরূপ রক্তপাত করিয়াছে, আমিও আজ সেইরূপ যবনসেনাপতির শোণিতে ধরা রঞ্জিত করিব। জয় মহামায়ার জয়, জয় ধর্ম্মের জয়।"

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের জয়।

সশস্ত্র রাজপুতসেনা শীঘ্র দুর্গমধ্যে সমবেত হইল। অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া মহারাণা স্বয়ং দুর্গ রক্ষার্থ দুর্গমধ্যে রহিলেন। পাঁচ

সহস্র সেনা লইয়া, দুর্গমধ্যস্থ একটী গুপ্ত সুড়ঙ্গ দিয়া, অনুপ দুর্গ বহির্ভাগে গমন করিলেন। অনুপের আজ্ঞামত সেনারা পশ্চাৎদিক দিয়া যবনসেনা ঘিরিয়া ফেলিল। আনুমানিক এক ঘণ্টাকাল ভয়ানক যুদ্ধ হইল। কখন "আল্লা হো আল্লা" কখন বা "জয় মহামায়ীকি জয়" ইত্যাদি জয়শব্দ মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিল। অস্ত্রের ঠন্ ঠন্ শব্দ, অশ্বের হ্রেসারব, আহতের আর্ত্তনাদ—সর্ব্বোপরি বন্দুকের গর্জ্জন আরাবলীর গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সুশিক্ষিত যবনসেনার সম্মুখে, বিশেষ তুরকীসেনার বন্দুকের সম্মুখে রাজপুত-সেনা অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের শ্রেণীভঙ্গ হইতে লাগিল। অনুপ বারম্বার সেনাগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা গুলির মুখে তিষ্ঠাইতে পারিল না। সহসা দুর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। মহারাণা সসৈন্যে আসিয়া সম্মুখ হইতে যবনসেনা আক্রমণ করিলেন। অগ্র পশ্চাৎ দুই দিক হইতে যবন-সেনা আক্রান্ত হইয়া, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইল। হতাবশিষ্ট সেনার সহিত যবনসেনাপতি আরাবলী সানুদেশস্থিত অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিলেন। অনুপ সিংহ এক সহস্র সেনা লইয়া পলায়িত সেনাপতির অনুসরণ করিলেন। অল্পদূর গিয়াই দেখিতে পাইলেন, যবনসেনাপতি একটী নির্জ্জন গিরিকন্দরে লুক্কায়িত। রাজপুতসেনা কন্দর-পথ অবরোধ করিল। যবনসেনাপতি পালাইবার উপায় না দেখিয়া, সমভিব্যাহারী সেনাগণকে কহিলেন,—"রাজপুত পঙ্গপাল আমাদের চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিয়াছে। আমরা এখান হইতে পালাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিব না। অতএব যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইবে। প্রাণ থাকিতে,আমি কখনই রাজপুতের বশ্যতা স্বীকার করিতে পারিব না।" অগ্রগামী রাজপুতসেনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোদের সেনাপতি জয়শ্রী আর অনুপ কোথায়? তারা কি আমার ভয়ে লুকাইয়া আছে?"

ওমরাও সিংহের সহিত অনুপ যবনসেনাপতির সম্মুখে গমন করিলেন। সদর্পে বলিলেন,—"ভয় কাহাকে বলে রাজপুত্রেরা তাহা জানে না। ব্যাঘ্র কখন অজাপাল দেখিয়া লুক্কায়িত হয় না। আজ তোর নিস্তার নাই। আজ আমি জয়শ্রীর রক্তপাতের প্রতিশোধ লইব। আজ আমি তোর রুধিরে প্রতিশোধ-পিপাসা মিটাইব।"

ব্যঙ্গস্বরে যবনসেনাপতি বলিলেন,—"তুমি প্রকৃত বীর বটে। আজ সেই বীরত্বের পরিচয় দিবার জন্য হাজার সেনা লইয়া পঞ্চাশ জন যবনের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ। যদি তোমার বীরত্বের অভিমান থাকে, তবে আমার সহিত ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এস আমরা দুই জনে যুদ্ধ করি, উভয় দলের সেনারা দেখুক, জগতের লোক জানুক কে প্রকৃত বীর—তুমি—কি আমি।"

বীরদর্পে অনুপ কহিলেন,—"তথাস্তু।" সমভিব্যাহারী সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে এইখানে দাঁড়াইয়া আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখ। কেহ আমার সাহায্যের অভিলাষী হইয়া যবন-সেনাপতিকে আক্রমণ করিও না।"

যবনসেনাপতিও তাঁহার সঙ্গীদিগকে তাঁহাদের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। অনুপ এবং হিমু উভয়ে কন্দরের একটী প্রশস্থ স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা এককালে কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন।

উভয়ের অসি সংঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। উভয়ের অসি ক্ষণচমকিত চপলার মত চক্‌মক্ করিতে লাগিল। উভয়েই বীরকেশরী, তুল্য বলী, তুল্য কৌশলী। কেহ কাহাকেও শীঘ্র পরাস্ত করিতে পারিলেন না। কখন বা অনুপ যবনসেনাপতিকে আক্রমণ করেন, আবার পরক্ষণেই হিমু শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অনুপকে আক্রমণ করেন। তাঁহাদের আঘাত, প্রতিঘাত, প্রহরণ, আবরণ প্রভৃতি বিবিধ অসিচালন কৌশল দেখিয়া, উভয়-পক্ষের সেনাদল উভয়কে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে অনুপের ঢাল, যবনসেনাপতির অসির আঘাতে দ্বিধা হইয়া গেল। অনুপের আত্মরক্ষা করা সঙ্কট হইয়া উঠিল। হঠাৎ পা পিছলাইয়া অনুপ ভূমে পড়িয়াগেলেন। অমনি সুবিধা পাইয়া যবনসেনাপতি অনুপের গ্রীবালক্ষ্য করিয়া অসি উত্তোলন করিলেন। সহাস্যবদনে সেনাপতি বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক! এখন তোর প্রাণ আমার হাতে—"

অনুপের অধীনস্থ সেনারা হাহা শব্দ করিয়া উঠিল। সহসা যবন-সেনাপতির দৃষ্টি অদূরবর্ত্তী একটা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমার উপর নিপতিত হইল। পথিমধ্যে যেরূপ হঠাৎ বিষধর ফণাধর দেখিয়া পথিক চলত-শক্তি শূন্য পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া থাকেন; হিমুও সেইরূপ স্পন্দ রহিত হস্তপদাদি চালনশক্তি শূন্য হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। গাত্রের লোম সকল উর্দ্ধমুখ হইয়া উঠিল। ভয়ে কণ্ঠ শুষ্ক হইল। তাঁহার হস্তস্থিত অসি ভূতলে খসিয়া পড়িল।

অবকাশ পাইয়া অনুপ তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হিমুর গ্রীবা লক্ষ্য করিয়া সজোরে অসি প্রহার করিলেন। যবন সেনাপতি ভয়ে চমকিয়া একপদ পশ্চাৎ হটিয়া গেলেন। অনুপের অসি তাঁহার গ্রীবার উপর না পড়িয়া স্কন্ধদেশে পতিত হইল। ভয়ানক-রূপ আহত হইয়া যবনসেনাপতি সংজ্ঞাশূন্য ভূমে পতিত হইলেন। তাহার দেহদীপ হইতে জীবনশিখা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, এইরূপই সকলে অনুমান করিলেন।

যবনসেনা হাহাকার করিতে লাগিল। রাজপুতসেনা "জয় মহামায়ীকি জয়, জয় মহারাণাকি জয়, জয় সেনাপতি অনুপ সিংহকি জয়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এই জয়ধ্বনি আকাশপথে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রতিধ্বনি শত্রুহৃদয়ে শেল-সম, মিত্রহৃদয়ে সুশ্রাব্য মধুর সঙ্গীতবৎ প্রবেশ করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এ আবার কে?

এই গহন বনে, এই নির্জ্জন গিরিকন্দরে এ আবার কে? যাহাকে দেখিয়া যবনসেনাপতি সহসা জ্ঞানশূন্য হইলেন, এই জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমা কে? এই প্রতিভাশালিনী আশ্চর্য্য যোগিনী কে? ইনি কি কোন সুরবালা, বা অপ্সরী, বা কিন্নরী, অথবা কোন মায়াবিনী? ইনি কি আরাবলী অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী, না চিরারাধ্যা চিতোর-রাজলক্ষ্মী? অথবা মূর্ত্তিমতী মহামায়া করালা ত্রিশূল-হস্তে যবনসেনা সংহার করিতে এই বিজন অরণ্যে অবতীর্ণা? পাঠক! ইনি দেবী বা অপ্সরী, বা কিন্নরী নহেন, ইনি মরধর্ম্মাক্রান্তা মানবী—তোমার পূর্ব্ব পরিচিতা সুন্দরী ইলা।

পাঠক! আজ যবনসেনাপতি ইলার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন, আজ সেনাপতির নিকট হইতে ইলার হিন্দু পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মরিবার আজ্ঞা দানেশ খাঁ লইয়াছেন, তাহা তোমার স্মরণ আছে। যবনসেনাপতির আজ্ঞামত দানেশ খাঁ প্রথমতঃ দরবারমণ্ডপ হইতে সেনানায়কদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধসজ্জায় প্রস্তুত হইতে বলেন; তাহার পর, সের খাঁর নিকট গমন করেন। সের খাঁ তাহার প্রমুখাৎ সেনাপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া, যে শাটীখানি পরিয়া সুন্দরী ইলা পিতৃগৃহ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই শাটীখানি তাঁহাকে প্রদান করেন।

ইলা সেই শাটীখানি গৈরিক রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করিলেন, গাত্র হইতে যাবনী পরিচ্ছদ ও সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। পাছে বধ্যভূমে তাঁহার অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া দর্শকেরা ব্যঙ্গ করে, সেই ভয়ে সর্ব্বশরীরে ভস্ম মাখিলেন, কবরী মুক্ত করিয়া দিলেন। রুক্ষ

কুঞ্চিত কেশপাশ আলুথালু ভাবে পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল। দানেশ খাঁর সহিত যখন ইলা বধ্যভূমী অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় পথিমধ্যে জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নবযোগিনী ইলাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসী বলিলেন—

"মা! তুমি কে? তুমি কি হরপ্রিয়া হৈমবতী—পার্ব্বতী বা গৌরী? আহা! আমি এ জীবনে এরূপ অপরূপ যৌবনেযোগিনী কখন দেখি নাই! মা! তোমার এই যোগিনীবেশে কেবল দুটী অভাব দেখিতেছি। গলায় রুদ্রাক্ষমালা—হস্তে ত্রিশূল। যেরূপ করালবদনা কালীর গলদেশে মুণ্ডমালা, হস্তে অসি না থাকিলে শোভা সম্পূর্ণ হয় না, সেইরূপ দুটী আভরণের অভাবে তোমার যোগিনী বেশও সম্পূর্ণ হয় নাই। মা! যদি তোমার লইতে আপত্তি না থাকে, তবে আমি এই রুদ্রাক্ষমালা, এই ত্রিশূল তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার কণ্ঠ হইতে রুদ্রাক্ষমালা মোচন করিলেন, মালা ও হস্তস্থিত ত্রিশূল ইলাকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "মা! মালা গলায় পর, ত্রিশূল বাম হস্তে আর এই কঙ্কালমালা দক্ষিণ হস্তে ধারণ কর।" বিনা বাক্যব্যয়ে, ইলা সন্ন্যাসীদত্ত রুদ্রাক্ষ মালা আপন গলদেশে পরিধান করিলেন, ত্রিশূল বাম হস্তে ও কঙ্কালমালা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন। যখন সন্ন্যাসীদত্ত ভূষণে ইলা ভূষিতা হইলেন, তখন সহসা তাঁহার সর্ব্বশরীর দিয়া আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু দিয়া ভয়প্রদ অমানুষিক তেজঃ বিনির্গত হইতে লাগিল।

এই সময় সন্ন্যাসী ইলার কর্ণে কি জানি কি মন্ত্র তন্ত্র বলিলেন। তিনি ইলার বক্ষে, চক্ষে ও মস্তকে হস্ত বুলাইলেন। তৎক্ষণাৎ ইলার হৃদয় হইতে পার্থিব চিন্তা সকল বিদূরিত হইল। ইলার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। ইলার এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার শক্তি জন্মিল। সেই মহামন্ত্র বলে ইলার দেহে একটী নৈসর্গিক শক্তি সঞ্চার হইল। ইলার স্বাভাবিক সুন্দর রূপ প্রতিভা বিশিষ্ট হইল।

এখন সেই অপরূপ রূপ দেখিলে,পাপীর হৃদয়ে ভয় সঞ্চার এবং ধার্ম্মিক হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হয়।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা! এই ত্রিশূল শত শত যবনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্তপান করিয়াছে। আমি গুরুদেবের আজ্ঞামত এই ত্রিশূল তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এই পবিত্র ত্রিশূল তোমাকে সতত রক্ষা করিবে,—শ্মশানে, মশানে, রাজদ্বারে, বিপদসঙ্কুল স্থানে এবং শত্রুহস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবে।"

প্রথমে ইলার সহিত পথিমধ্যে যখন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়, ও তাঁহারা যখন কথোপকথন করিতে আরম্ভ করেন, তখন ইলার মৃত্যু-কাল সন্নিকট, তিনি সন্ন্যাসীর নিকট হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র কথা শুনিতে-ছেন, তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন; এইরূপ মনে ভাবিয়া অদূরবর্ত্তী একটী বৃক্ষমূলে দানেশ খাঁ উপবেশন করেন এবং আপন মনে উপস্থিত যুদ্ধবিষয়িণী ঘটনা সকল চিন্তা করিতে থাকেন। ক্রমে অনেক বিলম্ব হওয়ায়, তিনি সন্ন্যাসীকে ইলার নিকট হইতে তাড়াইয়া দিবার মানসে, যেমন ভ্রূকুটী করিয়া তাঁহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি দেখিলেন,—সন্ন্যাসী তথায় নাই—ইলা তথায় নাই! ইলার পরিবর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময়ী মহামায়া ত্রিশূলহস্তে দণ্ডায়মানা! দানেশ খাঁ স্তম্ভিত ও স্পন্দশূন্য! তিনি নির্নিমেষ লোচনে সেই ভয়প্রদ ভীম মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।

চিত্তবৈকল্যপ্রাপ্ত দানেশ খাঁকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া, বিনা বিনিন্দিত মধুর বচনে ইলা বলিলেন,—"দানেশ! বিনাপরাধে অবলা সরলা স্ত্রীলোকের প্রাণবিনাশ করা বড়ই পাপের কার্য্য। স্ত্রীহত্যার ন্যায় ভয়ানক পাপ এ জগতে আর নাই; যে ব্যক্তি সেই ভয়ানক পাপানুষ্ঠানের সহায়তা করে, তাহাকেও গুরুতর পাপে পাপী হইতে হয়। হায়! তোমরা কি মনে করিয়াছ আমার ন্যায় একটী অবলা, নিঃসহায়া স্ত্রীলোককে হত্যা করিলেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে? ছি ছি! স্ত্রীহত্যা বীরোচিত কার্য্য নহে। যে প্রকৃত যোদ্ধা—বীর,

সে স্ত্রীহত্যারূপ নীচ কার্য্যে হাত দিয়া তাহার পবিত্র হস্ত কখনই কলঙ্কিত করে না।"

দানেশ খাঁ মনে মনে বলিলেন,—"একি! সহসা আমার মনের ভাব এরূপ হইল কেন? আমি এরূপ উদ্যমশূন্য, উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িলাম কেন? আমি কি জাগরিত, না নিদ্রিত—স্বপ্ন দেখিতেছি? আমি এখন কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কে যেন আমাকে বলিতেছে, "ছি দানেশ! স্ত্রীহত্যা করিও না।" তবে আমিই কি স্ত্রীহত্যা করিতেছি? না না,—আমি ত সেনাপতির আজ্ঞা পালন করিতেছি। ভাল,—যদি আজ্ঞা অন্যায় হয়? আমি কি জানিয়া শুনিয়া অন্যায়—অবৈধ আজ্ঞা পালন করিব? আমি কি মনুষ্য হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাশক্তি থাকিতে অজ্ঞানের ন্যায় একটী নিরপরাধিনী স্ত্রীর প্রাণবধের কারণ হইব? না—না।"

ইলাকে সম্বোধিয়া দানেশ খাঁ বলিলেন,—"বেগম সাহেব! তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া বধ্যভূমে না যাইলে, আমি তোমাকে বল প্রয়োগ করিয়া লইয়া যাইতে পারিব কি না, তাহা আমি জানি না। আমার দেহের বল কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে। বিশেষ তোমার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, আমি এখন স্পষ্ট দেখিতেছি, তোমার প্রাণবধ করিলে আমাদের কোন উপকারই হইবে না। তোমার প্রাণবধ করিলে যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হইবে না। কিন্তু সেনাপতির আজ্ঞা পালন না করিলেও নিস্তার নাই।" দানেশ খাঁ ক্ষণকাল নির্ব্বাক, নীরব। তাঁহার হৃদয় গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিনি কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার বলিলেন,—"বেগম সাহেব! তুমি আমাদের ছাউনি হইতে কোন দূর দেশে পলায়ন কর, প্রাণান্তে যবনশিবির অভিমুখে অথবা যবন-সেনাপতির নিকটে আসিও না। আমি সেনাপতিকে বলিব, তোমার প্রাণবিনাশ করিয়াছি। সাবধান! যেন সেনাপতি কখনও তোমাকে দেখিতে না পান। তিনি তোমায় দেখিতে পাইলে, তোমার ও আমার দুই জনেরই প্রাণ যাইবে। আমি এখন সেনাপতির

অনুসরণে চলিলাম, তুমি আমাদের ছাউনি হইতে স্থানান্তরে গমন কর। আমার কথা মনে রাখিও, ভুলিলে নিশ্চয় প্রাণ হারাইবে।"

এই কথা বলিয়া, দানেশ খাঁ আর তথায় বিলম্ব করিলেন না। তিনি দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ইলাও যবনশিবির শ্রেণী অতিক্রম করিয়া আরাবলী অরণ্য অভিমুখে গমন করিলেন। ইলা জানিতেন না যে, সেই অরণ্যে, আরাবলী গিরিকন্দরে অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে আবার যবনসেনাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে। দানেশ খাঁর মুখে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইলার মৃত্যু সংবাদ যবনসেনাপতি শুনিয়াছিলেন। ইলা মর্ত্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। সহসা যোগিনীবেশা, ত্রিশূলহস্তা জ্যোতির্ম্ময়ী ইলাকে দেখিয়া তিনি জ্ঞানশূন্য, শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় তাঁহার হস্তস্থিত অসি, হাত হইতে খসিয়া ভূমে পড়িয়াছিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধাবসান।

গিরিকন্দরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভের পর, সবিনয়ে গাফুর খাঁ অনুপকে বলিলেন,—"আমরা তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছি, দোহাই আল্লা! অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমাদের প্রাণবধ করিও না। আমরা রাজপুতানা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

দানেশ খাঁ বলিলেন,—"ঐ যোগিনীবেশা স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি জানিতে পারিবে, আমি আজ উঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছি। ঐ স্ত্রীলোকই গতকল্য সেনাপতির দরবারে তোমার প্রাণরক্ষা করিবার বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং সেই অপরাধেই সেনাপতি আজ উঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। দৈবাধীন উঁহার এই স্থানে আগমনেই তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে।"

ক্রমে যোগিনীবেশধারিণী ইলা অনুপের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। অনুপ ইলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমার গুণের ধার আমি কখনই শুধিতে পারিব না। তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ,—তুমি আমার জননী। তুমি আজ যবনহস্ত হইতে রাজপুতানা উদ্ধার করিয়াছ—তুমি রাজপুত-মুক্তিদায়িনী। তুমি বীরাঙ্গনা-শিরোমণি—তুমি রমণীকুল চূড়ামণি।" তৎপরে দানেশ খাঁকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের ভয় নাই। পরাজিত শত্রুর প্রতি রাজপুতেরা কখনই অত্যাচার বা অবৈধাচরণ করে না।"

দানেশ খাঁ আপন হস্তস্থিত অসি অনুপের পদতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং বিনয়সহকারে বলিলেন,—"তুমি বাল্যকাল হইতে আমার স্বভাব চরিত্র অবগত আছ। আমি তোমার সহিত একত্রে অনেক যুদ্ধ করিয়াছি, অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি। এ জীবনে কখনও রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি নাই, কখনও কাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করি নাই। দৈব আমাদের প্রতি বিমুখ। আমরা ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আজ আমরা আমাদের অধর্ম্মের সমুচিত শাস্তি, দুষ্কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম। আমি তোমাকে প্রকৃত বীর বলিয়া জানি,—তোমাকে বীর জানিয়াই আমি অস্ত্র প্রদান করিলাম;—তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। তুমি বীর বলিয়াই তোমার বশ্যতা স্বীকার করিলাম।"

দানেশ খাঁকে অনুপের চরণাগ্রে অস্ত্র প্রদান করিতে দেখিয়া, অন্যান্য সেনানায়ক ও সেনাগণ আপন আপন অস্ত্র অনুপের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

গাফুর বলিলেন,—"এক্ষণে আমরা আপনার অধীন—আমাদের জীবন মরণ আপনার আয়ত্তাধীন।"

এই সময়ে মহারাণা রাজপুতসেনার জয়ধ্বনি শুনিয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে গিরিকন্দরমধ্যে আগমন করিলেন। তিনি রক্তাক্ত-কলেবর যবনসেনাপতিকে ধরাতলশায়ী দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আন-

ন্দিত হইলেন। অনুপকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ়ালিঙ্গন প্রদান করিলেন। হাস্যবদনে মহারাণা অনুপকে বলিলেন—

"অনুপ! আজ তুমি নিজ বাহুবলে, বীরত্বপ্রভাবে রাজপুত্রগণকে যবন অত্যাচার হইতে মুক্ত করিলে, আজ তুমি তোমার জন্মভূমি রাজপুতানাকে যবন-ভার হইতে উদ্ধার করিলে। আজ আমি নির্ভয়, নিশ্চিন্ত হইলাম, আজ আমার রাজ্য শত্রুশূন্য হইল। আজ রাজপুতানার নরনারী সকলে নিরুদ্বেগ হইল। তোমা হইতে আজ সতীর সতীত্ব রক্ষা হইল,—আর্য্যধর্ম্মের গৌরব সমুজ্জ্বল হইল। আজ তোমার বীরত্বের সার্থক হইল। যতদিন রাজপুত্রেরা স্বাধীনতা ধনের গৌরব বুঝিবে, ততদিন তাহারা তোমার যশোকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। বীর সমাজে তোমার বীরত্বের কাহিনী চিরদিন কীর্ত্তিত হইবে।"

বিনীতভাবে অনুপ বলিলেন,—"আপনি ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাবৎসল; ধর্ম্মই আপনাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ধর্ম্মই আপনাকে বিজয়ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। প্রকৃতিপুঞ্জের প্রার্থনা আজ দয়াময়ী করালা কৃপা করিয়া পূর্ণ করিয়াছেন।"

গাফুর খাঁ অনুপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এক্ষণে আমাদের প্রতি কিরূপ আজ্ঞা হয়?"

অনুপ বলিলেন,—"মহারাণা উপস্থিত। তোমরা মহারাজের শরণাগত হও। অবশ্যই তিনি তোমাদিগকে অভয়দান করিবেন।"

অনুপের আদেশানুসারে যবনসেনানায়কগণ মহারাণার চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। তাঁহারা বিনয়নম্রবচনে মহারাণার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। মিষ্ট অথচ গম্ভীরস্বরে মহারাণা বলিলেন—

"অনুপের অনুরোধে আমি তোমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলাম। তোমরা অদ্য হইতে তিন দিবসের মধ্যে রাজপুতানা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিবে। যদি এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর, কোন যবনকে রাজপুতানা মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তখনই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।" গাফুর ও দানেশ খাঁকে সম্বোধন করিয়া

মহারাণা বলিলেন,—"সম্প্রতি তোমাদের দুই জনকে চিতোরদুর্গে বন্দীস্বরূপ থাকিতে হইবে। সমস্ত যবনসেনা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলে, তোমরা মুক্তিলাভ করিবে।" ওমরাও সিংহকে সম্বোধন করিয়া মহারাণা বলিলেন,—"তুমি সহস্র রাজপুতসেনা লইয়া, এই সকল যবনদের সহিত যবনশিবিরে গমন কর। তথায় আমাদের জয়লাভ সংবাদ ঘোষণা ও আমার আজ্ঞাপ্রচার করিবে। যদি কোন যবন, অস্ত্র প্রদান করিতে অথবা স্বদেশযাত্রা করিতে অসম্মত হয়, তখনই তাহাকে বন্দী করিয়া দুর্গে পাঠাইয়া দিবে।"

ওমরাও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে সকল রাজপুতকুলাঙ্গার যবন পক্ষ হইয়া আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করিব?"

মহারাণা বলিলেন,—"ঐ সকল রাজপুতকলঙ্কদের মধ্যে যাহারা প্রধান নায়ক, তাহাদের বন্দী করিয়া দুর্গে আনিবে। অবশিষ্ট—যাহারা কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, যাহারা লোভবশ হইয়া আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে, তাহারা কৃত দুষ্কার্য্যের নিমিত্ত অনুতাপ করিলে, ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তাহাদের মস্তকমুণ্ডন করিয়া ছাড়িয়া দিবে। তাহারা আমার প্রজা—সন্তান তুল্য, সহস্র দোষ করিলেও ক্ষমার্হ—মার্জ্জনীয়।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া, ওমরাও যবনসেনাদিগকে লইয়া গিরিকন্দর হইতে যবনশিবিরাভিমুখে গমন করিলেন।

দানেশ খাঁকে সম্বোধন করিয়া ইলা বলিলেন——

"দানেশ! আজি তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, সেই পুণ্য ফলে আজি তোমার হৃদয়ে একটী নূতন প্রবাহ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে প্রবাহ তুমি রোধ করিও না। আর পাপানুষ্ঠান করিও না, আর পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। ধর্ম্মপথে থাকিলে, হরি অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন।" যবনসেনাদিগকে সম্বোধন করিয়া ইলা বলিলেন,—"তোমরা স্বদেশে যাইয়া তোমাদের স্বজাতি আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে বলিবে, তোমাদের দেশের রাজন্যগণকে বলিবে, তাহারা

খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ,—রাজ্য ও ধনলাভ করিবার জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন, সে পথ বিপদসঙ্কুল, পাপকণ্টকে সমাকীর্ণ। অত্যাচার করিয়া, প্রজাপীড়ন করিয়া, কখন কোন রাজা খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই; কখনই অত্যাচারীর রাজত্ব স্থায়ী হয় নাই। প্রজার সুখেই রাজা সুখী, প্রজার বলেই রাজা বলী। প্রজা বিপক্ষ হইলে, রাজা তাঁহার অধীকার কখনই রক্ষা করিতে পারেন না। ধর্ম্মবলে প্রজা সুখী, প্রজার বলে রাজা জয়ী, যশস্বী। প্রজার ভক্তিই রাজার দুর্গ, প্রজার বিরক্তিই রাজ্যনাশের কারণ।"

মহারাণার আজ্ঞানত কতিপয় রাজপুতসেনা দানেশ ও গাফুরকে লইয়া দুর্গাভিমুখে গমন করিল। মহারাণাকে সম্বোধন করিয়া অরূপ বলিলেন,—"রাজন্! এই যোগিনী—এই দেবী, আজ আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। যুদ্ধ করিতে করিতে পা পিছলাইয়া আমি ভূমে পতিত হইয়াছিলাম। যবনসেনাপতি আমার গ্রীবালক্ষ্য করিয়া অসি উত্তোলন করিয়াছিলেন। যদি এই যোগিনীর এইখানে আসিতে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বিনষ্ট হইত। এই দয়াময়ী দেবী একবার নহে, দুইবার আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। যবনসেনাপতির দরবারমণ্ডপে ইনি আমার প্রাণরক্ষার বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। আমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সেনাপতিকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই অনুরোধের জন্য, বিশেষ জয়শ্রীকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, আজ এই পাপিষ্ঠ, এই আহত পামর, ইহাঁর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিল। কিন্তু যোগীন্দ্র সন্ন্যাসীবেশে পথিমধ্যে আবির্ভূত হইয়া, যোগবলে এই যোগিনীর প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।"

মৃদুমধুরস্বরে ইলা বলিলেন—

"আমি ইচ্ছা করিয়া এখানে আসি নাই। আমি আসিলে তোমার প্রাণ বাঁচিবে, তাহা জানিয়াও আমি এখানে আসি নাই। আমি জানি না, কেন আমি এখানে—কেন এই গিরিকন্দর অভিমুখে আসিলাম।

কে যেন আমাকে এখানে ধরিয়া আনিল। কে যেন রজ্জুবদ্ধ করিয়া আমাকে এখানে টানিয়া আনিল।”

সহর্ষে আগ্রহসহকারে অনুপ কহিলেন—

“যোগিনি! জননি! আমি তোমার গুণের কথা, তোমার দয়ার কথা বলিতে পারিব না। বলিতে চেষ্টা করিলে, সে প্রয়াসও বিফল হইবে। তুমি দেবী—আমি সামান্য মানব, মনুষ্য কখনও দেবতার গুণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আজ আমার প্রাণরক্ষা করিয়া, সুদ্ধ আমাকেই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছ এমন নহে, আজ তোমার দয়ায় মহারাণা উদয় সিংহ যবনযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। আজ রাজপুত্রগণ যবন-অত্যাচার হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছেন! আজ ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণ যবনভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন। আজ ভারতমাতা যবনভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আজ মহারাণা, রাজপুত্রগণ, ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণ, তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। যদি দয়া করিয়া আমাদের এই রাজপুত্ররাজ্যে তুমি অবস্থিতি কর, তাহা হইলে রাজপুত-নরনারী তোমাকে যবনভয়-সংহারিণী দেবী জ্ঞানে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিবে, প্রীতি-পুষ্প উপহার দিয়া ভক্তিভাবে নিরন্তর তোমায় পূজা করিবে।”

ইলার নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ইলা নেত্রজল মার্জ্জন করিলেন। মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন,—“আর তুমি আমাকে এ পাপ সংসারে লিপ্ত হইতে অনুরোধ করিও না। আমি সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়াছি,—বুঝিয়াছি এ সংসারের নাম পাপ সংসার। এ সংসারে আর আমি থাকিব না। জীবনের অব-শিষ্ট কাল যেরূপে অতিবাহিত করিব, তাহাও আমি স্থির করিয়াছি। ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে, এই যোগিনীবেশে ভ্রমণ করিব। সদাই পবিত্র হরিগুণগান গাহিব। ভারতের নরনারীদের হরিনাম শুনাইব। যে নগরে, যে গ্রামে, যে কোন ব্যক্তিকে দুঃখ শোকে তাপিত দেখিব, তাহাকে আমি আজি যে মহামন্ত্র লাভ

করিয়াছি, সেই মহামন্ত্রপূত হরিনাম শুনাইয়া, ভক্তিবারি ঢালিয়া, তাহার তাপিত হৃদয় শীতল করিব। যে নামে বিশ্বাস করিয়া, ভক্তি করিয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব, বিজন বনে, শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে নিরাপদে ভ্রমণ করিয়া, হরির কৃপা লাভ করিয়া, জননীর দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। যে নামে বিশ্বাস করিয়া বালক প্রহ্লাদ মত্ত হস্তীপদে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মধ্যে, তরঙ্গায়িত নদী বক্ষে, উচ্চ গিরিশিখর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন। যে নামের গুণে বিষমিশ্রিত অন্ন অমৃত-তুল্য হইয়াছিল। যে নামে ভক্তি করিয়া পাঞ্চালী পাপিষ্ঠ দুঃশাসন হস্ত হইতে লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। আজি হইতে আমি সেই পবিত্র হরিনাম ভারতের নরনারীদের শুনাইয়া, তাহাদের হৃদয়ে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিব। সেই ভক্তিস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ভক্তগণ হরির চরণে স্থান পাইবে; তাহাদের শোক-দুঃখ প্রভৃতি হৃদয়ের সমস্ত যাতনা দূর হইবে। পতিপুত্রবিহীনা অনাথিনী দেখিলে,—পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশু দেখিলে, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে তাহাদের ক্ষুধা দূর করিব। পীড়িত ব্যক্তি দেখিলে, সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাহাকে রোগের যাতনা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিব। এইরূপে প্রাণ-পণে প্রকৃতিপুঞ্জের যথাশক্তি উপকার করিবার চেষ্টা করিব। এই আমার সঙ্কল্পিত ব্রত। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমি দুঃখিনী, ভিখারিণী, অবলা, অজ্ঞান আমি কিরূপে এই সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব? আমার হৃদয় বলিতেছে, আজি আমি গুরুদত্ত মন্ত্রবলে হৃদয়ে যে মহাবল পাইয়াছি; আজি আমি যে অমূল্য ধনে ধনী হইয়াছি; সেই মন্ত্রবলে, সেই নামের বলে, আমি যত্ন করিলে আমার অসাধ্য কোন কার্য্যই থাকিবে না।"

ইলার কথা শুনিয়া মহারাণা এবং অনুপ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নির্ব্বাক। তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে বাক্য স্ফুরিত হইল না। আবার ইলা বলিলেন—

"অনুপ! যদিও আজ ভারত যবনহস্ত হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু গুরুদেবের কৃপায়, সেই মহামন্ত্র—সেই হরিনামের বলে স্পষ্ট

দেখিতেছি, ভারতমাতা আবার যবনহস্তে পতিতা হইবেন। শীঘ্রই মোগলবংশসম্ভূত যবন ভারত অধিকার করিবে। কিন্তু যতদিন ভারত-সন্তানেরা স্বাধীনতার গৌরব বুঝিবে, যতদিন ভারতের কুলকামিনীগণ তাহাদের সতীত্ব-গৌরব রাখিতে যত্নবতী থাকিবে, ততদিন ভারতে স্বাধীনতাদীপ নিবিবে না। সন্তান হৃদয়ে সেই দীপ মিটি-মিটি জ্বলিবে। কালে অত্যাচারী যবনহস্ত হইতে ভারতসাম্রাজ্য বহু দূরদেশ-বাসী এক জাতি ম্লেচ্ছের করতলগত হইবে। ভারত অদৃষ্টে পরাধীনতা কষ্ট বহুদিন ব্যাপিয়া থাকিবে। একি! একি আশ্চর্য্য দৃশ্য! ভারত মাতা একটী কিরীটীধারিণী ম্লেচ্ছ রমণীর পদপ্রান্তে পতিতা! দুঃখিনী ভারতমাতার রোদনে সেই রমণী দুঃখিতা। তিনি ভারত সন্তানের দুঃখ দূর করিতে যত্নবতী। উঃ! অন্ধকার—অন্ধকার! আবার ভারতভাগ্যাকাশে কতদিনে যে স্বাধীনতা সূর্য্য উদয় হইবে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না! ধ্রুবতারার ন্যায় একটী দীপ, সেই অনন্তকালের অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই ক্ষীণালোকে অল্প অল্প দেখিতেছি, যুগের পর যুগ, বহু যুগান্তে যখন ভারতসন্তান এই মহামন্ত্রে বিশ্বাস করিতে, ভক্তি করিতে শিখিবে, যখন তাহারা এই নামের বলে বলীয়ান্ হইবে; যখন ভক্তহৃদয়ে বিজ্ঞানরূপিনী শক্তি এবং ভক্তি,—দুই ভগিনী একত্রে মিলিতা হইবেন, তখন আবার ভারতমাতা স্বাধীনা হইবেন।"

ইলার চক্ষু স্থির—ঊর্দ্ধদৃষ্টি। তাঁহার কণ্ঠাবরোধ হইল, আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

সবিস্ময়ে অনুপ বলিলেন,—"দেবি! কি ভয়ানক দৃশ্যই দেখাইলেন। ভারতের ভাবি ভাগ্যফল ভাবিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়।"

ধীরে ধীরে ইলা বলিলেন,—"যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে।"

সদর্পে মহারাণা কহিলেন,—"দেবি! আমরা ত কাপুরুষ নহি। আমরা জীবিত থাকিতে, আমাদের দেহে ক্ষত্রশোণিত প্রবাহিত থাকিতে কখনই ভারতমাতা পুনর্ব্বার পরাধীনা হইবেন না।"

ক্ষুণ্ণস্বরে ইলা প্রত্যুত্তর করিলেন,—“গৃহবিচ্ছেদ, একতাবিরহ, শক্রপ্রলোভন ভারতের রাজগণের স্বাধীনতা নাশের কারণ হইবে। ভারতে কাপুরুষের অভাব হইবে না। বিনাযুদ্ধে রাজগণ যবনের পদানত হইয়া, যবনপদে আপন আপন রাজ্য উৎসর্গ করিবেন।”

সখেদে অনুপ কহিলেন,—“দেবি! আর ওরূপ কথা বলিবেন না। শুনিলে হৃদয়ে ঘৃণা ও লজ্জার উদয় হয়, দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যায়।”

ইলা বলিলেন,—“অনুপ! এখন আমি চলিলাম। আমি যত দিন বাঁচিব, ঈশ্বরের নিকট তোমার ও তোমার স্ত্রীপুত্রের দীর্ঘজীবন ও সুখসৌভাগ্য প্রার্থনা করিব। রাজন্! আমি নিয়তই দয়াময়ের নিকট আপনার দীর্ঘায়ু—আপনার ও আপনার রাজত্বের মঙ্গল কামনা করিব। অবশ্যই হরি আপনার ন্যায় প্রজাবৎসল রাজাকে নিরাপদে রাখিবেন। অনুপ! জয়শ্রী আহত হইয়াছেন শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিতা হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি মন্ত্রশক্তির বলে এখন দেখিতেছি সদাশিব স্বয়ং আসিয়া জয়শ্রীর গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইয়া, তাঁহার কাণে হরিনাম শুনাইয়া, তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। তিনি আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন,—সুস্থ হইয়াছেন।

আগ্রহসহকারে মহারাণা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“দেবি! কি উপায়ে ভারতসন্তানগণ স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, জানিতে আমার কৌতূহল জন্মিতেছে।”

ইলা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বলিলেন,—“মহারাজ! ভারতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ভারতসন্তান এখন বিভক্ত আছে, কালে সেইরূপ শত শত নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে, কালে ভারতসন্তান বহু শত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ভুক্ত হইবে। কালে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এমনই বিদ্বেষভাব জন্মিবে যে, এক সম্প্রদায়ের লোক এক জাতি, এক গ্রাম, এক পল্লিবাসী হইয়াও, অন্য সম্প্রদায়ের লোককে শক্রর ন্যায় গণ্য করিবে। এক

সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের কিছুমাত্র সহানুভূতি থাকিবে না। মহারাজ! যে দিন জ্ঞানবলে ভারতসন্তানের চক্ষু খুলিবে, যে দিন তাহারা সকল ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া একতাসূত্রে বদ্ধ হইবে। যে দিন তাহারা সকলে এক মায়ের সন্তান জানিয়া, হিন্দু মুসলমানকে, বৌদ্ধ খ্রীষ্টানকে, ভ্রাতা বলিয়া মনে করিবে, সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ হইবে। যে দিন তাহারা আবার জাতীয় জীবন লাভ করিবে, তাহাদের উদ্দেশ্য, উদ্যম, লক্ষ্য এক বিষয়ে নিপতিত হইবে। যে দিন তাহারা প্রতীচীন বিজ্ঞানের সহিত প্রাচ্য ভক্তির মিলন করিতে শিখিবে, সেই দিন হইতে ভারতের অদৃষ্ট ফিরিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিন হইতে ভারতসন্তান পরাধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

যৎকালে ইলার সহিত মহারাণার ও অন্নপের কথোপকথন হইতেছিল, সেই সময়ে অদূর হইতে জয়শব্দ এবং সেনাগণের কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল। ক্রমে সেই শব্দ গিরিকন্দরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সহসা অসিহস্তে জয়শ্রী কন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ শিশুসন্তানটাকে ক্রোড়ে লইয়া, ক্রীড়া এবং তাঁহার পশ্চাৎ উদাসীন রামানুজ স্বামী, কতিপয় সেনানায়ক ও অমাত্যের সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন।

জয়শ্রীকে যুদ্ধসজ্জায় তথায় আসিতে দেখিয়া, মহারাণা বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন, সবিস্ময়ে স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি!—জয়শ্রী! তুমি কিরূপে এত শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিলে?"

জয়শ্রী বলিলেন,—"আমার হস্তমধ্যে যে স্থানে গুলী প্রবেশ করিয়াছিল, সেই ক্ষতমুখ দিয়া অজস্র রক্তপাত হওয়ায় আমি অচেতন—সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলাম। কতক্ষণ সেরূপ অবস্থায় পতিত ছিলাম তাহা আমি জানি না। সংজ্ঞালাভ হইলে দেখিলাম, আমার হস্ত-প্রবিষ্ট গুলী নির্গত হইয়াছে, ক্ষত-স্থান হইতে শোণিতপাত রুদ্ধ হইয়াছে। কেবল শারীরিক কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা ভিন্ন,দেহে অন্য কোন যাতনাই নাই। আমি ক্রীড়ার মুখে শুনিলাম, আপনি অনুপের সহিত যবন-আক্রমণ হইতে দুর্গ রক্ষার্থ গমন করিয়াছেন। আমি আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলাম না। ক্রীড়ার ক্রোড় হইতে উঠিয়া বসিলাম, সম্মুখে যবনসেনাপতিদত্ত অসিখানি দেখিতে পাইলাম। তখনি অসি লইয়া দুর্গাভিমুখে আসিবার উদ্যম করিলাম। ক্রীড়া আর এই উদাসীন আমাকে অনেক নিবারণ করিয়াছিলেন,—আমার আগমনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। আমি ইহাঁদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, ইহাঁদের বারণ না মানিয়া, দ্রুতপদে দুর্গাভিমুখে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে শুনিলাম, আপনি এই গিরিকন্দরে আসিয়াছেন। সেই সংবাদ পাইয়া দ্রুতপদে এই দিকে আসিতেছিলাম। অদূরে সেনাগণের জয়শব্দ শুনিয়া, আমাদের জয়লাভ হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। তৎপরে সেনাগণ মুখে শুনিলাম,যবনসেনাপতি অনুপের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট সেনারা আপনার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। এই শুভসংবাদ শুনিয়া, আনন্দে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল, আমার দেহে দ্বিগুণ বল সঞ্চার হইল। আমি ছুটিয়া আপনার ও অনুপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছি। ভাই অনুপ! আজ তুমি যবনসেনাপতিকে বধ করিয়া, আজ যবনযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছ। যতদিন রাজপুত-হৃদয়ে বীরত্বের অভিমান থাকিবে, ততদিন তাহারা তোমার যশোকীর্ত্তন করিবে। যতদিন পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইবে, ততদিন তোমার এই কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বীরসমাজে তোমার বীরত্বের কাহিনী নিরন্তর কীর্ত্তিত হইবে।"

অবনতগ্রীবা সুন্দরী ক্রীড়া, মহারাণাকে সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আপনারা সভাগৃহ হইতে গমন করিলে, আমি দাদার মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া, অঞ্চল দিয়া দাদাকে বাতাস করিতেছিলাম। এমন সময় এই মহাপুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। দাদার নিকটে আসিয়া, দাদার পার্শ্বে উপবেশন করেন, ক্ষতস্থানে হাত বুলাইতে থাকেন,—কিঞ্চিৎকাল পরে, দাদার হাতের ভিতর হইতে গুলী বাহির করিয়া ফেলেন। জানিনা এই যোগীবর কি মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করিলেন, সেই মন্ত্রবলে অর্দ্ধদণ্ডমধ্যে ক্ষতমুখ হইতে রক্তপাত বন্ধ হইয়া গেল,—দাদার চেতনা হইল। এই মহাপুরুষ মহামন্ত্রবলে দাদার মৃতদেহে আজ জীবন সঞ্চার করিয়াছেন; আজ দাদাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন।"

মহারাণাকে সম্বোধন করিয়া অনুপ বলিলেন,—"আমি আপনাকে যে উদাসীনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, ইনিই সেই মহাপুরুষ—উদাসীন রামানুজ স্বামী। ইনি আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব। ইঁহারই কৃপায়, আমার হৃদয় হইতে অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হইয়াছে। ইঁহারই উপদেশে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। এই যোগিবরের আজ্ঞামতই, আমি যবনপক্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশের—স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলাম।"

মহারাণা উদাসীনের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া মস্তকে পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং বিনয়নম্র বচনে বলিলেন,—"যোগিবর! আপনার কৃপাতেই আজ আমি অনুপের বলে যবনযুদ্ধে জয়ী হইয়াছি। আপনার অনুগ্রহেই আজ জয়শ্রী পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। আমি জয়শ্রীকে আরোগ্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। আপনি আমাদের শুভানুধ্যায়ী ইষ্টদেব। আপনি কৃপা করিয়া, এই রাজ্যভার গ্রহণ করুন। আমরা আপনার দাসের ন্যায় থাকিয়া, আজ্ঞাপালন করিয়া কৃতিকৃতার্থ জ্ঞান করিব;—আমরা আপনার পদসেবা করিয়া জন্ম সফল,—কর্ম্মসফল মনে করিব।"

জয়শ্রীও উদাসীনের চরণরেণু মস্তকে লইলেন। তিনি মৃদুস্বরে

বলিলেন,—"আমি যুদ্ধজীবী, চিরদিন সৈনিকপদে নিযুক্ত থাকিয়া যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য করিয়াছি। আমি প্রশংসাবাদ করিতে শিক্ষা করি নাই, আমি স্তুতিবাদ করিতে জানি না। আপনি আমার জীবনদাতা—আপনি আমার পিতা। আমার এ দেহ আপনার। আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন অনুগত পুত্রের ন্যায়—দাসের ন্যায় আপনার চরণসেবা করিব, আপনার আজ্ঞা পালন করিব।"

ধীর গম্ভীরস্বরে স্বামীজী বলিলেন,—"রাজন্! আমি পার্থিব ভোগ আশা বহুদিন হইতে ত্যাগ করিয়াছি। আমি বহুপূর্ব্ব হইতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। কেবল যবনভারাক্রান্তা ভারতমাতাকে যবনহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার অভিলাষে, এতাবৎকাল প্রয়োজনমত কখন যবনশিবিরে, কখন রাজপুতগৃহে, কখন দেবমন্দিরে, কখন গিরিকন্দরে, কখন নগরে, কখন অরণ্যে থাকিয়া কালাতিপাত করিয়াছি। আজ ভারতমাতা যবনহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। আর আমি লোকালয়ে থাকিয়া মায়াপাশে বদ্ধ হইব না।"

এই সময়ে স্বামীর দৃষ্টি যোগিনীবেশা ইলার উপর নিপতিত হইল। ইলাকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন—

"বাছা! তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, তুমি একদিন আমার সহিত বনবাসিনী হইবার অভিলাষিণী হইয়াছিলে। কিন্তু সে দিন আমি তোমাকে সঙ্গে লই নাই—তোমার অভিলাষ পূর্ণ করি নাই। কেন করি নাই, বোধ হয় তাহা তুমি এখন বুঝিয়াছ। যবনশিবিরে সেই সময় তোমার থাকিবার প্রয়োজন ছিল, তোমার দ্বারা কতকগুলি কার্য্য সম্পন্ন হইবার আশা ছিল। এখন হরির কৃপায়, সে সকল কার্য্য সমাধা হইয়াছে, তোমার পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এখন তুমি ইচ্ছা করিলে, আমার সহিত বনবাসিনী হইতে পার। আজ আমি বধ্যভূমি হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য, একটী শিষ্যকে পাঠাইয়াছিলাম। তোমার হস্তস্থিত এই ত্রিশূল আমি শিষ্যকে তোমায় দিতে বলিয়াছিলাম। এই পবিত্র ত্রিশূল, আজ অন্যাপেক্ষ ও তোমার প্রাণরক্ষা

করিয়াছে—যবনসেনাপতির ও প্রাণবিনাশের কারণস্বরূপ হইয়াছে। বাছা! আজ শিষ্যদত্ত মহামন্ত্রবলে তোমার পূর্ব্বকৃত পাপসকল ধ্বংস হইয়াছে। বাছা! তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সকল আমার অবিদিত নাই, যাহাতে তুমি সেই সকল সিদ্ধ করিতে পার, তাহার উপায় আমি স্বয়ং করিয়া দিব; তোমার মহামন্ত্র সাধনের আমি উত্তরসাধক হইব।"

তাহার পর অনুপকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন,—"অনুপ! তুমি স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে গৃহাশ্রম-ধর্ম্ম পালন কর। তুমি ধর্ম্মে মতি রাখিও, বিদেশী, বিধর্ম্মীর আক্রমণ হইতে স্বদেশ—জন্মভূমি এবং সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার যত্ন করিও। হরি তোমাদের অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। আমিও তোমাদের মঙ্গলকামনা করিতে ভুলিব না। আমি এক্ষণে বিদায় লই লাম;—হাঁ আর এক কথা—তুমি জয়শ্রীকে সহোদরের ন্যায় দেখিও—সর্ব্বদা স্নেহ যত্ন করিও। জয়শ্রীর ন্যায় নিঃস্বার্থ বন্ধু এ পাপজগতে তুমি আর দ্বিতীয় পাইবে না। জয়শ্রীর ন্যায় যাহার বন্ধু আছে, জগতে তাহার সমস্তই আছে, কিছুরই অভাব নাই; জগতে সেই সুখী, তাহার কোন দুঃখ নাই, তাহার কোন বিষয়ের চিন্তা বা ভাবনা নাই।"

পরে জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন,—"তুমি বীরাগ্রগণ্য, তুমি প্রকৃত বীর ও ধীর। তোমার পবিত্র হৃদয়ে স্বার্থকীট প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেই নিমিত্তই তুমি চিরদিনের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া বন্ধুকে সুখী করিয়াছ। জয়শ্রী! তুমিই বন্ধুত্ব বাক্যটী এই স্বার্থপ্রিয় জগতে সার্থক করিয়াছ। তুমি ক্রীড়াকে সহোদরার ন্যায় ভাবিয়া থাক, সে তোমার নিকট অপরাধিনী হইলেও, তুমি যে তাহাকে ক্ষমা করিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। ক্রীড়া সতী—সাধ্বী। ক্রীড়া পতিপ্রাণা—পতিপরায়ণা! সে পতিবিরহে পাগলিনী হইয়া তোমাকে যে সকল কঠোর কথা বলিয়াছে, তাহা তুমি ভুলিয়া যাইও;—মনে রাখিও না।"

ক্রীড়া রামানুজ স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রভু! আপনি দেবতা, আপনি সর্ব্বজ্ঞ;—অতীত ও

অনাগত কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই, সমস্তই আপনার নয়নাগ্রে রহিয়াছে। প্রভু! পতিবিরহশোকসন্তাপিত রমণী যদি কোন কটু কথা বলিয়া থাকে, অবশ্যই দাদা সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, অবশ্যই দাদা আমার সে দোষ মার্জ্জনা করিয়াছেন! স্ত্রীজাতি অজ্ঞান, অবোধ; পুরুষের নিকট তাদের পদে পদে দোষ ঘটিয়া থাকে। তাহারা দয়া করিয়া সে সমস্ত দোষ ক্ষমা না করিলে, স্ত্রীজাতির গতি কি হইত? তাহাদের দুরদৃষ্টের সীমা থাকিত না, সংসারে দাঁড়াইবার স্থান থাকিত না। প্রভু! আমি পুত্রহারা হইয়া, পাগলিনী—জ্ঞানহারা হইয়াছিলাম; যদি সে সময় আপনাকে কোন কথা বলিয়া থাকি, আপনি দয়া করিয়া আমার সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন।"

স্বামীজী বলিলেন,—"বাছা! তুমি আমার নিকট কোন দোষ কর নাই। তোমার ন্যায় সতী-লক্ষ্মীকে দোষ স্পর্শ করিতে সাহস করে না। সতী—লক্ষ্মীরা দোষ কাহাকে বলে তাহা জানেন না। বাছা! আমার কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে কি না, তাহা আমি জানি না। যদি থাকে তবে তাহা কেবল তোমার ন্যায় সতী, সাধ্বী স্ত্রীর দর্শনে, স্পর্শনে ও সংসর্গে জন্মিয়াছে। সেই শক্তি প্রসাদেই আমার যৎসামান্য জ্ঞানোদয় হইয়াছে। হায়! আজ আবার পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে উদয় হইল। অতীত ঘটনা সকল হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তোমার ন্যায় রূপগুণ সম্পন্না, তোমার ন্যায় সতী-সাধ্বী পতিপ্রাণা রমণী আমার গৃহে লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা ছিলেন। নরাধম নর-পিশাচ যবনই তাহার অকালমৃত্যুর কারণ। কোন প্রধান যবন-সৈনিক—তাহার নাম করিব না—একদিন সেই প্রস্ফুটিত পদ্মটাকে নদীবক্ষে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সেই পদ্মটাকে নদীবক্ষ হইতে বলপূর্ব্বক তুলিয়া আপন শিবিরে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করে। কিন্তু সেই সময়ে নদীতীরে বহু লোকের জনতা নিবন্ধন, যবন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। হায়! সেই দিন হইতে সেই ফুলটী, যবনঅত্যাচার আশঙ্কাতাপে শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়, শীঘ্রই

শুকাইয়া যায়। তাহার মৃত্যু হইলে, আমার সংসারে বৈরাগ্য জন্মে। আমি পৈত্রিক বাসস্থান—ব্রহ্মত্ব ভূমি ও স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নিকট জ্ঞাতিদিগকে দিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করি। সেই সময় হইতে "যবন নিধন বা শরীর পতন" এই ব্রত গ্রহণ করি। বাছা! অত্যাচারীর পতন অবশ্যম্ভাবী। ঐ ঘটনার এক মাস কাল পরে, সেই পাপিষ্ঠ যবন,মত্তহস্তীর পদতলে দলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। রাজন! আমি সেই সময় হইতে "কণ্টকে নৈবং কণ্টকং" এই বচনের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই। যবনসেনাপতি হিমুর সহিত বন্ধুতা করিয়া, তাহারদ্বারা বঙ্গ হইতে মোগলসম্রাট হুমায়ুনকে বিদূরিত করি। মোগল ও পাঠান যুদ্ধে বহুশত যবনসেনার ধ্বংসসাধন করি। সম্প্রতি যবন-অত্যাচার হইতে ভারত মুক্তিলাভ করিয়াছেন, আমার ব্রতও উদযাপন হইয়াছে। কিন্তু আবার ভারত শীঘ্রই যবনপদতলে দলিত হইবেন। মোগল বংশসম্ভূত রাজগণ প্রায় দুই শতাব্দি ভারতে রাজত্ব করিবেন। তাহাদের ঘোরতর অত্যাচারে ভারত-সন্তান অবসন্ন হইয়া পড়িবে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর যুদ্ধ-বিগ্রহ নরহত্যা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিব না। থাকিলেও ভারতের অদৃষ্ট-লিপি খণ্ডন করিতে পারিব না। তবে যাহাতে আরও কতকগুলি ভারতশত্রুর নিপাত হইবে, তাহার উপায় আমি করিয়া দিতেছি। আমি হিমুকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিতেছি। রাজন্! ভয় পাইবেন না—বিষাদিত হইবেন না। হিমু পুনর্জ্জীবন পাইয়া, আর তোমাদের বিপক্ষতাচরণ করিবে না। তোমাদের সহকারী হইয়া হিমু মোগলসম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিবে। শীঘ্রই আবার পাণিপথ ক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে, হিমু বহু সংখ্যক মোগলসেনা বিনাশ করিবে, অবশেষে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে। অনুপ! হিমু তোমার শিক্ষাদাতা গুরু, আমি তোমাকে গুরুহত্যা পাপে পাপী দেখিতে ইচ্ছা করি না। ইলা! ধর্ম্মের চক্ষে হিমু তোমার স্বামী—আমি তোমাকে পতিঘাতিনী দেখিতে—বিশেষ তোমার বৈধব্য দশা দেখিতে ইচ্ছা করি না। তোমরা দুই জনেই আমার উদ্দেশ্য

সিদ্ধির সহায়তা করিয়াছ ;—তোমাদের হৃদয়ে পরিতাপ কীট প্রবেশ করিতে দিব না।"

স্বামীজী আহত যবনসেনাপতির নিকট গমন করিলেন, তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, তাঁহার গাত্রে, মস্তকে হস্ত বুলাইলেন—কি জানি কি মন্ত্র-তন্ত্র পাঠ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যবনসেনাপতি সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া বসিলেন।

তিমকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন,—"তোমাকে পুনর্জীবিত করিলাম। সাবধান! ভবিষ্যতে রাজপুত্রগণের বিপক্ষাচরণ করিও না—আর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইও না। পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ কর, শোচনা, পরিতাপ, প্রত্যুপকার করিবার চেষ্টা কর। দয়াময় হরি, তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

এই সময় যোগিনীবেশা ইলার নিকট ক্রীড়া গমন করিলেন। গলে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মিষ্টস্বরে বলিলেন,—"তুমি সামান্যা মানবী নহ, তুমি দেবী। আজি আমি তোমার কৃপায়, আমার জীবনসর্ব্বস্ব পতি পুত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। আজি আমি তোমার দয়ায় স্বামীর প্রিয় বন্ধুকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি আপন জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, যবন-অত্যাচার হইতে ভারতমাতাকে উদ্ধার করিবার যত্ন করিয়াছিলে। আজি সেই মহদনুষ্ঠানের জন্য, পাপ যবন তোমার পুণ্য জীবন বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু অধর্ম্ম—পাপ, কখন ধর্ম্ম—পুণ্যের লোপ করিতে পারে না। শেষে পাপের পরাজয় পুণ্যের জয় হইয়া থাকে। দেবি! তুমি বিজ্ঞানরূপিণী আদ্যাশক্তি। আমি সামান্যা মানবী, তোমার গুণকীর্ত্তন কিরূপে করিব?"

সহাস্যবদনে মধুরস্বরে ইলা বলিলেন—

"সখি! তুমি সতী—সাধ্বী, তুমি পতিপ্রাণা—পতিব্রতা। পতিভক্তি বলেই, আজি তুমি পতিপুত্র ও পতির প্রিয় বন্ধুকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছ। এই পাপসংসারে ভক্তির ন্যায় আর কিছুই নাই। ভক্তিই মুক্তির কারণ। ভক্তির নিকট দয়া দান, যাগ যজ্ঞ, কর্ম্ম ধর্ম্ম,

ধ্যান জ্ঞান, কিছুই স্থান পায় না। তুমি ভক্তিরূপিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এস সখি! তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করি।"

ইলা বাহুযুগলদ্বারা ক্রীড়াকে বেষ্টন করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। ক্রীড়াও আপন ভুজবল্লী দ্বারা ইলাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। যুগল রূপের মিলনে একটী অভূতপূর্ব্ব, অদৃশ্যপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী রূপের ছটা বিকসিত হইল। সেই স্বর্গীয় দীপ্তির তেজে দর্শকের নয়ন ঝলসিয়া গেল। রামানুজ স্বামী সেই যুগলমূর্ত্তির পদপ্রান্তে সহসা পতিত হইলেন, ভক্তিভাবে গদ্‌গদ্ বচনে বলিলেন—

"আজ আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইল। আজ আমি অভীষ্ট দেবীর দর্শন পাইলাম। আহা কি আশ্চর্য্য মিলন!—শক্তির সহিত ভক্তির মিলন! এই মিলনের বলেই আজ ভারত যবনহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই যুগলমূর্ত্তি, ধর্ম্মান্ধ বিদ্বেষবুদ্ধি সন্তানহৃদয়ে অধুনা স্থান পাইবে না। স্বাধীনতা-সুখ ভারতের পোড়া ভাগ্যে সম্প্রতি ভোগ হইবে না। আবার যে দিন ভক্তহৃদয়ে শক্তি ও ভক্তি—এই যুগল রূপের আবির্ভাব হইবে, সেই দিন আবার ভারতবক্ষে স্বাধীনতাপতাকা উড্ডীন হইবে।"

ইলা, যোগিবরকে পদপ্রান্তে পতিত দেখিয়া, দন্তদ্বারা জিহ্বা দংশন করিলেন। আতঙ্কে তাঁহার স্বাভাবিক গৌরবর্ণ কালিমা প্রাপ্ত হইল। জানি না, তিনি কি ভাবিয়া হস্তস্থিত কঙ্কালমালা গলদেশে পরিধান করিলেন। সম্মুখ হইতে একটা যবনের ছিন্ন মুণ্ড উত্তোলন করিয়া হস্তে ধারণ করিলেন, ও অট্ট অট্ট বিকট হাস্য করিতে লাগিলেন। সহসা ইলার গলদেশস্থিত কঙ্কালমালা মুণ্ডমালায় পরিণত হইল। ইলার এই ভয়াবহমূর্ত্তি দেখিয়া, ক্রীড়া সম্মুখ হইতে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন, ভয়ে আপনার হস্ত দুইখানি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তিত ভীষণ চতুর্ভুজামূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকদিগের হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, শরীর রোমাঞ্চ হইল। দর্শক মাত্রেই বাক্‌শূন্য—স্পন্দশূন্য! শক্তিশূন্য স্থবিরের ন্যায় দাঁড়াইয়া, সেই কালীমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রীড়া বলিলেন—

"কি সর্ব্বনাশ! সদাশিব পদপ্রান্তে! আহা, ভারতের ভাবী দুঃখ ভাবিয়া, যোগীন্দ্র ধূল্যবলুণ্ঠিত—আজ উদ্ভ্রান্ত!" পরে ইলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সখি! আবার যে দিন ভক্তির সহিত শক্তির মিলন হইবে; যে দিন সাধক, ভক্তির সহিত বিজ্ঞানরূপিণী শক্তির আরাধনা করিতে শিখিবে, সেই দিন মঙ্গলময় সদাশিবের দুঃখ ঘুচিবে, তাহার মনস্কাম পূর্ণ হইবে। ভারতে শান্তি, স্বাধীনতার পুনরাবির্ভাব হইবে। সখি! এখন তোমার এই কালীমূর্ত্তি ভারতসন্তানের পোড়া অদৃষ্টের সাদৃশ্য, এই মূর্ত্তিই দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ দাসদিগের উপাস্য।"

রামানুজ স্বামী, ক্রীড়া এবং ইলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সে যুগলমূর্ত্তি আর নাই। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে ইলাকে কহিলেন, "মা! এই ভয়ানক ভীষণমূর্ত্তি দেখাইয়া আর আমার হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার করিও না। তোমার অজ্ঞান সন্তান সেই যুগলমূর্ত্তি বিজ্ঞান ও ভক্তির সংযোগ মূর্ত্তি দেখিবার অভিলাষী। হায়! হৃদয়ে কে যেন বলিতেছে, বহুদিন আর সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না; বহুদিন ভারতে আর সে মূর্ত্তির আবির্ভাব হইবে না। মা! তবে আর এখানে থাকিয়া কি করিব। অরণ্যে—বিজন বনে গিয়া হৃদয়ে সেই অভীষ্ট দেবীর মূর্ত্তি ভাবনা করিব।"

স্বামীজী আর কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, সেই স্থান হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। ইলাও হস্তস্থিত ছিন্ন মুণ্ড নিক্ষেপ করিয়া উদাসীনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। কয়েক পদ গমন করিয়া, ইলা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যবনসেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যখন তোমাকে প্রথমতঃ অচেতন ভূমিতলে পতিত দেখিয়াছিলাম, তখন তোমার নিকট যাইবার নিমিত্ত আমি এক পা অগ্রসর হইয়াছিলাম, কিন্তু সেই সময় কে যেন আমার কাণে বলিল,—"ছি ইলা! আর কেন তুমি মায়াপাশে বদ্ধ হইতে অভিলাষিণী হইতেছ। আজ তুমি আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিয়াছ, পার্থিব বিষয়ে আর তুমি লিপ্ত হইও না। সেনাপতি জীবিত আছেন, তোমাকে বৈধব্যযাতনা ভোগ

করিতে হইবে না।" আমি সেই দৈববাণী শুনিয়া, তোমার নিকট যাই নাই। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা ভুলিব না, তোমার মৃত্যুদিনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" ইলা আর কোন কথা না কহিয়া উদাসীনের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন। কয়েকপদ গমন করিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীজীকে কহিলেন, "প্রভু! আমার গতি কি হইবে? আমি যাবনী, আমি পতিতা, হরি কি আমাকে চরণে স্থান দিবেন, আমার জ্ঞানকৃত পাপ কি তিনি মার্জ্জনা করিবেন?"

স্বামীজী কহিলেন,—"একি! সহসা তোমার মনে এরূপ ভ্রমাত্মক সংশয় বুদ্ধির উদয় হইল কেন? বাছা! পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন বলিয়াই, হরির একটী নাম পতিতপাবন। তিনি অবশ্যই দয়া করিয়া তোমার পাপের মার্জ্জনা করিবেন। হরিনামের মাহাত্ম্যে তোমার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। অন্তে পতিতপাবন হরির চরণে তুমি নিশ্চয়ই স্থান পাইবে।"

স্বামীজী ইলার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আবার বলিলেন, "এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কি জন্য তোমার মনে সহসা এরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে। তোমার বক্ষে কেবল শক্তির চিহ্ন রুদ্রাক্ষমালা রহিয়াছে। ভক্তির চিহ্নাভাবেই এইরূপ সংশয় বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। স্বামীজী আপন গলদেশ হইতে এক ছড়া তুলসী মালা মোচন করিয়া ইলার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। ইলার কর্ণে হরির বীজমন্ত্র প্রদান করিলেন। অমনি ইলার হৃদয় হইতে ভ্রম বুদ্ধি বিদূরিত হইল। ইলার হৃদয়ে পবিত্র পূর্ণানন্দ ভাব উদিত হইল। ইলা পাগলিনীর ন্যায় নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পবিত্র তুলসীর স্পর্শে ইলার হৃদয় নিষ্পাপ শীতল হইল।

গদ্গদ বচনে ইলা বলিলেন,—"প্রভু! এখন আমি জগৎকে হরিময় দেখিতেছি। সম্মুখে হরি, হৃদয়ে হরি, বৃক্ষে হরি, পত্রে হরি, সকলই হরি; আমি হরি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এই যে হরি, আমার হৃদয়ে হরি, আমার প্রাণে হরি। হরি হরি হরি, হরি!"

হরিনাম করিতে করিতে পাগলিনীর ন্যায় ইলা স্বামীজীর সহিত প্রস্থান করিলেন।

অনুপ চারিদিকে চাহিলেন, বারবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু যাহা দেখিবার বাসনা করিয়াছিলেন, তাহা আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কৈ! সে আশ্চর্য্য দৃশ্য কোথায়? আমি কি জাগরিত,—না নিদ্রিত? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, না কোন ভৌতিক দৃশ্য আমার নয়নপথে ক্ষণপ্রভার ক্ষণালোকের ন্যায় দেখা দিয়া আবার নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল! হাঁ, এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সদাশিব ভক্তগণের প্রতি সদয় হইয়া, যোগিবেশে দর্শন দিয়াছিলেন! আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি যোগিনীবেশে দর্শন দিয়া আমাদের বর্ত্তমান ও ভাবিকালের অবস্থা ভৌতিক দৃশ্যের ন্যায়, ছায়ার ন্যায়, স্বপ্নের ন্যায় দেখাইয়াছেন। আহা! আর কি এ জীবনে সেরূপ অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব!"

মহারাণা বলিলেন,—"আজ যে অদৃশ্যপূর্ব্ব অভিনয় আমাদের নয়নাগ্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ঐশিক লীলা। স্বচক্ষে না দেখিলে, কেহ এরূপ অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছে বলিলে, কখনই আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। অনুপ! তুমি সত্য বলিয়াছ, যোগীন্দ্র আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঘোর অন্ধকারাবৃত ভবিষ্যৎ উদরকন্দরনিহিত ভারতের ভাবিভাগ্যলিপি আজ স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। উঃ! সে দৃশ্য মনে পড়িলে, হৃদয় ভয়ে ও শোকে আকুলিত হইয়া উঠে। এমনই ইচ্ছা হয়, ধন জন রাজ্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হই।"

যবনসেনাপতি কহিলেন,—"মহারাজ! আজি আমি যোগিবরের প্রসাদে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছি। আজি হইতে যোগিবরের আদেশ-মত, আমি পূর্ব্বকৃত পাপপুঞ্জের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করিব। ভবিষ্যতে আর আমি আপনার বা অন্য কোন হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না। আজি হইতে ভারতকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার যত্ন করিব। রাজন্! আমি আপনার ভৃত্যের ন্যায়

থাকিয়া, আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া, এজীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইব।"

জয়শ্রী কহিলেন,—"প্রভু! অনাগত বিষয়ের চিন্তা করিয়া উপস্থিত কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করা, আপনার ন্যায় বিজ্ঞ বিবেচক ব্যক্তির উচিত নহে। এক্ষণে সমাহিত চিত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করুন।"

মহারাণা বলিলেন,—"মন এমনই চঞ্চল হইয়াছে যে, কোনরূপেই স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই দৃশ্য—সেই আশ্চর্য্য দৃশ্য নয়নাগ্রে নৃত্য করিতেছে; সেই জলদগম্ভীরস্বর এখনও কর্ণে বাজিতেছে।" মহারাণা আবার অবনতগ্রীব, আবার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। কিয়ৎকাল পরে তিনি চিত্তবৈকল্য বিদূরিত করিয়া, যবনসেনাপতিকে কহিলেন—

"স্বামীজী তোমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ত শুনিয়াছ। আপাততঃ তোমাকে চিতোরদুর্গে বন্দীভাবে থাকিতে হইবে, পশ্চাৎ তোমার মনের ভাব—তোমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রবৃত্তি দেখিয়া, তোমার প্রতি বিহিত আজ্ঞা প্রদান করা হইবে।"

কলবন্ত সিং নামক জনৈক সৈনিককে ডাকিয়া মহারাণা বলিলেন—

"যবনসেনাপতিকে সমভিব্যাহার করিয়া দুর্গে লইয়া যাও। ইহাঁকে ইহার পদোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবে। যথাযোগ্য স্থানে বাসস্থান প্রদান করিবে। সেবাশুশ্রূষা জন্য দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া দিবে। যাহাতে সেনাপতির কোন বিষয়ে কোন কষ্ট না হয়, তাহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।"

যে আজ্ঞা বলিয়া, যবনসেনাপতি হিমুকে সঙ্গে লইয়া, কলবন্ত সিং দুর্গাভিমুখে গমন করিলেন।

জয়শ্রীকে সম্বোধন করিয়া ক্রীড়া বলিলেন,—"দাদা! আমি তোমার অজ্ঞান, অবোধ ভগিনী, আমি না জানিয়া, না বুঝিয়া যদি তোমাকে কোন কটু কথা বলিয়া থাকি, তুমি কি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে না?"

জয়শ্রী বলিলেন,—"দিদি! তুমি আমাকে কি বলিয়াছিলে, আমার তাহা মনেও নাই। আমার কাছে সহস্র অপরাধ করিলেও, আমার

নিকট তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হইবে না। আমি তোমার দোষ গ্রহণ করিব না, সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।"

ক্রীড়ার সুন্দর চক্ষুদুটী ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "যেন জন্মে জন্মে জয়শ্রীর ন্যায় বন্ধু পাই, যেন জন্মে জন্মে জীবিতেশ্বরের ন্যায় স্বামী পাই।" ক্রীড়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—"দাদা! তুমি দেবতা, তুমি অনায়াসে আমার দোষ ক্ষমা করিতে পারিয়াছ, কিন্তু আমি সামান্যা রমণী, আমার মন পাপে কলুষিত, সেই কঠোর কথাগুলি আমার মনে সদাই জাগিতেছে, আমাকে বড়ই যন্ত্রণা দিতেছে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি আজি হইতে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিব, আজি হইতে হৃদয়মন্দিরে তোমাকে দেবতা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করিব, ইষ্টদেবের ন্যায় ভক্তিসহকারে কৃতজ্ঞতাপুষ্পে তোমার পূজা করিব। আমি যতদিন বাঁচিব, দাসীর ন্যায় তোমার চরণসেবা করিব, তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিব।"

মহারাণা বলিলেন,—"আজ মহামায়া করালা আমার অভীষ্ট-সিদ্ধ করিয়াছেন। আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। এখন কৌলিক প্রথানুযায়ী বিজয়োৎসব করিতে হইবে।" জনৈক অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি নগরমধ্যে অগ্রে গমন করিয়া, আমাদের জয়-ঘোষণা কর, এবং কুলকামিনীদের মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া বিজয়ী বীরের অভ্যর্থনা জন্য প্রস্তুত হইতে বল। আমি স্বয়ং দুর্গমধ্যে যাইয়া বিজয়ী যোদ্ধার সম্মানার্থ সেনাগণকে পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ দণ্ডায়মান থাকিতে আজ্ঞা প্রদান করিব। আমি স্বয়ং বিজয়ী বীরকে সসম্মানে নগরমধ্যে সর্ব্বাগ্রে অভ্যর্থনা করিব।"

এই কথা বলিয়া, অমাত্য ও পারিষদবর্গের সহিত মহারাণা দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রীড়ার ক্রোড় হইতে অনুপ পুত্রটীকে আপন ক্রোড়ে লইয়া, বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। ক্রোড়স্থ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"খোকা! আমি তোর জন্মদাতা পিতা আর এই তোর সম্মুখে, আমার প্রাণের সখা—তোর জীবনদাতা পিতা।"

জয়শ্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বালকটী মিষ্ট মধুর হাসি হাসিল, উঁ—উঁ শব্দ করিয়া জয়শ্রীর ক্রোড়ে যাইবার জন্য হাত দুটী বাড়াইল। অনুপের ক্রোড় হইতে, জয়শ্রী বালকটীকে আপন ক্রোড়ে লইলেন, মুখ চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন, "সখা! আমি বিবাহ না করিয়াও আজ পুত্রবান্ হইলাম। আমার সমস্ত ধনের অধিকারী এই শিশুই হইবে,—আমার ভদ্রাভদ্র———"

জয়শ্রীর কথায় বাধা দিয়া ক্রীড়া বলিলেন, —"ছি. দাদা! অমন কথা কি মুখে আনিতে আছে। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে থাক। তোমার ভাই ভগিনীর ন্যায়, আমরা দুই জনে তোমাকে ভাল বাসিব, শ্রদ্ধা-যত্ন করিব। খোকা বড় হইলে, তোমাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, তোমাকে কাকা বলিয়া ডাকিবে, পুত্রের ন্যায় তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবে।"

নগরমধ্যে জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল। "জয় মহামায়ার জয়, জয় জয়শ্রীর জয়, জয় অনুপ সিংহের জয়"—ইত্যাদি জয়শব্দ উত্থিত হইল। নগরবাসিনী কুলকামিনীদের হুলাহুলি ও শঙ্খধ্বনিতে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল। এই সময় জনৈক অমাত্য সেনাপতিদ্বয়ের নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন———

"আপনারা অনুগ্রহ করিয়া নগরে প্রবেশ করুন, সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। আমি দেবী ক্রীড়াকে লইয়া, আপনাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।"

অনুপ ও জয়শ্রী দুই বন্ধুতে নগরাভিমুখে গমন করিলেন। আবার জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আবার "জয় ধর্ম্মের জয়—জয় ভারতের জয়",—ইত্যাদি জয়শব্দ নগর কাঁপাইয়া, অরণ্য ব্যাপিয়া, গিরিগুহা ভেদ করিয়া উত্থিত হইল।

প্রতিধ্বনি বলিল,—"জয় ধর্ম্মের জয়,—জয় ভারতের জয়।"

সমাপ্ত।